ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 7 November, 2019 ■ আগরতলা, ৭ নভেম্বর, ২০১৯ ইং ■ ২০ কার্ত্তিক ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ফের রেল লাইনের ধারে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বর।। ত্রিপুরায় রেল লাইনের ধারে ফের এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। তবে, রেলের ধাক্কায় তার মৃত্যু হয়েছে নাকি তাকে খুন করা হয়েছে, তা নিয়ে পুলিশ দ্বন্দ্বে পড়েছে। আর কে পুর থানার পুলিশ জানিয়েছে, আজ সকালে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে খিলপাড়া রাজধর নগর এলাকায় রেল লাইনের ওপর এক যুবকের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় জনগণ। তার নাম প্রসেনজিৎ নিয়োগি (৩৭)। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে আর কে পুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যান। রেল লাইনের ওপর থেকে ওই যুবকের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ ময়না তদন্তের জন্য গোমতী জেলা হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। আজ মৃতদেহ ময়না তদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছে পুলিশ।

এদিকে, এই মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় একাধিক প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। স্থানীয়দের বক্তব্য, রেল লাইনের ওপর যেভাবে তার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা গেছে, তাতে মনে হচ্ছে তাকে খুন করা হয়েছে। পুলিশ অবশ্য খুনের বিষয়টি উড়িয়ে দিচ্ছে না। ফলে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর ওই ঘটনায় তদন্ত এগোবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

পরিশ্রুত পানীয় জলের দাবিতে আমবাসায় জাতীয় সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বর।। পানীয় জলের দাবিতে আজ আমবাসায় জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন স্থানীয় উপজাতি অংশের জনগণ। অভিযোগে জানা গেছে, আমবাসা মহকুমায় নাইলাফা বাড়ি ও টেঙ্কার পাড়া এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। পরিশ্রুত পানীয় জলের তীব্র সংকটের বিষয়টি স্থানীয় জনগণ একাধিকবার প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু, প্রশাসনের তরফে এই সমস্যার সমাধানে কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

এরই প্রতিবাদে আজ এলাকার উপজাতি অংশের জনগণ প্রতিবাদী হয়ে উঠেন। এদিন সকাল সাতটা থেকে নাইলাফা বাড়ি এলাকায় জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন তারা। দীর্ঘক্ষণ অবরোধের জেরে জাতীয় সড়কের যান চলাচল ব্যাহত হয়। খবর পেয়ে অবরোধস্থলে ছুটে যান আমবাসার এসডিপিও। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই ছুটে আসেন স্থানীয় বিডিও'র নেতৃত্বে প্রশাসনিক আধিকারিকরা। প্রত্যেকেই অবরোধ তুলে নেয়ার জন্য অবরোধকারীদের আবেদন জানান। কিন্তু, পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত অবরোধে অনড় থাকেন স্থানীয়রা।

পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করলে ওই এলাকায় টেঙ্কারের মাধ্যমে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করেন বিডিও। তিনি অবরোধকারীদের আশ্বাস দিয়েছেন শুখা মরশুমে পানীয় জলের উৎসগুলি সচল রাখার উদ্যোগ নেয়া হবে। পাশাপাশি, পরিশ্রুত পানীয় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শরণার্থীদের ত্রাণের সহায়তা প্রদ্যুতের, আন্দোলনে বল প্রয়োগ নিয়ে দ্বন্দ্বে প্রশাসন

১৪৪ ধারার মাঝেই অবরোধ অব্যাহত, আজ যাচ্ছেন উপমুখ্যমন্ত্রী সহ মন্ত্রিসভার চার সদস্য ও দুই সাংসদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বর।। ধারা ১৪৪ জারি থাকা সত্ত্বেও ব্রু শরণার্থীরা অবরোধ করলেন দশদা-আনন্দবাজার রাস্তা। পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা সত্ত্বেও অবরোধকারীদের বলপূর্বক তোলে দেওয়ার কোন চেষ্টা করেনি প্রশাসন। ফলে, পরিস্থিতি এখনো স্বাভাবিক রয়েছে এবং প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন ওই অবরোধস্থলে গিয়ে সভাও করেছেন। তিনি ব্রু শরণার্থীদের পাশে আছেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, সরকার জমি দিলে শরণার্থীদের জন্য সেই জমি তিনি নিজের টাকায় কিনবেন। সাথে তিনি হুমকি দিয়েছেন, শরণার্থীদের রেশন বন্ধ করে দেওয়ার অমানবিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ত্রিপুরা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হবেন। ব্রু শরণার্থীদের অবরোধকে ঘিরে উদ্ভুত পরিস্থিতির জেরে বৃহস্পতিবার কাঞ্চনপুর ছুটে যাচ্ছেন উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা সহ রাজ্য মন্ত্রিসভার চার সদস্য ও রাজ্যের দুই সাংসদ। ব্রু শরণার্থীদের সাথে তাঁরা বৈঠক করবেন এবং সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ব্রু শরণার্থীদের অবরোধ আন্দোলন স্থলে খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করেছে বিভিন্ন এনজিও এবং বেসরকারী সংগঠন। ছবি নিজস্ব।

টানা সাতদিন ধরে কাঞ্চনপুরের লক্ষীপুর এলাকায় দশদা-আনন্দবাজার রাস্তা অবরোধ করছেন ব্রু শরণার্থীরা। বিনামূল্যে রেশন ও নগদ আর্থিক সহায়তা চালু করার দাবিতে তারা ওই রাস্তা অবরোধ করছেন। সকাল ৫টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ওই অবরোধের জেরে এলাকায় পরিবেশ থমথমে হয়ে রয়েছে।

আজ সকাল ৫টা থেকে যথারীতি অবরোধ শুরু করেন ব্রু শরণার্থীরা। দশদা-আনন্দবাজার রাস্তায় অবরোধে আজ অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা অন্যান্য দিনের তুলনায় কিছুটা বেড়েছে। এমবিডিপিএফ সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ব্রোনো মিশা জানিয়েছেন, বিনামূল্যে রেশন ও নগদ আর্থিক সহায়তার চালু করার দাবিতে অনির্দিষ্টকালের রাস্তা অবরোধ কর্মসূচি যে কোন মূল্যে জারি রাখা হবে। ওই অবরোধ কর্মসূচি প্রত্যাহার করা হবে না। তিনি জানান, আজ চারজন ব্রু নেতা দিল্লী গেছেন। তাঁরা প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে দেখা করে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে রেশন ও নগদ আর্থিক সহায়তা পুনরায় চাল করার দাবি জানাবেন।

এদিকে, গতকাল রাত থেকেই এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। তবে, আজ সকালে নিরাপত্তা বাহিনীর গতিবিধি খুব একটা নজরে আসেনি। হাতে গুনা কয়েকজন টিএসআর ও সিআরপিএফ জওয়ান অবরোধস্থলে মোতায়েন রয়েছেন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিমানবন্দর থেকে আগরতলা শহরে ট্যাক্সি পরিষেবার সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বর।। সারা দেশের মধ্যে ত্রিপুরাকে পর্যটনের উৎকৃষ্ট কেন্দ্র এবং অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী যে উদ্যোগ নিয়েছেন তাকে সফল করার জন্য ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগম একাধিক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। তারই অঙ্গ হিসেবে ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগম পর্যটনকে প্রসারিত করার লক্ষ্যে আরও দুটি কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এই কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে বিমানবন্দর থেকে আগরতলা পর্যন্ত ট্যাক্সি পরিষেবা এবং গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্রগুলির উপর ফটো ও ভিডিও প্রতিযোগিতা।

ত্রিপুরার পর্যটন শিল্পকে ঢেলে সাজানো ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

যানবাহনের গতি মাপক যন্ত্রের পরীক্ষামূলক ব্যবহার শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বর।। যানবাহনের গতি মাপার জন্য অত্যাধুনিক যন্ত্র এনেছে ত্রিপুরার ট্রাফিক দপ্তর। আজ আগরতলায় উড়ালপুল এবং আমতলি বাইপাসে ওই যন্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন ট্রাফিক পুলিশ সুপার পিনাকী সামন্ত। তিনি জানান, অতিরিক্ত গত দুর্ঘটনার প্রধান কারণ। তাই, নজরদারির স্বার্থে ৪টি অত্যাধুনিক গত মাপক যন্ত্র আমদানি করা হয়েছে। আজ ওই যন্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

এদিন ট্রাফিক পুলিশ সুপার জানান, যান দুর্ঘটনায় দায়ী অতিরিক্ত গতির প্রমানের সাপেক্ষে অত্যাধুনিক স্পিড লেসার গান যন্ত্র আমদানি করা হয়েছে। আজ পরীক্ষামূলকভাবে যন্ত্রটি ব্যবহার করা হচ্ছে। তাতে সন্তোষজনক হলেই তবেই যন্ত্রটি ব্যবহারে নেবে ট্রাফিক দপ্তর। তিনি বলেন, আপাতত ৪টি যন্ত্র ক্রয় করা হচ্ছে। মূলত, দুর্ঘটনা প্রবণ রাস্তায় ওই যন্ত্র ব্যবহার করা হবে, জানান তিনি।

ট্রাফিক পুলিশ সুপার পিনাকী সামন্তের কথায়, একটি যন্ত্র আগরতলায় উড়ালপুলে ব্যবহার করা হবে। বাকি তিনটি যন্ত্র ব্যবহারের বিষয়টি উর্দতন কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেবেন। তাঁর মতে, সিপাহীজলা ও গোমতী জেলা, খোয়াই জেলা এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে সায়েন্স সিটি গড়ে তোলার জন্য ২৭ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর

কলকাতা, ৬ নভেম্বর।। ত্রিপুরায় সায়েন্স সিটি গড়ে তোলার জন্য ইতিমধ্যে কেন্দ্রের কাছ থেকে রাজ্য সরকার ২৭ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা পেয়েছে। বুধবার কলকাতায় আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান উৎসবে একথা জানালেন ত্রিপুরার উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। তাঁর দাবি কেন্দ্রীয় সরকার উত্তরপূর্বাঞ্চলের কল্যাণে নজর দিয়েছে। ফলে, ত্রিপুরাও উন্নয়নের পথে পা বাড়িয়েছে।

এদিন তিনি বলেন, উত্তর পূর্বাঞ্চলের ছোট্ট একটি রাজ্য ত্রিপুরা ক্রমশ উন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে। রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে কেন্দ্র ঢালাও সহায়তা করছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রের পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞান মনস্ক গড়ে তোলার জন্য ত্রিপুরায় একটি সায়েন্স সিটি স্থাপন করা হবে। তিনি জানান, ডোনার মন্ত্রক এই প্রকল্পে একশ কোটি মঞ্জুর করেছে। তার মধ্যে ২৭ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা ইতিমধ্যে রাজ্য পেয়েছে। তিনি জানান, কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের সহযোগিতায় ত্রিপুরায় সায়েন্স সিটি গড়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে কুমারী মায়ের পূজা। বুধবার আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

উদয়পুরে বাড়ছে চুরি উদ্বিগ্ন জনগণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৬ নভেম্বর।। ফের থানার নাকের ডগায় চুরির ঘটনা ঘটল উদয়পুর মহকুমার কাকড়াবন বাজারের স্থায়ী ব্যবসায়ী বাদল সাহার দোকানে।

মঙ্গলবার গভীর রাতে চোরের দল দরজা ভেঙে নগত ১০ হাজার টাকা সহ দামি সামগ্রী নিয়ে যায় বলে দোকান মালিক বাদল সাহা জানান। সাথে সাথে খবর দেওয়া হয় কাকড়াবন থানাতে। ঘটনাস্থলে ছুটে আসে কাকড়াবন থানার ওসি নাড়ুগোপাল দেব। চোরের দল একটি লোহার রড ফেলে রেখে যায় যে রড দিয়ে দোকানের দরজা ভাঙা হয়। বাজারের ব্যবসায়ী থেকে প্রশ্ন উঠেছে কাকড়াবন থানাটি বাজারের ডিল ছোড়া দূরত্বে থাকা সত্ত্বেও কয়েকদিন পর পর চুরির ঘটনা সংগঠিত হচ্ছে। পুলিশ যদি রাত্রে টহলদারি দিতো হয়তো বা এই ধরনের চুরি নাও ঘটতে পারতো।

রাজ্যে হাহাকার বাণে বিদ্ধ বিজেপি ও সারা ভারত কিষাণ সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বর।। হাহাকার বাণে বিদ্ধ বিজেপি ও সারা ভারত কিষান সভা। গ্রামে হাহাকার শুরু হয়েছে। সারা ভারত কিষান সভার এই অভিযোগ পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়েছে বিজেপি। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে কিষান সভার রাজ্য সম্পাদক নারায়ণ কর অভিযোগ করেন, ১৯ মাসে ত্রিপুরায় গ্রামাঞ্চলে হাহাকার শুরু হয়েছে। কারণ, কাজ ও খাদ্যের অভাবে মানুষ ভুগছেন। এই অভিযোগের খণ্ডন করে বিজেপি প্রদেশ মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য পাল্টা নিশানা করে বলেন, সিপিএমে হাহাকার শুরু হয়েছে। কারণ, দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারির জন্য বাদল চৌধুরীর আরও অনেকেই ধরা পড়বেন, তা নিশ্চিত হয়ে গেছে। তাঁর দাবি, সিপিএম কর্মীরাও সমস্ত দুর্নীতির প্রমাণ সামনে আনছেন। ফলে, কেউ পার পাবেন না, সে-কথা নারায়ণ কর বাবুরা বুঝে গেছেন।

আজ নারায়ণ কর বলেন, রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের ১৯ মাসে মানুষের নাভিশ্বাস উঠে গেছে। তাঁর অভিযোগ, ২০০ দিন রেগার কাজের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসে এখন গড়ে ৩৫ দিন কাজ হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, ৩৪০ টাকা মজুরির প্রতিশ্রুতিও পূরণ হয় নি। কারণ রেগে শ্রমিকরা ১৭৯ টাকা করে মজুরি পাচ্ছেন। তাঁর কথায়, আগে মানুষ রাবার বাগান, ফলের বাগান, সবজি বাগানে কাজ করে যায় করতেন। কিন্তু, এখন উদ্যান পালনে কোন কাজ হচ্ছে না। ফলে, মানুষের যায় কমে গিয়েছে। তিনি অভিযোগ তুলে বলেন, অমানবিকভাবে বার্ধক্য ভাতা, সামাজিক ভাতা বহু মানুষের বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ব্লক অফিস ডেকে নিয়ে গিয়ে অযথা হয়রানি করা হয়েছে। সবকিছু মিলিয়ে গ্রামাঞ্চলে হাহাকার শুরু হয়েছে। কারণ গ্রামীণ অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে, দাবি করেন তিনি।

কিষান সভার এই এই সমস্ত অভিযোগ পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়েছে বিজেপি। দলের প্রদেশ মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য্যের কথায়, এখন সিপিএমে হাহাকার শুরু হয়েছে। কারণ, দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারির জন্য বাদল চৌধুরীর পর আরো অনেকেই ধরা পড়বেন তা নিশ্চিত হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, নারায়ণবাবুরাও ধরা পড়তে চলেছেন, তাও তাঁরা বুঝে গেছেন। নবেন্দুবাবু বলেন, সিপিএম পার্টির ঘনিষ্ঠরাই সমস্ত দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারির প্রমান রাজ্য সরকারের হাতে তুলে দিচ্ছেন। তাই, ওই পার্টির এখন বেহাল অবস্থা হয়েছে।

নবেন্দুর বক্তব্য, ভাতা বন্ধের অভিযোগ সম্পূর্ণ অসত্য। কারণ, ৯ হাজার ভুয়ো বার্ধক্য ভাতা চিহ্নিত হয়েছে। তাঁর কটাক্ষ, সারা ভারত কিষান সভা দিশেহারা হয়ে পড়েছে। কারণ, কৃষকরাই এখন তাঁদের পাশে থাকতে চাইছেন না। তিনি বলেন, কিষান সভা কৃষকদের মাঠ থেকে তুলে এনে রাস্তায় দাঁড় করিয়েছিল। তাঁদের ফের মাঠে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষক কল্যাণ প্রকল্পে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৬ ▫ সংখ্যা ৩০ ▫ ৭ নভেম্বর ২০১৯ ইং ▫ ২০ কার্তিক ▫ বৃহস্পতিবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

নজীরবিহীন পুলিশ বিক্ষোভ

পুলিশ বিদ্রোহ কথাটির মধ্যেই বিস্ময় লুকাইয়া থাকে। আইনজীবী ও পুলিশের মধ্যে সম্পর্ক তো এমনিতেই অম্লমধুর। আইনজীবীদের পেশাগত কারণেই পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ চলিতে থাকে। কিন্তু, আইনজীবীদের হাতে লাগাতর নিগ্রহের অভিযোগে দিল্লী পুলিশ কর্মীরা নজীরবিহীন আন্দোলন করিয়া গোটা দেশকেই যেন নাড়া দিয়াছে। দিল্লীর ত্রিশ হাজারী আদালতের পার্কিং এলাকায় এক আইনজীবীর গাড়ীতে পুলিশের গাড়ীর ধাক্কার ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া ব্যাপক হিংসা ছড়াইয়া পড়ে আদালত চত্বরে ও সংশ্লিষ্ট এলাকায়। কমপক্ষে কুড়িজন পুলিশ কর্মী আহত হন আইনজীবীদের হামলায়। পুলিশের গাড়ি পোড়ানো হয়। আইনজীবীরাও পাল্টা অভিযোগ জানান, কয়েকজন পুলিশ কর্মী নিরস্ত্র আইনজীবীদের লক্ষ্য করিয়া গুলি চালায়, ব্যাপক মারধর করে। এই ঘটনার পর দিল্লীর অন্যান্য আদালতে কর্মবিরতি শুরু করেন আইনজীবীরা। দিল্লীর অন্যত্র আইনজীবীদের হাতে পুলিশের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা ঘটে। বিভিন্ন পুলিশের উপর হামলার ঘটনায় তুষের আগুন জ্বলিতে থাকে। আক্রান্ত হওয়া সত্বেও পুলিশের উর্ধতন মহল দিব্যি আছেন, ক্ষুব্ধ মার খাওয়া পুলিশ কর্মীরা উর্ধতন মহলের ভূমিকায় ক্ষোভে ফুঁসিতে থাকেন। সেই ক্ষোভই বিস্ফোরণের আকার নেয়। পুলিশ কর্মীরা নিজেদের নিরাপত্তার দাবীতে মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের কাছেই বাহাদূরশাহ জাফর মার্গে রাজধানীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ক্ষেত্র পুলিশ সদর দপ্তর এর রাস্তা নজিরবিহীন ঘটনার সাক্ষী থাকিল। দিল্লী পুলিশ কর্মীরা সপরিবারে বিক্ষোভে সামিল হইয়াছেন। স্বাধীন ভারতে এরকম পুলিশ বিদ্রোহ নজিরবিহীন।

১৯৭৩ সালে উত্তর প্রদেশে একবার পুলিশ বিক্ষোভ দেখা গিয়াছিল। এই ত্রিপুরায় ১৯৯০ সালে কংগ্রেস যুব সমিতি জোট রাজত্বে মুখ্যমন্ত্রী সমীর বর্মণের আমলে পুলিশ বিদ্রোহ হইয়াছিল। সেই বিদ্রোহে তলে তলে ইন্ধন দিয়াছিল সিপিএম দল। জোট সরকারের বিরুদ্ধে পুলিশ বিদ্রোহের ঘটনায় বিরোধী ষড়যন্ত্র সেদিন আর তেমন গোপন ছিল না। মুখ্যমন্ত্রী সমীর রঞ্জন সেদিন কঠোর হাতে পুলিশ বিদ্রোহ দমন করিয়া নজীর গড়িয়াছিলেন। ত্রিপুরায় সেদিন পুলিশ বিদ্রোহের পিছনে ছিল রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র এবং পুলিশের সংগঠন করার অধিকার দাবী দাওয়া। কিন্তু, দিল্লীতে মঙ্গলবার বিদ্রোহের পিছনে কারণ পুলিশের নিরাপত্তা। আইনজীবীরা আদালত চত্বরেই পুলিশকে বেধরক পিটাইয়াছে। এই ঘটনা যে এইরকম নজিরবিহীন বিদ্রোহের বা ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটিবে তাহা হয়ত ধারণার বাহিরে ছিল। সবচাইতে বড় প্রশ্ন হইল আইনজীবীরা কিভাবে আইন হাতে তুলিলেন? পুলিশ ও আইনজীবীরা তো আইনের রক্ষক। তাঁহারাই হিতাহিত জ্ঞানশূণ্য হইয়া মারপিটে সামিল হইয়া গেলেন কিভাবে? কিল, ঘুষি, গুলি চলিয়াছে। বহু গাড়ি আগুনে পুড়িয়াছে। দিল্লীর মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় পুলিশ কর্মীদের বিক্ষোভ আন্দোলনকে তো বিদ্রোহই বলা যায়। কারণ, অন্যান্য ক্ষেত্রে কর্মচারীরা দাবী দাওয়া নিয়া আন্দোলনে সামিল হইতে পারেন। কিন্তু, পুলিশের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আছে। রাষ্ট্র যন্ত্রের মূল শক্তি পুলিশ। সর্বক্ষেত্রেই পুলিশের উপস্থিতি। মন্ত্রীর নিরাপত্তা হইতে শুরু করিয়া সাধারণ আইন শৃঙ্খলা সর্বত্রই পুলিশকে দায়িত্ব পালন করিতে হয়। দেশে রাজ্যে আইন শৃঙ্খলায় পুলিশই দায়িত্ব পালন করে। বিক্ষোভ আন্দোলন হইলে সেখানে পুলিশই মোকাবেলা করে। সেই পুলিশ যদি বিক্ষোভ আন্দোলনে সামিল হয় তাহাকে তো একরকম বিদ্রোহই বলা যাইতে পারে। উর্ধতন কর্তৃপক্ষের আশ্বাস বা প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় পুলিশ কর্মীরা আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়া নিলেও গোটা দেশে তাহা নজীর হইয়া থাকিল। পুলিশ কর্মীরা সেখানে নিরাপত্তার অভাব বোধ করিতেছে সেখানে সাধারণ মানুষের অবস্থা কি সহজেই অনুমেয়। বিভিন্ন রাজ্যে পুলিশী শক্তির মাধ্যমেই ক্ষমতাসীন সরকার অনেক কাজ সিদ্ধ করে।

এই ত্রিপুরা রাজ্যেই শুধু নয় সর্বত্রই পুলিশকে রাজনৈতিক ভাবেও ব্যবহার করা হয়। পুলিশ নিরপেক্ষতা বজায় রাখিতে পারে না। মানুষের নিরাপত্তা ইত্যাদির ক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকা নিয়া প্রশ্ন আছে। পুলিশ আজও সধারণ মানুষের বিশ্বাস আস্থা অর্জন করিতে পারে নাই। এখনও মানুষের মনে বদ্ধমূল ধারণা আছে পুলিশ মানেই ঘুষখোর। এখনও অভিযোগ আছে থানাগুলির সঙ্গে অপরাধ জগতের যোগাযোগ থাকে। থানাগুলির মাসে বছরে আয় কত? এই তো আমাদের পুলিশ। এই ভাবেই পুলিশ চলিয়াছে? পুলিশ মানুষের বন্ধু হইয়া উঠিতে পারিল না। ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ করিয়াছিল পুলিশ। তাহাকে ইতিহাসে সিপাহী বিদ্রোহ হিসাবে খ্যাত। যে পুলিশ স্বাধীনতার মহাযজ্ঞে নিজেদের নিয়োজিত করিয়াছে আজ স্বাধীন ভারতের পুলিশের এই নির্মম অবস্থা কেন ভাবিবার বিষয়। দিল্লীতে পুলিশ বিক্ষোভ চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল দেশের সামনে ভয়াবহ বিপদ। এই বিপদ মোকাবেলয় কোনও উদ্যোগ আছে মনে হয় না। তবে, একথা ঠিক দিল্লীর পুলিশ আন্দোলন সারা দেশেই পুলিশদের মনোবল বৃদ্ধিতে সহায়ক হইয়াছে। আসলে আমাদের দেশে সেই বৃটিশের কায়দায় চলিতেছে পুলিশ। সেখানে বড় ধরনের সংস্কার প্রয়োজন। পুলিশকে সত্যিকার অর্থে জনগণের বন্ধু বানাইতে পারিলেই কাজের কাজ হইবে। আগে পুলিশের শুদ্ধিকরণ আন্দোলন প্রয়োজন। সেই পথে কি কোনও সরকার আগাইতে চাহিবে?

দক্ষিণ থাইল্যান্ডে সিকিউরিটি আউটপোস্টে বন্দুকবাজের হামলা, আততায়ীর গুলিতে মৃত্যু ১৫ জনের

ব্যাঙ্কক, ৬ নভেম্বর (হি.স.): দক্ষিণ থাইল্যান্ডের ইয়ালা প্রদেশে অজ্ঞাতপরিচয় বন্দুকবাজদের গুলিতে প্রাণ হারালেন কমপক্ষে ১৫ জনঊ মৃতরা প্রত্যেকেই একটি সিকিউরিটি আউটপোস্টের ভলেন্টিয়ার অফিসারঊ থাইল্যান্ড পুলিশের কর্নেল (ইয়ালা প্রদেশের একটি পুলিশ স্টেশনের সুপার) জানিয়েছেন, স্থানীয় সময় অনুযায়ী মঙ্গলবার গভীর রাতে সিকিউরিটি আউটপোস্টে হামলা চালায় সশস্ত্র আততায়ীরাঊ কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই আততায়ীদের এলোপাথাড়ি গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন ১৫ জন ভলেন্টিয়ার অফিসারঊ এছাড়াও আরও ৫ জন ভলেন্টিয়ার অফিসার গুরুতর জখম হয়েছেন।

দক্ষিণ আর্মির মুখপাত্র প্রামোতে প্রোম জানিয়েছেন, 'আততায়ীদের গুলিতে মঙ্গলবার রাতেই ১২ জনের মৃত্যু হয়ঊ হাসপাতালে চিকিতাধীন অবস্থায় আরও দু'জন প্রাণ হারানঊ বুধবার সকালে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছেঊ' এম-১৬ রাইফেল এবং শটগান থেকে এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়েছিলেন আততায়ীরাঊ মঙ্গলবার গভীর রাতের হামলার পর, চলতি বছরের সবচেয়ে 'ভয়ানক' হামলার সাক্ষী থাকল থাইল্যান্ড।

গ্রেফতার করতে হবে অভিযুক্ত পুলিশ কর্মীদের, ধর্নার হুঁশিয়ারি বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার

নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর (হি.স.): দিল্লির তিজ হাজারি আদালত চত্বরে পুলিশ-আইনজীবী ঝামেলার ঘটনায় এবার দিল্লি পুলিশকে 'ডেডলাইন' দিল বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়াঊ বুধবার বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, 'আমাদের প্রধান দাবি হল, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে অভিযুক্ত পুলিশ কর্মীদের গ্রেফতার করতেই হবেঊ আর যদি তা না হয়, তাহলে অভিযুক্তদের গ্রেফতারের পাশাপাশি যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে শান্তিপূর্ণ ধর্না করবে বার কাউন্সিল। গত ২ নভেম্বর দিল্লির তিস হাজারি আদালত চত্বরে আইনজীবীদের হাতে নিগ্রহের প্রতিবাদে মঙ্গলবার রাজধানীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন দিল্লির পুলিশ কর্মীরাঊ আইনজীবীদের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতেও দেখা যায় পুলিশ কর্মীদেরঊ এ প্রসঙ্গে বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, 'মঙ্গলবার দিল্লি পুলিশের বিক্ষোভ এবং কুতিত স্লোগান, বেশ কিছু মিডিয়া রিপোর্টে আমরা দেখেছিঊ স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে অন্ধকারতম দিন ছিলঊ রাজনৈতিক পদক্ষেপের মতো মনে হয়েছিল এবং তা অত্যন্ত দুঃখজনক।

বাড়ছে বেকারত্ব, আর্থিক সংকট ও হচ্ছে তীব্র

সুতীর্থ চক্রবর্তী

আর্থিক মন্দার মুখে সরকারের একাধিক পদক্ষেপে বেকারত্ব কমার কোনও লক্ষণ এখনও নেই। বেকারত্ব দেশে উত্তরোত্তর বেড়েই চলছে। 'সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকোনমি' নামে সংস্থাটি সদ্য শেষ হওয়া অক্টোবর মাসের যে পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে, তাতে দেশে বেকারত্ব ৮.৫ শতাংশ কাজ পাচ্ছেন না। 'সি এমআইই' বেসরকারি সংস্থা হলেও এদের পরিসংখ্যান অর্থনীতিবিদের কাছে গ্রহণীয়। কিছুদিন আগে সরকারি সংস্থা 'ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভে অফিস' তথা 'এনএসএসও'র তথ্য নিয়ে য়থেষ্ট শোরগোল পড়েছিল। এনএসএসও-র সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল ২০১৭-১৮ সালে দেশে বেকারত্বের হার ৬.১ শতাংশের পৌঁছেছে। বেকারত্বর এই হার নিয়ে শোরগোল পড়ার কারণ, দীর্ঘদিন দেশে বেকারত্বর হারকে ২ শতাংশ বেঁধে রাখা সম্ভব হয়েছিল। সেটাই হঠাৎ লাফ দিয়ে ৬ থেকে ৮ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছে।

আজ সরকার কোনও সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করলে কালই যে তার প্রভাব অর্থনীতিতে পড়ে যাবে এমনটা নয়। কিন্তু দেশের অর্থনীতি সম্পর্কে যদি নিয়মিত নেতিবাচক পরিসংখ্যান সামনের আসতে থাকে, তাহলে মন্দার ভাব কাটিয়ে ওঠার কাজটা কঠিন হয়। অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রত্যাশার ভূমিকাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আগামীদিনে অর্থনীতিতে কী ঘটছে, তার উপর দাঁড়িয়ে ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রত্যাশা তৈরি হয়। অর্থনীতির বিভিন্ন সূচকগুলির যদি শুধু নেতিবাচক ফল দিতে থাকে, তাহলে ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রত্যাশা তৈরির ক্ষেত্রেও তার বিরূপ প্রভাব থেকে যায়। যদি দেখা যায় বেকারত্ব বেড়েই চলেছে, তাহলে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে দেশের অর্থনীতি নিয়ে উজ্জ্বল কোনও ছবি এঁকে ফেলা সম্ভভ নয়। আজকের চিত্রটা হতাশাজনক হলে প্রত্যাশার ক্ষেত্রেও একটা ধূসরতা থেকে যায়। পণ্যের চাহিদা নিয়ে আজকে দাঁড়িয়ে প্রত্যাশা যদি খুব উঁচু না থাকে, তাহলে কোন ভরসায় উৎপাদনকারীরা লগ্নিতে উৎসাহী হবেন ? যদি দেখা যায় দেশে বেকারত্ব চলেছে, তাহলে আর্থিক বৃদ্ধি নিয়ে এখনই স্বপ্ন দেখার সুযোগ কোথায়? বেকারত্ব বাড়া মানে অর্থনীতিতে চাহিদা বৃদ্ধির আশু কোনও সম্ভাবনা নেই। চাহিদা না বাড়লে উৎপাদন বাড়বে না।

পর পর পাঁচটা ত্রৈমাসিকে আর্থিক বৃদ্ধি না ঘটায় দেশের অর্থনীতিতে মন্দার ভাব তৈরি হয়েছে। বর্তমান আর্থিক বছরের শেষ ত্রৈমাসিকে আর্থিক বৃদ্ধি না ঘটায় দেশের অর্থনীতিতে মন্দার ভাব তৈরি হয়েছে। বর্তমান আর্থিক বছরের শেষ ত্রৈমাসিকে দেশের আর্থিক বৃদ্ধির হার কমতে কমতে ৫ শতাংশে ঠেকেছে। এই জায়গা তেএক উল্লম্ফনের জন্য প্রয়োজন ছিল দেশের অর্থনীতি নিয়ে ইতিবাচক কোনও তথ্য, যা ভাল কিছু প্রত্যাশা জাগাতে সক্ষম হবে। কিন্তু সেরকমটা হচ্ছে কই? অর্থনীতিবিদদের সাম্প্রতিক লেখালেখিতে উঠে এসেছে হঠাৎ বেকারত্ব বাড়ার কারণগুলি। কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়া একটা বড় কারণ। নতুন কলকারখানায় আর কত লোকরে কাজের সংস্থান হয়? এখন কারখানা মানেই আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার। সেখানে পুঁজির অনুপাতে কর্মসংস্থান অনেক কম। আমাদের দেশে কাজের মূল জায়গাটা এখনও কৃষি। সরকারি হিসাবে এখনও দেশের যেসব মানুষ কর্মরত, তাদের ৪২-৪৩ শতাংশ কাজ করে কৃষিতে। বেসরকারি হিসাবে তো দেশের কর্মরত মানুষের অর্ধেক এখনও কৃষিতে নিয়োজিত। সরকারি বা বেসরকারি পরিসংখ্যানে বেকারত্ব বাড়ার মূলে কিন্তু এই কৃষিতে কর্মচ্যুতি। যে কোনও দেশের আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কৃষির উপর নির্ভরতা কমে। জাতীয় আয়ে কৃষিক্ষেত্রের অবদান কমে যাওয়া উন্নয়নের সূচক। কৃষিতে কর্মসংস্থান কমে পরিষেবা ও শিল্পক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বাড়বে, এটাই যে কোনও উন্নয়নশীল দেশের কাছে কাম্য। কৃষিতে প্রান্তিক উৎপাদন বৃদ্ধির হার ক্রমহ্রাসমান। ফলে কৃষির উপর নির্ভরতা না কমালে কোনও দেশ আর্থিক বৃদ্ধির হার বাড়াতে পারে না। কিন্তু আমাদের দেশে অকৃষি ক্ষেত্রে কাজের সুযোগও বাড়ছে না। ফলে কৃষিতে যাঁরা কাজ হারাচ্ছেন, তাঁরা বেকারবাহিনীতে নাম লেখাচ্ছেন। যাঁরা চাষবাস করেন, এমন বহু মানুষ আর চাষবাস করতে চাইছেন না। কারণ চাষের কাজ করে আয় তো হচ্ছে না, উপরন্তু লোকসান হচ্ছে। চাষের উপকরণ ও উপাদানের খরচ বাড়ছে। অথচ বাড়ছে না কৃষিপণ্যের দাম। এ এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতি।

কৃষিতে আয় কমার ফলে ও বেকারত্ব বাড়ার জন্য গ্রামাঞ্চলে অন্যান্য অ-কৃষিমূলক কাজের সুযোগ আরও কমছে। কারণ কৃষকের আয় কমায় সে পণ্যের চাহিদা কমাচ্ছে। আয় কমায় সে পণ্যের চাহিদা কমাচ্ছে। আয় বাড়লে চাষি তাঁর কাঁচা বাড়ি পাকা করবেন। কাঁচা বাড়ি পাকা করার মানে সেখানে নির্মাণকাজে কর্মসংস্থান তৈরি হবে। কিন্তু চাষির আয় যদি না বাড়ে, তাহলে সে বাড়ি কাঁচাই রাখবে। সরকারি প্রকল্পে একমসয় গ্রামে নির্মাণ কাজ বাড়ানো সম্ভব হয়েছিল। ফলে গ্রামে অ-কৃষি ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ বেড়েছিল। বেকারত্বর হার বাড়ছে মানেই কৃষির সঙ্গে সঙ্গে অ-কৃষি ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ কমছে। সরকারি ও বেসরকারি অফিস, কলকারখানায় যে কর্মীসংকোচন ঘটছে, তা পরিসংখ্যানে এত বড় ছাপ ফেলতে পারে না, যেটা কৃষি পারে। ছদ্ম বেকারত্ব। ধরলে গ্রামে বেকারত্বর চেহারা আরও ভয়াবহ। শহরে ছোটখাটো কাজের সুযোগ এখনও রয়েছে। কিন্তু দেশের গ্রামাঞ্চলে দক্ষ কর্মীরও কোনও কাজ নেই। এই দক্ষ কর্মী মানে রাজমিস্ত্রি, ইলেকট্রিশিয়ান, প্লাম্বার, কাঠের মিস্ত্রি ইত্যাদি। এঁদের কাজ না থাকার নেপথ্যের মূল কারণ কিন্তু কৃষি অর্থনীতির ভয়াবহ সংকট।

বাজার অর্থনীতির সমর্থকরা অবশ্য কৃষির এই সংকটে খুব একটা গুরুত্ব দিতে চান না। গাড়ি শিল্পের সংকট নিয়ে যতটা উদ্বেগ এই অর্থনীতিবিদদের মধ্যে দেখা যায়, ততটা কিন্তু কৃষির সংকট নিয়ে বলতে শোনা যায় না। বলা হচ্ছে, গত কয়েক মাস গাড়ি শিল্পে ৩.৫ লক্ষ মানুষ কাজ হারিয়েছেন। নিশ্চয়ই শহরে ৩.৫ লক্ষ মানুষের কাজ চলে যাওয়া উদ্বেগজনক। এই ৩.৫ লক্ষ কাজ হারা মানুষের সঙ্গে ৩.৫ লক্ষ পরিবারও রয়েছে। কিন্তু আমরা কী জানি, এনএসএসও-র সমীক্ষা বলছে ২০০৫ সালে দেশে কৃষিতে কাজ করতে ২৬ কোটি মানুষ। এখন সেই সংখ্যাটা কমে দাড়িয়েছে কম বেশি ১৯ কোটিতে। অর্থাৎ গত ১৩-১৪ বছরে কৃষিতে ৭ কোটি মানুষ বেকার হয়েছে। এই বেকারত্ব নিয়ে কে ভাবছে? এই বেকারত্বর সঙ্গে জুড়ে আছে গ্রামের অকৃষি ক্ষেত্রে কাজ না থাকা।

দেশের বেকারত্বর এই মূল ঘাঁটিতে কোনও পরিবর্তন না এনে কি আমরা পারব অর্থনীতিতে চাহিদা বাড়াতে? চাহিদা কম থাককেই তো অর্থনীতির ঝিমিয়ে থাকার মূল কারণ হিসাবে বলা হচ্ছে। চাহিদা তো তখনই বাড়বে যখন বেকারত্ব কমবে। বেকারত্ব কমাতে গেলে আপত্ত কৃষিতে কাজ হারানো কমাতে হবে। কৃষিতে যাঁরা কাজ হারাচ্ছেন, লোকসান হচ্ছে বলে যাঁরা চাষ করা ছেড়ে দিচ্ছেন, তাঁদের হাতে 'বিকল্প কাজ' দিতে হবে। না হলে তাঁরা যাতে কৃষিতেই টিকে থাকেন, সেটা সুনিইশ্চত করতে হবে। এই বিশাল বেকারবাহিনী নিয়ে অর্থনীতিতে চাহিদা বাড়ানো সম্ভব নয়। চাহিদা না বাড়লে উৎপাদনও বাড়বে না। উৎপাদন বাড়ানোর জন্য তখন নির্ভর করে থাকতে হবে শুধু রফচানির উপর। রফতানি বাড়াবে কি বাড়বে না, সেটা নির্ভর করে বিশ্ব অর্থব্যবস্থার উপর। যেটা নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি আমাদের হাতে নেই। এই শতকে দেশের আর্থিক বৃদ্ধি কিন্তু তখনই ঘটেছে যখন রফতানি বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ বিদেশে যখন ভারতের পণ্যের চাহিদা বেড়েছে, তখনই দেশের আর্থিক বৃদ্ধি ঘটেছে। বিশ্বের অর্থনীতি ঝিমিয়ে পড়লে আমরাও ঝিমিয়ে পড়ছি।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

দরিদ্র অর্থনীতিতে নতুন দিশা অভিজিৎ দম্পতির

ইন্দ্রজিৎ সেনগুপ্ত

দারিদ্র্য হল এমন একটি অর্থনৈতিক অবস্থা, যখন এখজন মানুষের জীবনাযাত্রার, ন্যূনতম মান অর্জন এবং সামান্য, আয়ের ফলে জীবনধারণের অপরিহার্য দ্রব্যাদি ক্রয় করার সক্ষমতা হারায়। অর্থনীতি বা অর্থশাস্ত্র সামাজিক বিজ্ঞানের এমন একটি শাখা যা পণ্য এবং কৃত্যের উপাদান, সরবরাহ, বিনিময়, বিতরণ এবং ভোগ ও ভোক্তার আচরণ নিয়ে আলোচনা করে থাকে। সম্পদ সীমিত কিন্তু চাহিদা অফুরন্ত ---এই মৌলিক পরিপ্রেক্ষিতে সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা অর্থনীতির প্রধান উদ্দেশ্য।

স্বভাবতই আমাদের মনে প্রশ্ন আসে, কেন গরিবেরা সঞ্জয় করার জন্য ঋণ করবে? কেন তার বিনামূল্যে জীবনরক্ষা টিকাদান বাদ দিয়ে অপ্রয়োজনীয় ওষুধের জন্য অর্থ ব্যয় করবে?

দরিদ্র অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কারজয়ী অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এস্তার ডুফলো, দু'জন বাস্তবিক দূরদর্শী যারা বিশ্বের দারিদ্র্যের অবসান ঘটাতে কাজ করছেন, তারা এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন মাটির কাছাকাছি থেকে। ওয়াল স্ট্রিট জার্নান নামে একটি বইয়ে এই বক্তব্যকে দুর্দান্ত ও ফলপ্রসূ বলে আখ্যা দিয়ে বলেছেন, লেখকরা জানিয়েছেন যে কীভাবে প্রতিদিন ৯৯ সেন্টের চেয়ে কম আয়ে জীবনযাপনের চার দরিদ্রদের এমন প্রশ্নবিদ্ধ সিদ্ধান্ত নিতে উৎসাহিত করেছে খাদ্যের জন্য, দারিদ্র্য নিয়ে লড়াইয়ের জন্য নয়। ফলাফলটি দারিদ্যের অর্থনীতিগুলির একটি মৌলিক পুনর্বিবেচনা যা বিশ্বের দরিদ্রতমদের জীবনের এক চূড়ান্ত দৃষ্টিভঙ্গি, এবং দেখায় যে দারিদ্র্যবিহীন একটি বিশ্ব তৈরি করা, দারিদ্রদের প্রতিদিনের সিদ্ধান্তগুলি বোঝার সূচনার মধ্য দিয়ে।

চিরাচরিত ধারণা থেকে আমরা অনুপ্রাণিত যে দরিদ্ররা অনাহারে আছে আর দেশের উন্নয়ন নীতি প্রায়শই খাদ্য সরবরাহের দিকে মনোনিবেশ করে চলছে। অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় যুক্তি দেখান যে, পুষ্টিগত খাদ্য গুরুত্বপূর্ণ হলেও এটি অভাবী লোকের একমাত্র প্রয়োজনের অগ্রাধিকার নয়। তার প্রমাণ হল 'দারিদ্ররা এমন আচরণ করে না যে তারা ক্ষুধার্ত।' তিনি বলেন, 'তারা টেলিভিশন কেনার সুযোগের জন্য কিছুটা কম খাবারেও ত্যাগ স্বীকার করতে রাজি আছে বলে মনে হয়।' এবং এই ত্যাগ স্বীকার মানে এই চিরচরিত ধারণার বিপরীতে দরিদ্ররা অহেতুক ক্ষুধার্ত হয় না। তিনি বলেছেন, আমরা সবসময় ধরে নিচ্ছি যে তারা ক্ষুধার্ত হয়েই আছে, কারণ আমরা মনে কি যে তারা যে কোনওভাবেই দরিদ্র, তাই তারা অবশ্যই খুব কম খেতে পায় বা খেতেই পায় না।' বন্দ্যোপাধ্যায়ের গবেষণায় দেখা গেছে যে, দরিদ্রদের জন্য তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা যেমন প্রয়োজন ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ তাদের পুষ্টি উন্নয়নেরও। তিনি ব্যাখ্যা করেন, 'মানুষ যখন কিছুটা সমৃদ্ধ হয়, তখন তারা পুষ্টির পাশাপাশি আনন্দ-খুশিরও সন্ধান করে, এমনকী তাদের স্বল্প আয়ের স্তরেও। যদি আপন তাদের কিছু অতিরিক্ত অর্থ দেন, তেখন তারা কিন্তু আরও বেশি করে পুষ্টিগত খাবার কিনতে যায় না, তারা আমাদের মতো আর সুস্বাদু খাবার কিনে আনে। তাদের জীবনযাপনের আনন্দের গুণগত মান বাড়াতে চায়, শুধুমাত্র ভবিষ্যতের কথা ভেবে তারা বিনিয়োগ করতে চায় না। বন্দ্যোপধ্যায় যুক্তি দিয়েছিলেন যে খাদ্যনীতিটি মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও আচরণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি করে এবং কাজ করা উচি, এর বিরুদ্ধে নয়। সুতরাং যদি দরিদ্রগের খাদ্যে ভিটামিনের গুণাগুণ উপযক্ত পরিমাণে ঘাটতি থাকে, আপনি কৌশলগতভাবে, আরও মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টগুলির মাধ্যমে উপযুক্ত খাদ্যগুণ চালু করিয়ে দিতে পারেন, উদাহরণস্বরূপ, মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সমৃদ্ধ ক্যান্ডি। বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এটাকে সস্তা করুন, আর সমস্ত স্কুলে সহজলভ্য করুন। বাচ্চারা ক্যান্ডি পছন্দ করে এবং তারা এগুলি থেকে প্রচুর পুষ্টি পাবে। ব্যানার্জি বলেছিলেন যে যখন পশ্চিম দেশগুলো তেকে সাহায্যের জন্য বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার আসে ব্যয় করার উদ্দেশ্যে, তখন মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট কিনে টাকা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলে ভয় পাওয়ার কারণ নেই। পরিবর্তে, আমাদের এটার ব্যবহারের প্রভাব বাড়ানোর জন্য এবং আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ফোকাস করা উচিত।

ব্যানার্জির বই দরিদ্রদের অর্থনীতির বিবরণ দিয়ে শুরু হয়েছে এবং কীভাবে দরিদ্ররা তাদের বাস্তব অনুভূতি এবং অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সতর্কতার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নেন। তাদের সিদ্ধান্তগুলি অবশ্য এক নাও হতে পারে, তবে পাশ্চাত্যরা তাদের পক্ষে সবচেয়ে ভাল বলে মন্তব্য করে (উদাহরণস্বরূপ কিছু গরিব পুষ্টির চেয়ে বিনোদনকে বেছে নেয়) ডুফলো একটি দুর্দান্ত অনুসন্ধান করেছেন সেটা হল মেয়েদের তাড়াতাড়ি গর্ভাবস্থা এবং স্কুল ছাড়ার সমস্যা। যখন মেয়েদের ইউনিফর্ম বা স্কুল ফি-র জন্য পর্যাপ্ত অর্থ না থাকে তখন কোনও প্রবীণ,ধনী ব্যক্তির কাছে তাদের যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে যৌনতার বিনিময়ে এই ব্যয়গুলির জন্য অর্থ দিতে পারেন। তবে, যদি মেয়েটি গর্ভবতী হয় তবে স্বভাবতই তাকে স্কুল ছাড়তে হয়। এটা এমন একটা ধারণা য বিবেচনায় ধরা হয় না যে কোনও মেয়ে যে ইউনিফর্মের জন্য অর্থ দিতে অক্ষম, কারও দ্বারা গর্ভবতী হয়ে উঠবে। এবং সেই কারণে তার এবং সন্তানদের যত্ন নেওয়ার উপায় সহকারে কেউ গ্রহণযোগ্য ঝুঁকি নেবে, যদিও এটি খুব ভাল পরিণতি। ক্যামেরুনে এই ব্যাপারটার আমি প্রত্যক্ষ সাক্ষী। এটা আমার জন্য বিশেষভাবে বিরক্তিকর ছিল যখন দেখি বয়স্ক ব্যক্তিটি ঘটনাচক্রে মেয়েটির স্কুলের একজন শিক্ষক। এই ব্যাপারটা ভীষণ হতাশাব্যঞ্জক এবং ভয়ানক যে সুগার ড্যাডি'তে পরিণত হওয়া প্রবীণ লোকটাকে তাদের সেরা পছন্দ বলে অনুমান করা হয় বা বাস্তবেও হতে পারে, তাদের সেরা পছন্দ। দরিদ্রে জীবনের কঠোর বাস্তবতার বাইরেও ডুফলো এবং বন্দ্যোপধ্যায় একটি অর্থনীতির বর্ণনা দিয়েছেন যেখানে দরিদ্ররা তাদের দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করার জন্য অনেক অভিযোজন তৈরি করেছে, তবে প্রায়শই এই কৌশলগুলিই তাদের অগ্রগতির থেকে বিরত রাখে। উদাহরণস্বরূপ গরিবদের প্রবণতা হচ্ছে তারা তর পরিবারের কিছু সমস্যাদের শহরে অস্থায়ী মাইগ্রেসনে পাঠায় কাজের অ্যাক্সেসের জন্য অন্যদিকে গ্রমের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রা দুর্ভাগ্যক্রমে এই প্রক্রিয়াটি কোনও স্থির নিয়োগকর্তার সঙ্গে দক্ষতা বা সম্পর্ক তৈরি করে না যা উন্নততর বেতনযুক্ত রাজের ক্ষেত্রে পদোন্নতি বা অগ্রগতির দিকে পরিচালিত করবে। এছাড়াও এইসব সম্ভাব্য পরিকল্পনার জন্য তাদের আর্থিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ক্রমাগত উদ্বেগ, চাপ এবং হতাশা তৈরি করে। এই চাপ কাজে ফোকাস করা শক্ত করে তোলে, যার কারণে উৎপাদনশীলতা কমে যায় এবং দীর্ঘমেয়াদি শক্তিশালীকরণের সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হয়।

সমস্ত সমস্যাগুলি সঠিক নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষার মাধ্যমে এবং নির্দিষ্ট হস্তক্ষেপে সমাধান করা যেতে পারে। আরসিটি (Randomized Controlled Trial) ডুফলো তার বক্ততায় আলোচনা করেছেন যেমন ভারতে আয়রন সমৃদ্ধ মাছের সসের পরীক্ষা সঠিকভাবে পরিচালনা করতে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়েছে। ফলাফালগুলি নির্ভুল বা অনুসন্ধানগুলি বিভিন্ন সম্প্রদায় বা বিভিন্ন দেশে কার্যকর হবে এমন কোনও গ্যারান্টি আছে? সেই অর্থ কি আরও ক্ষুদ্র ঋণ বিনিয়োগের মাধ্যমে, বা নিঃশর্ত নগদ স্থানান্তর আরেও ভাল ব্যবহার করা যেতে পারে না।?

যদিও এই সংক্ষিপ্তসারটির বেশিরভাগটি দরিদ্র অর্থনীতির কী দুর্বলতা সে সম্পর্কে ফোকাস করেছে, আমি বইটি থেকে আমার প্রিয় উপাখ্যানগলি ভাগ করতে চাই কারণ এই দরিদ্র অর্থনীতিতে কি সমৃদ্ধ সেটা নির্দেস করে। ডুফলো এবং বন্দোপাধ্যায় প্রতিবেশী মুসলিম এবং হিন্দু পরিবারগুলির সঙ্গে জড়িত বাংলাদেশের একটি পরিস্থিতি বর্ণনা করেছেন। এক পরিবার কঠিন সময়ে পড়ে কিছু ছোট ছোট আইটেম চুরি করে, যেমন তাদের প্রতিবেশীর উঠোনের ফল। প্রতিবেশী জবাব দেয়, আমি যদি তার মতো পরিস্থিতিতে পড়তাম, তবে আমিও চুরি করতাম। যখন ছোট ছোট জিনিস অদৃশ্য হয়ে যায়, তবু আমি চেষ্টা করি নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে। আমি মনে করি, যে ব্যক্তি এটিকে নিয়েছে সে আমার চেয়ে ক্ষুধার্ত। একে অপরের চাহিদা বুঝতে এবং সেগুলি গ্রহণ করার জন্য গ্রামসত্তার এক অসাধারণ ক্ষমতা রয়েছে দরিদ্ররা অনিচ্ছুক হয় শহরে বেতনভুক্ত কাজের আশায় সেই সমর্তন সিস্টেমের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে ইতিবাচক, কবে স্থানীয় সংস্থাগুলিতে যেমন গ্রাম ধমতীয় গোষ্ঠী এবং মহিলাদের গোষ্ঠীগুলিতে সেই পরিমাপযোগ্য হস্তক্ষেপগুলি আরও কঠিন। এই পরিস্থিতিতে সমাজের বাইরে থেকে নয়, সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে যে ঘটনা ঘটছে তা আরও আত্মবিশ্বাসী এবং ক্ষমতায়িত একটি দল গঠন করে। আমি দেখতে পাচ্ছি যে গোষ্ঠী গ্রামটি সেই জায়গা যেখানে পরবর্তী প্রজন্মের নেতারা যারা প্রকৃতপক্ষে নেতৃত্ব দিতে চান, যে শিক্ষকেরা আসলে শিক্ষকতা করতে চান এবং স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে যারা প্রকৃত চিকিৎসা সরবরাহ করতে চান এসেছিলেন। তাই বর্তমান আচরণ, নেটওয়ার্ক এবং সংস্থাগুলির সমর্থন এবং উন্নত করার আশেপাশে দারিদ্র্য বিমোচনের হস্তক্ষেপগুলিকে ফোকাস করা কঠিন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

আগামী দুই বছরের মধ্যে পর্যটন উন্নয়নে মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা হবে পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলী

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ০৬।। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মোঃ মাহবুব আলী এমপি বলেছেন, আগামী দুই বছরের মধ্যে দেশের পর্যটন উন্নয়নের মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা হবে।তিনি বলেন, পর্যটনের উন্নয়নে বর্তমান সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। পর্যটন ব্র্যান্ডিংয়ের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ গুলোকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরা হবে।
বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের এক যুগ পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।উল্লেখ্য, পর্যটন সম্পর্কিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দানের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৭ সালে এ বিভাগটি প্রতিষ্ঠা হলেও ২০০৮ সালে এর শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়।

পর্যটন প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রাকৃতিক অপরূপ সৌন্দর্যের পাশাপাশি আমাদের রয়েছে বর্ণিল লোক উৎসব, লালবাগ কেল্লা সহ নানা পুরাকীর্তি। আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি একটি শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে, রয়েছে মুক্তিযুদ্ধেও গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। মহান মুক্তিযুদ্ধের পর সারা পৃথিবী বাংলাদেশকে চিনে ছিল বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ হিসাবে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে এখনো আমাদের পর্যটন পণ্যগুলোর ব্র্যান্ডিং হয়নি। এখন সময় এসেছে আমাদের পর্যটন খাতের বিকাশের জন্য পর্যটন পণ্যগুলোর ব্র্যান্ডিং করার।

মাহবুব আলী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের সব কিছুতেই গুণগত পরিবর্তন এসেছে। দেশ এখন সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলছে। দেশের এই অপ্রতিরোধ্য উন্নয়ন অভিযাত্রায় ভূমিকা রাখতে পর্যটন খাতের বিকাশ নিশ্চিত করতে হবে। পর্যটনের উন্নয়নের জন্য দরকার আমাদের সকলের সমন্বিত উদ্যোগ। পর্যটনের উন্নয়নে আমাদের অঙ্গীকার থাকতে হবে। আমাদের পরিশ্রম করতে হবে, ধৈর্য ধারণ করতে হবে। সফল হতে হলে কষ্ট করার কোন বিকল্প নেই। পর্যটনের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে পর্যটন খাতে বিনিয়োগ করতে হবে।প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশ সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা তৈরি করতে পারে এরকম কোন কাজ সহ্য করা হবে না। উগ্রবাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছেন। বঙ্গবন্ধু কন্যার নেতৃত্বে বর্তমানে দেশের আইন-শৃঙ্খলার প্রভূত উন্নয়ন হয়েছে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তৃতীয় টার্মিনাল, মেট্রোরেল নির্মাণ- এর সবই আমাদের নাগরিকদের সুবিধা প্রদানের পাশাপাশি পর্যটকদেরও সেবা প্রদান করবে।

এই মেগা প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে তা পর্যটকদেরকে বাংলাদেশ ভ্রমণে উৎসাহিত করবে।তিনি বলেন, সিলেটের বিছানাকান্দির পাশে একটি গ্রামকে পর্যটন গ্রামে রূপান্তরিত করা হবে। ওই গ্রামে পর্যটকেরা যাতে স্বচ্ছন্দে দেশীয় নাগরিকদের সাথে একত্রে বসবাস করতে পারে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সেখানকার অবকাঠামোগত সুবিধা নির্মাণে সরকার সহযোগিতা করবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক ড় বদরুজ্জামান ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড় ভুবন চন্দ্র বিশ্বাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাণিজ্য অনুষদের ডিন অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত উল ইসলাম, ট্যুর অপারেটর অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এর পরিচালক তৌফিক রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের অধ্যাপক ড় মোঃ আফজাল হোসেন।

স্কাইপের মাধ্যমে রাজনীতি হয় না মোরশেদ খান

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ০৬।। সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান এম মোরশেদ খান দলের মহাসচিবের কাছে তার পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছেন।বুধবার (৬ নভেম্বর) সকালে তিনি এ কথা জানান।তিনি বলেন, বিএনপির রাজনীতি এখন আর রাজনীতি নেই। এরা স্কাইপের মাধ্যমে রাজনীতি করতে চায়। এটি করে বাংলাদেশের রাজনীতিতে টিকে থাকা সম্ভব নয়।

পদত্যাগপত্র কার কাছে জমা দিয়েছেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার কাছে লেখা পদত্যাগপত্র আমার ব্যক্তিগত সহকারীর (পিএস) মাধ্যমে মঙ্গলবার (৫ নভেম্বর) রাতে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের কাছে পাঠিয়েছি।বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান এম মোরশেদ খান বলেন, শুধু বিএনপি নয়, আমি আর কোনো রাজনীতি দলের সঙ্গেই থাকবো না। সব ধরনের রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

১/১১'র সরকারের পরে দলীয় রাজনীতিতে অনেকটা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন জোট সরকারের সাবেক এই পররাষ্ট্রমন্ত্রী। ২০১৬ সালের কাউন্সিলে তাকে দলের ভাইস চেয়ারম্যানের পদ দেওয়া হয়েছিল।রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ানোর বিষয়ে পরিবারের সদস্যদের সমর্থন আছে বলেও তিনি জানান।পদত্যাগপত্রে মোরশেদ খান লিখেছেন, আজ অনেকটা দুঃখ ও বেদনাক্লান্ত হৃদয়ে আমার এই পত্রের অবতারণা। মানুষের জীবনের কোনো না কোনো সময়ে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতেই হয়, যার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। আমার বিবেচনায়, সে ক্ষণটি বর্তমানে উপস্থিত এবং উপযুক্তও বটে।একইসঙ্গে রাজনীতির অঙ্গনে নিজের দীর্ঘকালের পদচারণা, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সংগ্রাম এবং দেশের মানুষের কল্যাণে অবদান রাখার কথা উল্লেখ করেন তিনি।

বিএনপির এই নেতা বলেন, বিএনপি ও আপনার যোগ্য নেতৃত্বের কাছে কৃতজ্ঞ। তবে, বর্তমানে দেশের রাজনীতি এবং দলের অগ্রগতিতে নতুন কিছু সংযোজনের সঙ্গতি নেই। আমার উপলব্ধি সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়ার এখনই উপযুক্ত সময়। বহু বিচার-বিশ্লেষণে বিএনপির রাজনীতি থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। প্রাথমিক সদস্যসহ ভাইস চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ করছি। অব্যাহতি দিয়ে বাধিত করবেন।

এদিকে পদত্যাগপত্র পেয়েছেন কিনা জানতে চাইলে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত রুহুল কবির রিজভী বুধবার দুপুরে বলেন, পদত্যাগপত্রটি এখনো পাইনি।

ছয়ের পাতায়

ঐক্যফ্রন্টের সঙ্গে চলা বোকামি হবে:বিএনপি নেতা গয়েশ্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ০৬।। জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের নেতাদের দিকে ইঙ্গিত করে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেছেন, আমরা যাদের সঙ্গে চলি তাদের যদি আমাদের নেত্রীর মুক্তির কথা বলতে অনিহা থাকে তাহলে তাদের সঙ্গে দীর্ঘ পথচলা ক্ষতিকর হবে।

বুধবার (৬ নভেম্বর) জাতীয় প্রেসক্লাবে ঢাকায় হোমনা উপজেলা জাতীয়তাবাদী ফোরাম আয়োজিত এক স্মরণসভা ও মিলাদ মাহফিলে তিনি একথা বলেন। বিএনপি নেতা এম কে আনোয়ারের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এ সভার আয়োজন করা হয়।গয়েশ্বর চন্দ্র বলেন, আমি বিশ্বাস করি, যদি আমরা আন্তরিকতার সঙ্গে মাঠে থাকি তাহলে আমাদের শক্তি যথেষ্ট। সেই কারণে যারা (জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট) আছে তাদের সম্মান করি ও গুরুত্ব দেই। কিন্তু তারা যদি আমাদের ঘাড়ে চেপে তাদের নিজস্ব টার্গেট নিয়ে চলতে চায়, সেই পথ চলা আমাদের জন্য বোকামি হবে।খালেদা জিয়ার মুক্তি জন্য তাদের কেন মঞ্চে চিরকুট দিতে হবে প্রশ্ন করে তিনি বলেন, খালেদা জিয়ার মুক্তির কথা তারা কেন বলতে পারবে না? আর যার বিরুদ্ধে আমরা রাজনীতি করি তাদের কথা জোরেশোরে আমাদের সামনে কেন বলা হয়। তারপরও আমরা সহ্য করি কেন? শুধুমাত্র করি- জাতীয় ও জনগণের স্বার্থে। একারণে আমি মনে করি, সবাইকে একটু সতর্ক হওয়া ভালো।

নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্য গয়েশ্বর বলেন, আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, আমাদের নিজেদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস নেই। তারপরও জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার তাগিদ থেকে ছোট, বড় ও মাঝারি দলসহ অনেক দল নিয়ে ঐক্য করেছি। আবার ফ্রন্টও করেছি। এটা কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক অলঙ্কার হতে পারে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড় খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন, আজকে এ ফ্যাসিস্ট সরকারের পতন ঘটাতে হবে। আর নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনের অধিনে ভোটের মাধ্যমে এদেশে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে আজকের এ অত্যাচার ও নিপীড়ন থেকে দেশকে রক্ষা করা সম্ভব হবে না।

তিনি বলেন, মঙ্গলবার (৫ নভেম্বর) জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি কি করেছেন? এ ভিসির প্রতি স্পষ্ট অভিযোগ, গত ঈদে ছাত্রলীগের ছেলেদের ১ কোটি ৬০ লাখ টাকা সেলামি দিয়েছেন। তার কাছে ছাত্রলীগের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক ৮৬ কোটি টাকা চাঁদা চেয়েছেন। সেই ভিসিকে রক্ষা করার জন্য মঙ্গলবার ছাত্রলীগের সোনার ছেলেরা দানবে রূপান্তরিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটিয়েছে। বিশ্বাস করা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র তারই সহকর্মী একটি মেয়েকে পেটে লাথি মেরে ফেলে দিতে পারে! এটা বিশ্বাস করা যায় না। কারা এদেরকে দানব বানালো? এ স্বৈরাচারী ফ্যাসিবাদী সরকার। আয়োজক সংগঠনের সভাপতি মো. দেলোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে স্মরণ সভায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমান, ভাইস চেয়ারম্যান বরকত উল্লাহ বুলু, যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল প্রমুখ বক্তব্য দেন। এছাড়া গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

আবরার রাহাতের মৃত্যুর ঘটনায় প্রথম আলোর সম্পাদকের বিরুদ্ধে মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ০৬।। আবরার রাহাতের মৃত্যুর ঘটনায় দৈনিক প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমানের বিরুদ্ধে বুধবার একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।আবরার রাহতের বাবা মজিবুর রহমান বাদি হয়ে বুধবার ঢাকার অতিরিক্ত মহানগর হাকিম আমিনুল হকের আদালতে মামলাটি করেন।

দৈনিক প্রথম আলোর সাময়িকী কিশোর আলোর অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের শিক্ষার্থী নাইমুল আবরার রাহাতের মৃত্যু অবহেলা জনিত কারনে হয়েছে বলে মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়।মামলায় পেনাল কোডের ৩০৪ ধারার অবেহেলা জনিত মৃত্যুর অভিযোগ আনা হয়েছে।

মামলাটি আমলে নিয়ে আদালত রাহাতের মরদেহ কবর থেকে তুলে ময়না তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়া অপমৃত্যুর মামলার সাথে এই মামলারও তদন্তের নির্দেশ দেয়া হয়।তদন্ত শেষে মোহাম্মদপুর থানাকে ১ ডিসেম্বর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেয়া হয়।গত ১ নভেম্বর দৈনিক প্রথম আলোর সাময়িকী কিশোর আলোর অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আবরারের মৃত্যু হয়।

শেখ হাসিনার আমলে কোনো হত্যাকারী রেহাই পাবে না: নাসিম

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ০৬।।আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও ১৪ দলের মুখপাত্র মোহাম্মদ নাসিম এমপি বলেছেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার সরকারের আমলে কোনো হত্যাকারী রেহাই পায়নি, আর পাবেও না। সকল হত্যাকা-ের বিচার হবে। কেউ পার পাবে না। বুধবার (০৬ নভেম্বর) বিকেলে সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার বাগবাটি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক ও ইউপি সদস্য বকুল হায়দার খুনের সঙ্গে জড়িতদের শাস্তির দাবিতে আয়োজিত সমাবেশে তিনি এ কথা বলেন। নুসরাত হত্যাকা-ের বিচারের কথা উল্লেখ করে নাসিম বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত সব হত্যাকা-ের বিচার হয়েছে। বকুল মেম্বর হত্যাকা-ের বিচারও হবে এবং প্রকৃত খুনী অপরাধীকে চিহ্নিত করে তা দ্রুত বিচার করা হবে।

ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি ময়নুল ইসলামের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন- জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আবু ইউসুফ সুর্য্য, বাগবাটি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আমজাদ হোসেন এবং মৃত বকুল হায়দারের ছেলে শাহাদত হায়দার।এ সময় কাজিপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান সিরাজী, কাজিপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শওকত হোসেন, বাগবাটি ইউপি চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আলী হোসেন মল্লিক, ছোনগাছা

ছয়ের পাতায়

বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে সারা ভারত কৃষক সভার কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

বাংলাদেশের কৃষি জমির ওপর কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান নয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ০৬।।বাংলাদেশের উন্নয়ন এখনও অনেকাংশে কৃষির ওপর নির্ভরশীল উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আবাদী জমির ক্ষতিসাধন করে যত্রতত্র শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে না তোলার আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেছেন।প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা দেশের উন্নয়নের জন্য শিল্পায়নে যাব। কিন্তু কৃষিকে বাদ দিয়ে নয়। কেননা, আমাদের দেশের উন্নয়ন এখনও অনেকাংশে কৃষির ওপর নির্ভরশীল।'তিনি বলেন, 'তিন ফসলী জমিতেতো ইন্ডাস্ট্রি করতেই পারবে না। আর যদি এক ফসলী জমি, যেখানে চাষ হয় না সেখানে হবে। তবে, যত্রতত্র করতে পারবে না।'

প্রধানমন্ত্রী বুধবার বেলা ১১টায় রাজধানীর ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বাংলাদেশ কৃষকলীগের ১০ম জাতীয় কাউন্সিলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন।তাঁর সরকারের একশ' বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এটার অর্থ হলো আমাদের কোন কৃষি জমি যাতে নষ্ট না হয়। যেখানে সেখানে যত্রতত্র এটা শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবে, এটা কেউ করতে পারবে না।'প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'যারা শিল্প প্রতিষ্ঠান করতে চায় তাঁদেরকে ঐ অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্লট বরাদ্দ দেওয়া হবে এবং সব ধরনের সার্ভিস সেখানে দেওয়া হবে। কাজেই তাঁরা সেখানে শিল্প গড়ে তুলবে।'শেখ হাসিনা বলেন, 'কৃষি জমি বাঁচাতে হবে। কারণ, ১৬ কোটির ওপর মানুষকে আমাদের খাবার দিতে হবে। অবশ্য আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করায় এখন পুষ্টির দিকে নজর দিয়েছি। ডিম, মাংস, মিঠা পানির মাছ, তরিতরকারি এবং ধান উৎপাদনে তাঁর সরকারের সাফল্যও এ সময় তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী।তাঁর সরকারের 'আমার বাড়ি আমার খামার' কর্মসূচির উল্লেখ করে যার যার বাড়িকে তার তার খামারে পরিণত করার আহবান জানান শেখ হাসিনা।তিনি বলেন,কেউ বসে থাকবে কেন, সবাই কাজ করবে। যে যেভাবে উৎপাদন করতে চায়, যা উৎপাদন করতে চায়। আমরা সেই সুযোগটা দেব এক টুকরো জমিও অনাবাদী থাকবে না।আনাচে, কানাচে, ঘরের পাশে, জলা, ডোবা যাই থাকুক এমনকি ছাদের ওপরে পর্যন্ত যেন চাষ হয় এবং ফসল উৎপাদন হয় এবং কৃষকরা ভিটেবাড়িতেও যেন ফসল উৎপাদন করতে পারে সেজন্য আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পটি আমরা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি, যোগ করেন তিনি।এ সময় তাঁর সরকারের পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক করে দেওয়ায় তথ্য তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী উৎপাদিত পণ্য সমবায়ের মাধ্যমে বাজারজাতকরণের উদ্যোগর উল্লেখ করেন।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সম্মেলনে বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন।অন্যান্যের মধ্যে-বাংলাদেশ কৃষক লীগ সভাপতি মোতাহার হোসেন মোল্লা, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট শামসুল হক রেজা এবং সহ-সভাপতি শরিফ আশরাফ হোসেন বক্তৃতা করেন।কৃষকলীগের যুগ্ম সম্পাদক সমির চন্দ্রের সঞ্চালনায় সর্ব ভারতীয় কিষাণ সভা'র সাধারণ সম্পাদক অতুল কুমার অঞ্জন ও বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন।আলোচনা পর্বের আগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। এর আগে আওয়ামী লীগ সভাপতি বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।এরপর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, চার জাতীয় নেতা, স্বাধীনতা যুদ্ধসহ সকল গণআন্দোলনের শহীদদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

তাঁর সরকার গবেষণার জন্য বাজেট বরাদ্দসহ গবেষণায় অত্যাধিক গুরুত্বারোপ করেছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন,আমরা ফসল বহুমুখীকরণের অংশ হিসেবে ১০৮ ধরনের উচ্চফলনশীল ধানের জাত আবিষ্কার করেছি। লবণাক্ততা সহিষ্ণু, ক্ষরা সহিষ্ণু এবং বন্যার পানি সহিষ্ণু ধান এবং কৃষিকে যান্ত্রিকিকরণের অংশ হিসেবে ৪৪২ ধরনের কৃষি প্রযুক্তির উদ্ভাবন করেছি।তিনি আক্ষেপ করেন, একটু সমস্যা রয়েছে, আমাদের যারা লেখাপড়া শেখে তাদের মধ্যে অনেকেই কৃষক পরিবারের সন্তান হয়েও লেখাপড়া শিখে আর মাঠে যেতে চায় না।তিনি বলেন, যে বাবা কৃষি কাজ করে তাঁকে লেখাপড়া শিখিয়েছে তখন সেই বাবারই ছেলেকে নিয়ে মাঠে যাওয়া উচিত। অথচ দুই পাতা লেখাপড়া শিখেই তারা মনে করে আমি কেন মাঠে যাব। আমার মনে হয়, ঐ ছেলেটা থেকে আমাদের দূরে থাকার দরকার। প্রধানমন্ত্রী এবার ধানকাটার মওসুমে ছাত্রলীগকে মাঠে গিয়ে ধান কাটার কাজে কৃষকদের সহায়তার আহ্বান জানিয়েছিলেন উল্লেখ করে বলেন, 'এতে লজ্জার কিছু নেই। নিজের কাজ নিজে করায় লজ্জার কিছু থাকে না।' 'নিজের ফসল নিজে উৎপাদন করবো। নিজের খাবার নিজে খাব। এতে লজ্জার কি আছে,' বলেন তিনি।শেখ হাসিনা বলেন, 'আমিও আমার (গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়ার) কৃষকদের বলে দিয়েছি তোমরা যখন বীজ রোপণ করবা আমাকে খবর দিও প্রয়োজনে আমিও যাব।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এই জায়গাটায় আমাদের কৃষকলীগের একটা ভূমিকা থাকা দরকার এবং আমি মনে করি, আমাদের স্কুল জীবন থেকেই এটা অভ্যাস থাকা দরকার। কেননা, জমি চাষ করা, নিজের ফসল নিজে ঘরে তোলাটা একটা গর্বের বিষয়। এটাকে সেভাবেই দেখতে হবে এবং মর্যাদা দিতে হবে।'তিনি বলেন, 'কৃষি কাজকে মর্যাদা না দিলে পেটের ভাত বা খাবার আসবে কোথা থেকে। সেকথাটাও ভাবতে হবে।' সরকারের উদ্যোগে মৎস, চিংড়ি, ভুট্টা এবং বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ তুলে ধরে তিনি বলেন, 'এজন্য এখন বারো মাসই সকল প্রকার সবজি বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। যা অতীতে কেবল শীতকালেই পাওয়া যেত।

দেশের ইউনিয়ন পর্যায়ে ডিজিটাল সেন্টার এবং ইন্টারনেট সেবাকে ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে তাঁর সরকার ডিজিটাল কৃষির প্রবর্তণ করেছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সাড়ে ৩ হাজার ইউনিয়নে আমরা পৌঁছে গেছি এবং ইনশাল্লাহ অচিরেই আমাদের সাড়ে ৪ হাজার ইউনিয়নেও ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা পৌঁছে যাবে।'

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাই-১ উৎক্ষেপণ, ই-কৃষি চালু, কৃষকদের জন্য কল সেন্টার চালু, ৪৯৯টি কৃষি তথ্যকেন্দ্র স্থাপন এবং সারাদেশে ৫ হাজার ২৭৫টি ডিজিটাল সেন্টার প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গও উল্লেখ করেন তিনি।তাঁর সরকারের মোবাইল ফোনকে বেসরকারি খাতে উন্মুক্ত করে দেওয়ায় প্রতিযোগিতামূলক স্বল্পমূল্যে কৃষকরা মোবাইল ফোন ক্রয় করে সরকারের বিভিন্ন ডিজিটাল সেবা নিতে পারছে বলেও প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন।বিএনপি সরকারের সময়ে ন্যায্যমূল্যের সারের দাবিতে আন্দোলনরত ১৮ জন কৃষককে হত্যার প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী বলেন,বিএনপি'র আমলে ১৮ জন কৃষককে গুলি করে হত্যা করা হলো। তাঁদের অপরাধ তাঁরা চাষ করতে পারছে না, তাই, সার চাইছে। আর আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পরই তাঁর প্রথম মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে সারের দাম কমালো। মোট চার দফা দাম কমিয়েছিল আওয়ামী লীগ।কেননা আমরা সারে ভতুর্কি দিচ্ছি। উচ্চমূল্যে সার কিনে নিসমূল্যে তা কৃষকের কাছে সরবরাহ করছি,যোগ করেন তিনি।তিনি বলেন, ৭৫ এর জাতির পিতাকে হত্যার পর শুধু দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারই হরণ করা হয় নাই বেঁচে থাকার সব অধিকার একে একে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল।কৃষকদের মধ্যে ন্যায্যমূল্যে বীজ সরবরাহের জন্য বঙ্গবন্ধুর চালু করে যাওয়া 'বিএডিসি'কে অলাভজনক দেখিয়ে বিএনপি সরকার বন্ধ করে দিয়েছিল উল্লেখ করে বিএনপি'র কঠোর সমালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী।তিনি বলেন,সব সময় লাভ-লোকসান দেখলে চলে না, কোনটা আমার দেশের মানুষের জন্য প্রযোজ্য। কোনটাতে দেশের মানুষ বেশি উপকার পাবে সেটাই আমাদের দেখতে হবে। যে কারণে '২১ বছর পর ক্ষমতায় এসেই আওয়ামী লীগ কৃষিকে সবথেকে বেশি গুরুত্ব প্রদান করেছিল।সরকার প্রধান বলেন, বর্গাচাষিদের জন্য কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে বিনা জামানতে, স্বল্প সুদে কৃষি ঋণ প্রদান চালু করে তাঁর সরকার এবং যার ফল স্বরূপ কৃষির সার্বিক উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

তাঁর দল ২৬ লাখ মেট্রিক টন খাদ্য ঘাটতি নিয়ে '৯৬ সালে ক্ষমতায় আসার পর আবার ২০০১ সালে যখন ক্ষমতা ছেড়ে যায় তখন ৪০ লাখ মেট্রিক টন খাদ্য উদ্বৃত্ত রেখে যায় উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এটা আসলে একটা নীতির বিষয়। বিএনপি কখনও চাইতো না বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হোক। কারণ, তাহলে নাকি বিদেশি সাহায্য পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ দেশকে পরনির্ভরশীল করে রাখাই ছিল বিএনপি'র নীতি।'৯৬ পরবর্তী সংসদে বিরোধী দলীয় নেতা খালেদা জিয়ার সাবেক অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানের জাতীয় সংসদে এ সংক্রান্ত বক্তব্য- 'খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া ভাল নয়, তাহলে বিদেশি সাহায্য পাওয়া যাবে না'র উদ্ধৃতি উদাহারণ হিসেবে তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী।তিনি বলেন,যে কারণে ২০০৫ সালে বিএনপি সরকার পূণরায় ক্ষমতা ছাড়ার সময় দেশকে আবারো খাদ্য ঘাটতির দেশ বানিয়ে দিয়ে যায়। কিন্তু আমরা তখন বললাম জাতির পিতা বলেছিলেন, ভিক্ষুক জাতির কোন ইজ্জত থাকে না। কাজেই আমরা ভিক্ষুক জাতি হতে চাই না। আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হব এবং নিজের পায়ে দাঁড়াবো।প্রধানমন্ত্রী এ সময় জাতির পিতার বিখ্যাত উক্তি আমার মাটি আছে, মানুষ আছে, সুতরাং এই মাটি ও মানুষ দিয়েই এদেশকে গড়ে তুলবো' উল্লেখ করে বলেন, যে কারণে বাংলাদেশ আজ কেবল খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণই নয়, উদ্বৃত্ত খাদ্যেরও দেশ।তাঁর সরকার ইতোমধ্যে জাতীয় কৃষিনীতি ২০১৫ প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন করেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, তাঁর সরকার ওয়ার্ল ব্যাংকের প্রেসক্রিপশন অগ্রাহ্য করেও কৃষি ভর্তুকি অব্যাহত রেখেছে। অথচ যে প্রেসক্রিপশন মেনে নিয়েছিল বিএনপি।তিনি বলেন, তাঁর সরকার ২০১৯-২০ সালের বাজেটে কৃষি খাতের জন্য ১৪ হাজার ৫৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে, কৃষি প্রণোদনা এবং পুণর্বাসন চালুর অংশ হিসেবে এক হাজার ২৭ কোটি টাকা প্রণোদনা দেয়া হচ্ছে। যার মাধ্যমে ৭৯ লাখ ৯৬ হাজার ২৭৬ জন কৃষক উপকৃত হচ্ছে। তাছাড়া, ২ কোটি ৮ লাখ ১৩ হাজার কৃষকের মাঝে কৃষি উপকরণ কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। কৃষকদের ১০ টাকা মূল্যে ব্যাংক একাউন্ট খোলার সুযোগ করে দিয়েছে তাঁর সরকার, উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে সরাসরি ভর্তুকির টাকা কৃষকদের হাতে পৌঁছে যাচ্ছে। প্রায় এক কোটির ওপর কৃষকদের এই ব্যাংক একাউন্ট খোলারও তথ্য দেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ আজ উন্নয়নশীল দেশ। আমাদের প্রবৃদ্ধি আজ ৮ দশমিক ১৩। এর পিছনে সবচেয়ে বড় অবদান কৃষকের।তিনি বলেন, হাওর এলাকার কৃষকরা অকাল বন্যায় প্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ ছাড়া উপকূলীয় এলাকার কৃষকরাও প্রাকৃতিক দুর্যোগে সবকিছু হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যায়। তাদের জন্য কোনো বীমা ব্যবস্থা চালু করা যায় কি-না সেটাও আমাদের সরকার ভাবছে। বাংলাদেশ প্রতিনিয়ত এগিয়ে যাচ্ছে। এ অর্জন আমাদের ধরে রাখতে হবে।দেশে কৃষির উন্নয়ন এবং কৃষকের স্বার্থ রক্ষার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ১৯ এপ্রিল বাংলাদেশ কৃষকলীগ প্রতিষ্ঠা করেন। সংগঠনটির সর্বশেষ কেন্দ্রীয় সম্মেলন হয় ২০১২ সালের ১৯ জুলাই।

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

হার না মানার গল্প বলবে ''জার্সি'' লড়াকু ক্রিকেটারের ভূমিকায় শাহিদ

''কবির সিং''-এর অসাধারণ সাফল্যের দীর্ঘ বিরতির পরে, অভিনেতা শাহিদ কাপুর তাঁর আসন্ন তেলেগু ছবির হিন্দি রিমেক ''জার্সি'' এর জন্য কঠোর প্রস্তুতি শুরু করেছেন। গৌতম তিন্নানৌরী এই ছবিটি পরিচালনা করছেন। ''জার্সি'' ছবিটি আসলে ,এমন একজন ক্রিকেটারের গল্প, যে জীবনকে ঘুরে দেখছেন। ভারতীয় ক্রিকেট দলে জায়গা করে নেওয়ার জন বহু ব্যর্থতার মুখোমুখি হয়েছেন।অবশ নির্মাতারা শাহিদ কাপুরের পরবর্তী ছবি ''জার্সি''র ঘোষণা দিয়েছিলেন। আর তখন থেকেই চলছিল নানা জল্পনা-কল্পনা। সবাই ছবিটি ও অভিনেতা সম্পর্কে আরও জানার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। যাইহোক ইতিমধ্যেই শাহিদ কাপুর সোশাল মিডিয়ায় ছবিটি সম্পর্কে নিজের মতামত জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, কবির সিংয়ের এরপরে কী করা উচিত তা স্থির করতে শাহিদ কাপুরের কিছুটা সময় লেগেছে। কিন্তু যখনই তিনি ''জার্সি'' দেখলেন,তিনি জানতেন তিনি এটাই হতে চান। এটি তার জীবনে অনেক অনুপ্রেরণা দিয়েছে। তাই তিনি এর গভীরভাবে সংযোগ স্থাপন করতে চান।এখন শাহিদ নিয়মিত খেলার মাঠে গিয়ে ক্রিকেট সম্পর্কে জানার জন্য সমস্ত কিছু শিখছেন। চলতি মাসের শেষের দিকে চণ্ডীগড়ে ছবিটির শ্যুটিং শুরু হওয়ার কথা। ''জার্সি'' ছবিটি ২০২০ সালের ২৪ আগস্ট মুক্তি পাবে।

অ্যাঞ্জেলিনার চরিত্রে গলা দেবেন ঐশ্বর্যা

ময়ূখ বসু: ঐশ্বর্যা রায়বচ্চনের মুকুটে এবার আরও একটি হলিউডি পালক। এবার অ্যাঞ্জেলিনার জোলির চরিত্রে কণ্ঠ দিতে চলেছেন ঐশ্বর্য রাই বচ্চন।''ম্যালেফিসেন্ট: মিস্ট্রেস অফ ইভিল'' ছবির হিন্দি ভার্সনের কেন্দ্রীয় চরিত্র ডাব করবেন ঐশ্বর্যা। ২০১৪ সালে ডিজনির এই ছবি সুপারহিট হয়েছিল হলিউডে। ছবির বক্স অফিস বাণিজ্য ছাপিয়ে গিয়েছিল বহু রেকর্ড।তার পরে, গত বছরের অক্টোবর মাসে হোয়াকিম রোনিং পরিচালিত এই সিনেমাটি মুক্তি পেয়েছিল এ দেশে। ছবিতে মুখ্য চরিত্রে ছিলেন এলফানিং, মিশেল ফাইফার।এবার ডিজনি কর্তৃপক্ষ অপেক্ষায় রয়েছেন, এই ছবির হিন্দি ভার্সন বার করে ফের বড় মাপের লাভ করার। আর সেই জন্যই এই ছবির মুখ্য চরিত্র অ্যাঞ্জেলিনা জোলির জন্য ভাবা হয়েছে ঐশ্বর্যার নাম। ডিজনির এক আধিকারিকের কথায়, 'আমরা প্রথমেই ভাবতে চেয়েছি এমন এক জনের নাম, যাঁর গলার সঙ্গে হিন্দি সিনেমাপ্রেমীরা মিল খুঁজে পাবেন। একাত্ম হতে পারবেন। সেটা ঐশ্বর্যা রাইবচ্চন ছাড়া আর কে!'

ফেলুদাকে ফিরিয়ে ওয়েব সিরিজে ইনিংস শুরু করলেন সৃজিত

সৃজিতের কাছে এ যেন স্বপ্ন সত্যি। পরিচালক হওয়ার অনেক আগে বৃদ্ধ ফেলুদা গোয়েন্দাগিরিতে ফিরলে কেমন হত, সেই নিয়ে নাটক করেছিলেন। এরপর পরিচালক হিসেবে বারবার ফেলুদাকে নিয়ে কাজ করতে চাইলেও, নানা বাধায় সুযোগ হয়ে ওঠেনি। এবার লক্ষ্যে পৌঁছলেন জাতীয় পুরস্কারজয়ী পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়।সৃজিতের প্রথম ওয়েব সিরিজফেলুদাকে ফেরাচ্ছেন সৃজিত। তবে বড়ো পর্দায় নয়, ওয়েব মাধ্যমে ফেলুদা নিয়ে কাজ করতে চলেছেন এই পরিচালক। সম্প্রতি ওয়েব মাধ্যমে ফেলুদাকে নিয়ে দুই সিজনের ওয়েব সিরিজ করেছে আড্ডা টাইমস অ্যাপ। সেই প্ল্যাটফর্মের জন্যই এবার ফেলুদাকে নিয়ে কাজ করতে চলেছেন সৃজিত মুখোপাধ্যায়। ছয় এপিসোডের ওয়েব সিরিজটির নাম রাখা হয়েছে ''ফেলুদা ফেরত।''
প্রসঙ্গত এটাই সৃজিতের প্রথম ওয়েব সিরিজ হতে চলেছে।কোন কোন গল্প থাকতে চলেছেসত্যজিত রায়ের ফেলুদা সিরিজের ''ছিন্নমস্তার অভিশাপ'' ও ''যত কাণ্ড কাটমাণ্ডুতে'', এই দুই গল্প নিয়েই নতুন ওয়েব সিরিজ হতে চলেছে।চরিত্রাভিনেতাএই ওয়েব প্ল্যাটফর্মের হয়ে আগের তৈরি ফেলুদায় অভিনয় করেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, তোপসের ভূমিকায় ছিলেন ঋদ্ধি সেন। সিরিজের পরিচালকের ভূমিকাতেও ছিলেন পরম। সৃজিতের পরিচালকায় তাঁকে এবার দেখার সুযোগ নেই। সেক্ষেত্রে সৃজিতের ফেলুদা হওয়ার দৌড়ে সবচেয়ে এগিয়ে অনির্বাণ ভট্টাচার্য। এই মুহূর্তে সৃজিতের প্রতিটি ছবিতেই গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাচ্ছে তাঁকে। তিনিই সম্ভবত সৃজিতের ফেলুদা হতে চলেছেন।হৈচৈ-আড্ডা টাইমস ''ওয়ার''প্রসঙ্গত এই মুহূর্তে জনপ্রিয় ওয়েব সিরিজ হৈচৈয়ের ব্যোমকেশের ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য অনির্বাণ ভট্টাচার্য চুক্তিবদ্ধ রয়েছেন। সেক্ষেত্রে ভেঙ্কেটেসের হৈচৈ সঙ্গে চুক্তিতে থাকা অবস্থায় নিশপালের আড্ডা টাইমসের(অর্ধেক মালিকানা) আরেক গোয়েন্দা ফেলুদাতে অনির্বাণ যুক্ত হতে পারেন কিনা, সেটাই এখন দেখার।জটায়ু কে দুই গল্প নিয়ে সৃজিত ওয়েব সিরিজটি করতে চলেছেন দুই গল্পেই জটায়ু রয়েছেন। সৃজিত এক ইন্টারভিউয়ে জানিয়েছেন একেনবাবুতে অভিনয় করে খ্যাতি পাওয়া অনির্বাণ চক্রবর্তীকেই জটায়ু হিসেবে তাঁর সেরা পছন্দ।

হলিউডে পা রাখতে চলেছেন আলিয়া ভাট ?

মহানগর ওয়েডেস্ক: দীপিকা, প্রিয়াঙ্কার পর, এবার কী হলিউডে নামতে চলেছেন আলিয়া? সম্প্রতি এই প্রশ্নই ঘোরাফেরা করছে সব মহলে। কাজের থেকে কিছুটা সময় বিরতি নিয়ে অভিনেত্রী পৌঁছে গেলেন লস অ্যাঞ্জেলেসে। প্রথমে অবশ্য বিষয়টিকে লঘু করে দেখা হলেও পরে জানা যায়, হলিউডে কাজের জন্য ঘোরাফেরা করছেন আলিয়া ভাট।সূত্রের খবর, বেশকিছু ইন্টারন্যাশনাল সেলিব্রিটি এজেন্টেদের সঙ্গে কথাবার্তাও বলছেন তিনি। এমনকি বিভিন্ন স্টুডিয়োতে কাজের জন্য হাজির হচ্ছেন আলিয়া। সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিনেত্রীর একটি ছবি ভাইরাল হতেই শুরু হয়েছে প্রশ্ন। ছুটির ফাঁকে হলিউডে কাজ খুঁজছেন তিনি। সঙ্গে আছেন তাঁর প্রিয় বন্ধু আকাঙ্ক্ষা কাপুর।সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিনেত্রীর একটি ছবি ভাইরাল হতেই শুরু হয়েছে প্রশ্ন। ছুটির ফাঁকে হলিউডে কাজ খুঁজছেন তিনি। সঙ্গে আছেন তাঁর প্রিয় বন্ধু আকাঙ্ক্ষা কাপুর। তবে শুধু আলিয়াই নন, তালিকায় রয়েছেন একাধিক বলিউড অভিনেত্রীরা। ঐশ্বর্য রাই থেকে শুরু করে বিপাশা বসু, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, অঞ্জুলা আচার্য সকলেই ম্যানেজার খুঁজছেন এবং হলিউড ছবিতে কাস্ট হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন।তবে আলিয়াকে দেখা যাবে সঞ্জয় লীলা বনশালীর ''গাঙ্গুবাই কাথিয়াওয়ারি''-তে। ডিসেম্বর থেকেই ছবির শ্যুটিং শুরু হবে বলে জানা গেছে। মুম্বইয়ের কামাথিপুরা অঞ্চলের এক যৌনপল্লির প্রভাবশালী কর্তীর ভূমিকায় দেখা যাবে আলিয়াকে। অন্যদিকে, নামজাদা মাফিয়া করিম লালার চরিত্রে দেখা যেতে পারে অজয় দেবগণকে। এর পাশাপাশি মহেশ ভাটের ''সড়ক ২''-তেও কাজ করছেন আলিয়া। এই প্রথমবার বাবার সঙ্গে কাজ করছেন অভিনেত্রী। এরপর দক্ষিণী ছবি ''আর আর আর''-এ একটি ছোট ভূমিকায় দেখা যাবে আলিয়াকে। সাউথ স্টার রামচরণ তেজার বিপরীতে কাজ করছেন তিনি। এবং অয়ন মুখার্জির ''ব্রহ্মাস্ত্র'' ছবিতে রণবীর কাপুরের সঙ্গে কাজ করছেন তিনি।

মিটু-র অভিযোগে শো থেকে সরতে চলেছেন অনু মালিক

মহানগর ওয়েবডেস্ক: খুব শীঘ্রই বিচারকের আসন থেকে সরতে চলেছেন অনু মালিক। ইন্ডিয়ান আইডল-এ আর দেখা যাবে না সঙ্গীত পরিচালককে। একাধিক গায়িকার অভিযোগের ভিত্তিতে চ্যানেল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে জানা গেছে। সূত্রের খবর, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে শো থেকে বাদ পড়তে পারেন অনু মালিক। একাধিক গায়িকাদের অভিযোগের ভিত্তিতে এমনই পদক্ষেপ নিতে চলেছেন শো নির্মাতারা। এর আগেও অনু মালিককে -র কারণে শো ছেড়ে যেতে হয়েছিল। তবে পুনরায় তাঁকে বিচারকের আসনে ফিরিয়ে আনায় প্রশ্ন তোলেন অনেকেই।নেহা ভাসিন থেকে শুরু করে সোনা মহাপাত্র, স্বেতা পন্ডিত সকলেই নির্মাতাদের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে সরব হয়েছেন। যার জন্য মালিককে শো থেকে হটানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কিছুদিন আগেই নেহা ভাসিন অনু মালিককে নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন। নেহা জানান, তিনি সঙ্গীত পরিচালকের অফিসে যান এবং সেই সময় অনু মালিক সোফায় বসে তাঁর চোখের সৌন্দর্য নিয়ে কথা বলেন। যা গায়িকা একেবারেই ভালভাবে নিতে পারেননি। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এবং বলার ধরণ এতটাই খারাপ ছিল, যে সেখান থেকে চলে আসতে বাধ্য হন। গোটা ঘটনাটাই সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে ধরেন নেহা।নেহার আগে অনু মালিককে আক্রমণ করেন সোনা মহাপাত্র। সোনার অভিযোগ, ীথঞ্জদ্রদ্র-তে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কী করে শো''তে পুনরায় বিচারকের আসনে ফিরিয়ে আনা হয়েছে? পাশাপাশি তিনি সোনু নিগমকে আক্রমণ করতেও ছাড়েননি। মিটু-তে অনু মালিকের সমর্থনে দেখা গিয়েছিল সোনুকে। আর সেখানেই তিনি সঙ্গীত পরিচালকের পাশে দাঁড়ানোর কথা বলেন। আর এরপরেই গায়কের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাতে এক মিনিটও দেরি করেননি সোনা। তিনি লেখেন,''এরপর নিশ্চয়ই তুমি খুব খুশি হবে। কারণ, অনুব মালিককে আবার বিচারকের আসনে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। তোমার কাছে এর থেকে বেশি খুশি আর কী হতে পারে।''

মোহ ভাঙল মালাইকার উপর থেকে? রকুল প্রীতের কাছে এলেন অর্জুন কাপুর !

নিজস্ব প্রতিবেদন : রকুল প্রীত সিংয়ের সঙ্গে প্রেম করছেন অর্জুন কাপুর? কি অবাক লাগছে তো শুনে! ভাবছেন, মালাইকা অরোরার সঙ্গে কি শেষ পর্যন্ত সম্পর্ক ভেঙে গেল অর্জুন কাপুরের?বিষয়টি খুলেই বলা যাক তাহলে। সম্প্রতি ভূষণ কুমার, নিখিল আদবানি এবং জন আব্রাহামের প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গে অর্জুন কাপুর এবং রকুল প্রীত সিং একসঙ্গে কাজ করবেন বলে শোনা যায়। পরিচালক কাসভি নায়ারের পরিচালনাতেই রকুল প্রীত সিংয়ের সঙ্গে রোম্যান্স করতে দেখা যাবে অর্জুন কাপুরকে। দুই দেশের দুটি মানুষ কীভাবে সীমান্তের বেড়াজাল ভেঙে একে অপরের কাছাকাছি আসতে পারেন, সেই গল্পই বলা হবে জন আব্রাহামের প্রযোজনা সংস্থার এই সিনেমায়। যদিও এই সিনেমার শ্যুটিং কবে থেকে শুরু হবে, সে বিষয়ে কিছু জানা যায়নি।মঙ্গলবার মুক্তি পায় অর্জুন কাপুর, সঞ্জয় দত্ত এবং কৃতি শ্যানন অভিনিত সিনেমা পানিপথ-এর ট্রেলার। এই ট্রেলারে মারাঠা যোদ্ধা সদাশিব রাও ভাউ-এর চরিত্রে দেখা যাচ্ছে অর্জুন কাপুরকে। সদাশিব রাওয়ের প্রথম লুক সামনে আসার পরই অর্জুনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন মালাইকা।অন্যদিকে মালাইকা বর্তমানে ব্যস্ত তাঁর বিভিন্ন শো এবং ইভেন্ট নিয়ে। বর্তমানে বন্ধুদের সঙ্গে অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে রয়েছেন মালাইকা। স্বর্ণমন্দিরে দাঁড়িয়ে তাঁকে ছবি তুলতেও দেখা যায়।এদিকে সম্প্রতি নিজের জন্মদিনর পার্টিতে গার্লস গ্যাঙ এবং বন্ধু অর্জুন কাপুরের সঙ্গে জমিয়ে নাচতে দেখা যায় মালাইকাকে। ছেলে আরহানকে জন্মদিনের কেক খাইয়া বন্ধুদের সঙ্গে প্রায় সারারাত পার্টিতে হুল্লোড় করতে দেখা যায় মালাইকাকে।

অভিষেক বচ্চনকে বেকার বলে আক্রমণ

এএনএম নিউজ ডেস্ক :বলিউড অভিনেতা অভিষেক বচ্চন সোশ্যাল মিডিয়াতে আবারও তোপের মুখে পড়লেন। তাকে ''বেকার'' বলে আক্রমণ করেন রোনক কিরিট নামে একব্যক্তি।ওই ব্যক্তির আক্রমণের মুখে পড়ে পাল্টা জবাবও দেন অভিষেক। গেল সোমবার নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে একটি স্টেটাস শেয়ার করেন অভিষেক। স্ট্যাটাস দেখে তাকে আক্রমণ করতে ময়দানে নেমে পড়েন ওই ব্যক্তি।অভিষেককে ''বেকার'' বলে কটাক্ষ করেন। ওই ব্যক্তির আক্রমণের মুখে পড়ে পাল্টা জবাবও দেন অভিষেক। নায়ক বলেন, তিনি যা করতে চান, সেটাই করেন। বলিউড অভিনেতার ওই জবাব পেয়ে অবশ্য আর কোনও মন্তব্য করেননি রোনক কিরিট নামী ওই ব্যক্তি।এর আগেও কয়েকবার নেটিজেনদের আক্রমণের শিকার হয়েছেন অমিতাভ বচ্চন-পুত্র। কখনও তাকে স্ত্রীর রোজগারে চলেন বলে কটাক্ষ করা হয়। আবার কখনও আপনি কী করেন বলে প্রশ্ন তোলেন নেটিজেনরা।রোজগার না করে কীভাবে ইতালিতে বেড়াতে যান, এমন প্রশ্নের মুখেও পড়তে হয়েছে বলিউড অভিনেতাকে। মজার ব্যাপার হলো অভিষেককে বাঁচাতে একাধিকবার মাঠে নেমেছেন স্ত্রী ঐশ্বরিয়াও।

আমির, সলমনের সম্পর্কে এ কী সত সামনে আনলেন রবিনা !

নিজস্ব প্রতিবেদন : বলিউডের খান হিরোদের মধ্যে সম্পর্ক কেমন, তা নিয়ে সবার মনেই রয়েছে একাধিক প্রশ্ন। সম্প্রতি বিগ বসে একসঙ্গে হাজির হন সলমন খান এবং শাহরুখ খান। যা দেখে অনেকেই অবাক হয়ে যান। কিন্তু আমির খানের সঙ্গে সলমন খানের সম্পর্ক কেমন, সে বিষয়ে এবার খোলসা করলেন রবিনা ট্যান্ডন।সম্প্রতি টেলিভিশনের এক সাক্ষাতকারে রবিনা জানান, পরিচালক রাজকুমার সন্তোষির সিনেমা আন্দাজ আপনা আপনা-র শ্যুটিংয়ের সময় সলমন খান এবং আমির খান, কেউ একে অপরের সঙ্গে কথা বলতেন না। ওই সময় শ্যুটিংয়ের সেটে সবার সঙ্গে সবার ঝগড়া চলছিল। ওই সময় আমির খানের সঙ্গে কথা বলছিলেন না সলমন। করিশ্মার সঙ্গে তাঁর কথা ছিল না।পাশাপাশি সলমন কথা বলতেন না পরিচালক রাজকুমার সন্তোষির সঙ্গে। সিনেমার একটি দৃশ্যে করিশ্মা এবং তাঁকে একটি থামের সঙ্গে বেঁধে শ্যুটিং করানো হচ্ছিল। ওই সময় পরিচালক স্পষ্ট জানিয়ে দেন, যতক্ষণ না পর্যন্ত করিশ্মা এবং রবিনা এক অপরের সঙ্গে কথা বলছেন, ততক্ষণ তাঁদের বাঁধন খোলা হবে না। ওই সময় শ্যুটিংয়ের সেটে একে অপরের সঙ্গে ঝগড়া করতেন ঠিকই কিন্তু তাঁদের মধ্যে ভালবাসাও ছিল। এমনকী, এখনও পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে সলমান খান এবং আমির খানের সম্পর্ক বেশ ভাল বলে স্পষ্ট জানান রবিনা ট্যান্ডন।

কুমার শানুর মেয়ে শ্যাননের সঙ্গে গান রেকর্ড করলেন হিমেশ রেশমিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন : কুমার শানুর মেয়ে শ্যানন কে-এর সঙ্গে গান রেকর্ড করলেন হিমেশ রেশমিয়া। সম্প্রতি নিজের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেন। সেখানেই গাই গাইতে দেখা যায় শ্যাননকে।জানা যাচ্ছে, পরবর্তী সিনেমা হ্যাপি হীর অ্যান্ড হার্ডি-র জন্য কুমার শানুর মেয়ে শ্যাননের সঙ্গে গান রেকর্ড করেন হিমেশ রেশমিয়া। টিকটক নাম দিয়ে সেই হিমেশের সঙ্গে নতুন গান রেকর্ড করতে দেখা যায় শ্যাননকে।সম্প্রতি রানাঘাটের রানু মণ্ডলকে দিয়ে হ্যাপি হার্ডি অ্যান্ড হীর ছবির জন্য গান রেকর্ড করান হিমেশ রেশমিয়া। হিমেশ রেশমিয়র সঙ্গে গান রেকর্ড করার পর কার্যত জীবন বদলে যায় রানু মণ্ডলের। শোনা যায়, সলমন খানের পরবর্তী সিনেমায় নাকি গান গাইবেন রানু। শুধু তাই নয়, সলমন নাকি রানু মণ্ডলকে একটি বাড়িও উপহার দেন বলে শোনা যায়। যদিও ওই গুঞ্জনের পরই বিষয়টি নিয়ে মুখ খোলেন খোদ সলমন খান।তিনি জানান, রানু মণ্ডলকে কোনও বাড়ি উপহার দেননি তিনি। পাশাপাশি তাঁর পরবর্তী সিনেমায় রানু মণ্ডল গান গাইছেন না বলেও স্পষ্ট জানিয়ে দেন সলমন খান।

জমল না টাকের গল্প, মন ভরাতে ব্যর্থ ''উজড়া চমন''

বিশাখা পাল: মুক্তির আগে থেকেই বিতর্কে ''উজড়া চমন''। কারণ ব্যাক টু ব্যাক মুক্তি পাচ্ছে তিনটে ইন্দ্রলুপ্তের ছবি। প্রথমটা ''উজড়া চমন'', পরের দু''টি ''বালা'' ও ''টেকো''। প্রতিটি ছবির বিষয়বস্তু একই- টাক। এই তিনটি ছবির মধ্যে প্রথম মুক্তি পেল ''উজড়া চমন''। তাই এই নিয়ে কৌতূহল ছিল তুঙ্গে। কিন্তু পরিচালক অভিষেক পাঠক সেই কৌতূহল নিরসন করতে পারলেন কই? যতটা আশা করা হয়েছিল, ঠিক ততটাই হতাশ করল ''উজড়া চমন''। গোটা ছবিটাই যেন টেনেটুনে বাড়ানো।টেকো হওয়া একটা বড়সড় সমস্যা। মাথায় ইন্দ্রলুপ্ত থাকলে কোনও মেয়ে ঘুরেও তাকায় না। বয়সকালে না হয় টাক পড়ে যাওয়া এক ব্যাপার। বিয়ে হয়ে গেলেও নয় কথা ছিল। কিন্তু ৩০ বছরের এক যুবকের পক্ষে স্রেফ টাকের জন্য বিয়ে আটকে যাওয়া যথেষ্ট যন্ত্রণার। চমনের গল্প কিছুটা তেমনই। হয়েছে হাজার চেষ্টা করেও পাত্রী তার জোটে না। টাকের জন্য পদে পদে অপদস্থ হতে হয় তাকে। সরকারি কলেজের প্রফেসরের চাকরি তাকে সুবিধা দিতে পারে না। কপালে একটা প্রেমও জোটে না তার। যাদেরই পছন্দ হয়, তারাই টাকের জন্য সরে যায় চমনের থেকে। ইন্দ্রলুপ্ত নিয়ে চমনের এই সমস্যা দিনদিন বাড়তে থাকে। কিন্তু কলেজেরই এক ছাত্রী চমনকে সবুজ সংকেত দেয়। প্রেম জমে ক্ষীর।
কিন্তু এ আর কতদিন? একসময় হয় পর্দাফাঁস। চমনকে ফাঁসিয়ে প্রশ্নপত্র নিয়ে চম্পট দেয় সে।মোটামুটি ছবির প্রথমার্ধটা এসব থোড় বড়ি খাড়া করতে গিয়েই কেটে যায়। এত ধীর গতিতে প্রথম এক ঘণ্টা গড়িয়েছে, তাতে যে কেউ আগ্রহ হারাতে পারে। ছবির দ্বিতীয়ার্ধও তথৈবচ। এখানেই প্রবেশ ঘটেছে ছবির নায়িকা মানবী গাগরুর। তিনি ভাল অভিনেত্রী। কিন্তু এখানে তাঁর সত্যিই কিছু করার ছিল না। গল্পটাই বড় দুর্বল। গোদের উপর বিষফোড়া হল ছবির সংলাপ। ''ভার্জিন'' বা ''টেস্টোস্টেরন'' বোঝানোর সংলাপগুলি যেন জোর করে হাসানোর চেষ্টা। পরিচালক মনেপ্রাণে একটি কমেজি ছবি বানাতে চাইলেও কমেডিটারই যেন অভাব বড বেশি করে চোখে পড়ে। যদিও ছবির মধ্যে একটি মেসেজও আছে। চেহারা দেখে কখনও প্রেমে পড়তে নেই। ভিতরের সৌন্দর্যটাই আসল। কিন্তু এই চিরাচরিত ধারণাটিও দর্শকদের মনে দাগ কাটতে পারেনি চিত্রনাট্যের খামতির জন্য। চোখে জল আনার কিছু সুযোগ ছিল। পরিচালক সেই জায়গাগুলোয় সমীকরণ মেলানোর চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু দর্শকের মনে দাগ কাটতে তিনি অসমর্থ।ছবির নায়ক সানি সিংয়ের অভিনয় অত্যন্ত দুর্বল। চরিত্রের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে পারেননি তিনি। ''পেয়ার কা পঞ্চনামা ২'' বা ''সোনু কি টিট্টু কি সুইটি''তে তিনি যেমন, এখানেও তার ব্যতিক্রম নয়। সৌরভ শুক্লা তো অভিনয় দেখানোর জায়গাই পেলেন না। পরিচালক অভিষেক পাঠককে আরও পরিণত হতে হবে। ওয়ানলাইনার হিসেবে ''উজড়া চমন'' ছবির গল্পটা মন্দ নয়। কিন্তু চিত্রনাট্যের বাঁধুনি, পরিচালকের দুর্বলতা আর অভিনয়ের ঘাটতিতেই ডুবে গেল ইন্দ্রলুপ্তের কাহিনি।

রোজ সকালে দীপিকার কাছে হেরে যান রণবীর ! প্রকাশ্যে জানালেন দীপিকা নিজেই

মুম্বই: দীপিকা-রণবীর জুটিটা কিন্তু বেশ মজাদার। যখন চুটিয়ে প্রেম করেছেন, তখনও নজরে এসেছেন নিজেদের কাণ্ডকারখানা নিয়ে। আর বিয়ের পরে তো রোজ রোজই উষ্ণতা বাড়ছে এই জুটির। এ ব্যাপারে যতটা অ্যাক্টিভ রণবীর, তার থেকে একটু বেশিই অ্যাক্টিভ নাকি দীপিকা পাড়ুকোন।সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও খুব ভাইরাল হয়েছে, সেই ভিডিওতে দেখা গিয়েছে দীপিকা প্রকাশ্যে রণবীরের সঙ্গে তাঁর বৈবাহিক সম্পর্ক নিয়ে নানা কথা বলছেন।এই ভিডিওতেই দীপিকা জানিয়েছেন, রোজ সকালেই নাকি ব্যাডমিনটনের কোটে রণবীরের সঙ্গে খেলায় নেমে পড়েন দীপিকা। দীপিকা স্পষ্টই জানালেন, ''রণবীর শুনলে হয়তো দুঃখ পাবেন, কিন্তু প্রত্যেকদিন খেলায় আমার কাছে গো হারা হেরে যান রণবীর !''

বুধবার ত্রিপুরা রিক্সা শ্রমিক সংঘ এক গণ ডেপুটেশন র‍্যালীর আয়োজন করেন। ছবি- নিজস্ব।

ডায়মন্ড হারবারে শ্যুটআউট, জামাইয়ের গুলিতে গুরুতর জখম শ্বশুর

ডায়মন্ড হারবার, ৬ নভেম্বর (হি.স.): শ্বশুরকে লক্ষ্য করে গুলি চালালো জামাই। গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর জখম হয়েছেন মোক্তার শেখ নামে বছর পঞ্চাশের ওই ব্যক্তি। মঙ্গলবার রাত ৯.৩০ মিনিট নাগাদ চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার থানার অন্তর্গত চাঁদপুরের কাছে ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে। গুরুতর জখম অবস্থায় মোক্তার শেখকে প্রথমে উদ্ধার করে ডায়মন্ড হারবার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, বেশ কিছুদিন ধরেই জামাই হারুন সর্দারের সঙ্গে ঝামেলা চলছিল মোক্তার শেখের। মেয়ের উপর অত্যাচার করায় জামাইয়ের কাছ থেকে মেয়েকে বাড়ি ফিরিয়ে এনেছিলেন মোক্তার। জামাইয়ের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ বিচ্ছেদের মামলাও চলছে। সেই কারণে শ্বশুরের উপর রেগেছিল হারুন। মঙ্গলবার রাতে মোক্তার যখন নিজের কর্মস্থল থেকে স্কুটি চালিয়ে ডায়মন্ড হারবারের মোহনপুরের বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় পিছন থেকে হারুন ও তার এক সঙ্গী গুলি চালায় মোক্তারকে লক্ষ্য করে। গুলি লাগে মোক্তারের পিঠে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। শ্বশুরকে গুলি করেই পালিয়ে যায় হারুন ও তার সঙ্গী। স্থানীয় মানুষজন গুরুতর জখম অবস্থায় মোক্তারকে উদ্ধার করে ডায়মন্ড হারবার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করেন। খবর পেয়ে ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। পাশাপাশি অভিযুক্ত হারুনের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

চিনে দু কেজি সোনা সহ পাকড়াও মহিলা

মস্কো, ৬ নভেম্বর (হি.স.) : চিনের সীমান্তে দু কেজি সোনা সহ এক মহিলাকে পাকড়াও করল রাশিয়ান শুল্ক দফতরের আধিকারিকরা।

জানা গিয়েছে, ওই মহিলার সন্দেহজনক হাঁটার ভঙ্গি দেখে প্রথমে তাঁকে আটক করে আধিকারিকরা। এরপরই তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় সোনা।

শুল্ক দফতরের এক অধিকর্তা জানাচ্ছেন, "মহিলা ছিলেন অত্যন্ত নার্ভাস এবং তাঁর আচরণ ছিল সন্দেহজনক।" জানা গিয়েছে, ওই মহিলা অদ্ভুদ ভাবে তাঁর একটি পা অন্য পায়ের সামনে রেখেছিলেন। যা দেখে প্রথম সন্দেহ হয় পুলিশদের। মহিলার কাছে থেক উদ্ধার করা হয় ৮ টি সোনার টুকরো, যার ওজন ৪.২ পাউন্ড অর্থাৎ প্রায় ১.৯ কেজি।

বাজারে যার আনুমানিক মূল্য ভারতীয় মুদ্রায় কমপক্ষে ৫৫ লক্ষ টাকা। জানা গিয়েছে সোনাগুলি ওই মহিলার জুতোর সোলের ভিতরে টেপ দিয়ে আটকানো ছিল। সোনার বারগুলি তরি করা হয়েছিল অবৈধ ভাবে এবং সেগুলির কোনও নথিপত্রও ছিল না।

কর্তৃপক্ষ এই ঘটনায় একটি অপরাধ মূলক কেস তৈরি করছে, যেখানে বলা হয়েছে, ওই মহিলা স্মাগলিং-এর সঙ্গে যুক্ত। জানা গিয়েছে, একজন ভচিনা নাগরিকের অনুরোধে ওই সোনা পাচার করছিলেন মহিলা।

অযোধ্যা মামলায় শীর্ষ আদালত যে রায় দেবে, তাই শিরোধার্য হবে জামিয়াত উলেমা-ই-হিন্দ

নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর (হি.স.): বিতর্কিত রাম জন্মভূমি-বাবরি মসজিদ মামলার রায় ঘোষণার দিন এগিয়ে আসছেউ কোনওরকম বিশৃঙ্খলা এড়াতে তত্তর উত্তর প্রদেশ সরকারউ নিরাপত্তা বহুগুণ বাড়ানো হয়েছে, গোয়েন্দা নেটওয়ার্কও সর্বদা সজাগউ এমতাবস্থায় জামিয়াত উলেমা-ই-হিন্দ-এর পক্ষ থেকে জানানো হল, 'অযোধ্যা মামলায় সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দেবে, তাই শিরোধার্য হবেউ'

জামিয়াত উলেমা-ই-হিন্দ-এর পক্ষ থেকে বুধবার জানানো হয়েছে, 'হিন্দু মন্দির ধ্বংস না করেই মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল, মুসলিমদের এই দাবি ঐতিহাসিক সত্যেব ভিত্তিতেউ আমাদের দাবিকে আমরা পুনরাবৃত্তি করছি, রায় যাই হোক তাই শিরোধার্য হবেউ রায়কে সম্মান করার জন্য মুসলিম ও দেশবাসীর কাছে বিশেষ আর্জি রাখছিউ'

অযোধ্যা মামলার রায়ের আগে চূড়ান্ত ততরতা উত্তর প্রদেশেউ অযোধ্যার এসএসপি আশিষ তিওয়ারি জানিয়েছেন, নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন, গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক এবং আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর প্রচেষ্টা চলছেউ ১,৬০০ গ্রামে ১৬,০০০ স্বেচ্ছাসেবকের মধ্যে সংযোগকারী মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন চালু করা হয়েছেউ সোশ্যাল মিডিয়ায় যাতে গুজব না ছড়ায়, তাও দেখা হচ্ছে।

ক্যানিংয়ে বেপরোয়া অ্যাম্বুলেন্স চালক, গুরুতর জখম চারজন মহিলা

ক্যানিং, ৬ নভেম্বর (হি.স.): প্রতিদিনের মতো বুধবার সকালেও কুমড়োখালি গ্রাম থেকে পায়ে হেঁটে ক্যানিং রেল স্টেশন অভিমুখে যাচ্ছিলেন চারজন মহিলা। আচমকাই দ্রুত গতিতে ছুটে আসে "বেপরোয়া" একটি অ্যাম্বুলেন্স, অ্যাম্বুলেন্সের ধাক্কায় গুরুতর আহত হয়েছেন ওই চারজন মহিলা। বুধবার ভোরে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার অন্তর্গত কুমড়োখালি এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতায় ওই চারজন মহিলাকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, অন্যান্য দিনের মতো বুধবার ভোরে, কুমড়োখালি গ্রাম থেকে পায়ে হেঁটে ক্যানিং রেল স্টেশনে অভিমুখে আসছিলেন ঊষা নস্কর, মায়া সর্দার, অঞ্জলি সর্দার, প্রান্তি সর্দার নামে চারজন মহিলা। সেই সময় পিছন থেকে দ্রুত গতিতে ছুটে আসা একটি অ্যাম্বুলেন্স এসে ওই চারজন মহিলাকে ধাক্কা মারলে রাস্তার ধারে ছিটকে পড়ে যান তাঁরা। ধাক্কা মারার পর অ্যাম্বুলেন্সের ভিতরে থাকা এক গর্ভবতী বধূকে রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে আহতদের উদ্ধার করতে যাওয়ার নাম করে চম্পট দেয় অ্যাম্বুলেন্সটি। এরপর স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতায় ওই চারজন মহিলাকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ। অ্যাম্বুলেন্স চালক ও অ্যাম্বুলেন্সের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

দিল্লিতে আইনজীবী-পুলিশ ঝামেলা তীব্র নিন্দা কেরল আইপিএস এবং আইএফএস অ্যাসোসিয়েশনের

নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর (হি.স.): দিল্লির তিস হাজারি আদালতে পুলিশ ও আইনজীবীদের মধ্যে ঝামেলার তীব্র নিন্দা করল কেরলের ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিস (আইপিএস) অ্যাসোসিয়েশনউ কেরল আইপিএস অ্যাসোসিয়েশনের পাশাপাশি পুলিশ-আইনজীবী খণ্ডযুদ্ধের তীব্র নিন্দা করেছে ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিস (আইএফএস) অ্যাসোসিয়েশনওউ কেরল আইপিএস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বুধবার জানানো হয়েছে, কিছু দিন আগে দিল্লির আদালতে আইনজীবীদের দ্বারা দিল্লি পুলিশের উর্দিধারী পুলিশ অফিসারদের শারীরিক নিগ্রহের তীব্র নিন্দা করছে কেরল আইপিএস অ্যাসোসিয়েশন।

ছয়ের পাতায়

ঘূর্ণিঝড় 'বুলবুল'-এর জন্য ফের বৃষ্টির আশঙ্কা

কলকাতা, ৬ নভেম্বর (হি. স.) : আন্দামান লাগোয়া পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগরে ঘনীভূত নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে। ফলে, সপ্তাহান্তে তৈরি হয়েছে বৃষ্টির আশঙ্কা।

মৌসম ভবনের পূর্বাভাস, আজকের মধ্যেই শক্তি বাড়িয়ে নিম্নচাপটি ঘূর্ণিঝড়ে (বুলবুল) পরিণত হবে। ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাব্য অভিমুখ থাকবে ওড়িশা, বাংলা, বাংলাদেশ উপকূলের দিকে। তবে স্থলভাগের কোথায় বুলবুল আছড়ে পড়বে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় বুলবুলের প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের তিনটি জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে। শুক্রবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের আকাশ মেঘলা হতে শুরু করবে। শনিবার সকাল থেকেই রাজ্যের উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে বৃষ্টি শুরু হবে। রবিবার বিকালের পর থেকে ধীরে ধীরে আবহাওয়ার উন্নতি হবে।

আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, বুলবুলের পরোক্ষ প্রভাবে শুক্রবার থেকেই কলকাতার আকাশ মেঘলা থাকবে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে হাল্কা বৃষ্টির সম্ভাবনা। শনিবার বৃষ্টি বাড়তে পারে। দুই ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুরের এক-দু'জায়গায় ভারী বৃষ্টিও হতে পারে। রবিবার বিকালের পর থেকে ধীরে ধীরে পরিস্থিতির উন্নতি হবে।

আবহাওয়া দফতরের তরফে জানা গিয়েছে, শুক্রবার বুলবুল অবস্থান করতে পারে অন্ধ্র এবং ওড়িশা উপকূলের কাছাকাছি। শনিবার তা স্থলভাগের আরো কাছে চলে আসবে, ফলে তার তীব্রতা আরও বাড়তে পারে। ঘূর্ণিঝড় 'বুলবুল'-এর প্রভাবে উত্তাল হবে সমুদ্র। মাঝ-সমুদ্রে ঘণ্টায় ১৫৫ কিলোমিটার বেগেও হাওয়া বইবে। ফলে চলতি সপ্তাহের শনিবার থেকে মৎসজীবীদের গভীর সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।

এদিকে, আরো শক্তি সঞ্চয় করছে পূর্ব-মধ্য আরব সাগরে সৃষ্ট হয়েছে ঘূর্ণিঝড় 'মহা'। বুধবার গভীর রাতে বা বৃহস্পতিবার ভোররাতে সেটি গুজরাত উপকূলে আছড়ে পড়তে পারে। ঝড়ের গতি হতে পারে ঘণ্টায় ৯০ কিলোমিটার। ঝড়ের প্রভাব পড়তে পারে মহারাষ্ট্রের মুম্বই ও থানেতেও। মহা'র প্রভাবে ভারী বৃষ্টি হতে পারে গুজরাতের জুনাগড়, গির, সোমনাথ, আমরেলি, সুরাট, ভারুচ, আনন্দ, আহমেদাবাদ-সহ রাজ্যের একটি বিশাল এলাকায়।

হলদিয়ায় মন্দিরের তালা ভেঙে চুরি চাঞ্চল্য এলাকায়

হলদিয়া, ৬ নভেম্বর (হি.স.) : পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়ার ভবানীপুর থানার বড়বাড়ি এলাকায় রাতের অন্ধকারে মন্দিরের তালা ভেঙে সোনা রুপোর গয়না-সহ কয়েক লক্ষাধিক টাকার জিনিসপত্র নিয়ে পালাল চোর। চাঞ্চল্যকর এই চুরির ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার রাতে। মন্দিরে চুরির ঘটনায় এলাকাবাসীর মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।

স্থানীয় একটি গঙ্গেশ্বর শিব মন্দিরের দরজার তালা ভেঙ্গে চোরেরা জিনিসপত্র নিয়ে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ উঠেছে। জানা গিয়েছে, প্রতিদিনের মতো পুরোহিত মঙ্গলবার দিনও নিত্যপুজো করে মন্দির বন্ধ করে চলে যায়। বুধবার সকালে এলাকার মানুষ প্রাতভ্রমণে বেরিয়ে দেখতে পায় মন্দিরে দরজার তালা ভাঙা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তা দেখে মন্দিরের সামনে এলাকার অন্যান্য বাসিন্দারা এসে জড়ো হয় সেখানে। পরে মন্দিরের ভিতরে ঢুকতেই দেখা যায় মন্দিরের সোনা ও রুপোর জিনিসপত্র নেই। জানা গিয়েছে, খোয়া যাওয়া গয়নার আনুমানিক মূল্য প্রায় দু'লক্ষ টাকা। পরে খবর দেওয়া হয় ভবানীপুর থানায়। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখে ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিশ। প্রসঙ্গত, গত বছরেও একইভাবে মন্দিরে চুরির ঘটনা ঘটে। তার পর আবার ফের এই ধরনের চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গ্রামবাসীদের মধ্যে।

৭ নভেম্বর দুপুরেই গুজরাট উপকূল অতিক্রম করবে "মহা", প্রবল ঝড়-বৃষ্টির আশঙ্কা

নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর (হি.স.): অতিপ্রবল ঘূর্ণিঝড় 'মহা' ঘনীভূত হয়েছে আরব সাগরে। "মহা"-র অভিমুখ এখন গুজরাটের দিকে। ৭ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার দুপুরেই দিউ বরাবর হয়ে গুজরাট উপকূল অতিক্রম করবে ঘূর্ণিঝড় "মহা"। সেই সময় হাওয়ার গতিবেগ থাকতে পারে ঘন্টায় ৭০-৮০ কিলোমিটার (আকস্মিক দমকা বাতাস ঘন্টায় ৯০ কিলোমিটার)। একইসঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি এবং ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। "মহা"-র তাণ্ডব এবং পরবর্তী পরিস্থিতির জন্য কোমড় বেঁধে নেমে পড়েছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ)। ইতিমধ্যেই গুজরাটের বিভিন্ন উপকূলবর্তী জেলায় পৌঁছে গিয়েছে এনডিআরএফ-এর ছ'টি টিম।

বুধবার সকালে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, গুজরাট অভিমুখে এগিয়ে যাওয়ার সময় খানিকটা দুর্বল হয়ে যাবে ঘূর্ণিঝড় "মহা"।

৭ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার দুপুরে দিউ বরাবর হয়ে গুজরাট উপকূল অতিক্রম করবে ঘূর্ণিঝড় "মহা"। সেই সময় হাওয়ার গতিবেগ থাকতে পারে ঘন্টায় ৭০-৮০ কিলোমিটার বেগে। গুজরাটের পাশাপাশি বঙ্গেও হুঙ্কার দিচ্ছে ঘূর্ণিঝড়। বঙ্গোপসাগরে ফের ঘনীভূত হতে চলেছে একটি ঘূর্ণিঝড়। গভীর নিম্নচাপের রূপে ঘূর্ণিঝড়ের চেহারা নেবে, ধেয়ে আসবে ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গ উপকূলের দিকে। উত্তর ভারত মহাসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের তালিকা অনুযায়ী বঙ্গোপসাগরের ঘূর্ণিঝড়ের নাম হবে 'বুলবুল"।

রবীন্দ্র সরোবরকে রক্ষার স্বার্থে সাতসকালে বিক্ষোভ, অংশ নিলেন প্রাতঃভ্রমণকারীরাও

কলকাতা, ৬ নভেম্বর (হি.স.): রবীন্দ্র সরোবরকে রক্ষা করার দাবিতে বুধবার সাতসকালে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের সমর্থকরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন। বিক্ষোভ অংশ নিলেন স্থানীয় প্রাতঃভ্রমণকারীরাও। গত সোমবার রবীন্দ্র সরোবরের জলে কচ্ছপ ও মাছের মৃতদেহ ভেসে ওঠে। রোইং ক্লাবের কাছে যেখানে কামান রাখা আছে, ১২টি মাছ এবং বিরল প্রজাতির একটি কচ্ছপের দেহ সেখানে ভাসতে দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ, কলকাতার সম্পাদক শেখ সলোমন বলেন, "রবীন্দ্র সরোবরের মত জাতীয় হ্রদকে রক্ষার ব্যাপারে প্রশাসনিক উদাসীনতা কোনও ভাবে মেনে নেওয়া যায় না। এ ব্যাপারে সমাজের সর্ব স্তরের মানুষ এক হোন।'

লেক লাভার্স ফোরামের বরিষ্ঠ সদস্য তথা পরিবেশ কর্মী সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "যত রকম ভাবে দূষণ হতে পারে, হয়েছে। এর প্রতিবাদে ফের পরিবেশ আদালতে মামলা করব।" এ দিন সকালে তিনিও ছিলেন বিজ্ঞান মঞ্চের বিক্ষোভ সমাবেশে। বুধবার বিক্ষোভকাকারীরা অভিযোগ করেন, দূষণবিধি ভঙ্গ করে সরোবরের জলে ছট পুজোর আয়োজন করাতেই এই অবস্থা হয়েছে। পরিবেশবিদ তথা লেক লাভার্স ফোরামের সদস্য সোমেন্দ্রমোহন ঘোষ 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, গত ১৪ অক্টোবর রাজ্য সরকারকে গ্রিন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছিল সরোবরের দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়ে বিজ্ঞপ্তি দিতে। আমরা খবর পেয়েছি এ ব্যাপারে আদালত প্রশাসনের কাছে যথাসময়ে কৈফিয়ৎ চাইবে।

জাতীয় পরিবেশ আদালতের নির্দেশ নিয়ে প্রচার মাধ্যমে লেখালেখি এবং পরিবর্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা সত্বেও শনিবার ও রবিবার রবীন্দ্র সরোবরের জলে ছটপুজোর উপাচার ফেলা হয়। পুলিশের সামনে দিয়েই ছটপুজোর জনতা অবাধে সরোবরের ভিতরে ঢোকে। বাজিও পোড়ানো হয়ে। কেন কোনও কড়াকড়ি করা হল না, তা নিয়ে বুধবার জমায়েতে প্রশ্ন তোলেন বিজ্ঞান মঞ্চের সমর্থক ও প্রাতঃভ্রমণকারীরা। এদিন বিক্ষোভকারীদের হাতে ছিল ব্যানার এবং প্রচার সম্বলিত নানা পোস্টার। তাতে লেখা ছিল 'জাতীয় সবুজ বেঞ্চের নির্দেশ মেনে চলুন', 'রবীন্দ্র সরোবরকে রক্ষা করুন", 'যথা তথা পাতলা প্লাস্টিক ফেলবেন না", 'তেল ঘি দুধ জল নয়", 'জলাশয় রক্ষা করুন", 'জীববৈচিত্র্য রক্ষা করুন", 'জলাশয় প্রাকৃতিক কিডনি", 'প্রতিরোধ করো বিশ্ব উষ্ণায়ন" প্রভৃতি'।

ফের উত্তরবঙ্গে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৬ নভেম্বর (হি. স.) : ফের উত্তরবঙ্গে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার কোচবিহারের বিখ্যাত রাস উৎসবে আগামী ১৩ নভেম্বর তিনি যাবেন। ওইদিন কোচবিহার পৌঁছেই বিখ্যাত রাস উৎসবে অংশ নেবেন তিনি। এমনটাই জানিয়েছেন মন্ত্রী তথা জেলা তৃণমূল সভাপতি বিনয়কৃষ্ণ বর্মন।

দীপাবলি উৎসবের আগেই তিনদিনের উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তখন আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং সফর করলেও কোচবিহার যাননি তিনি। ১৪ নভেম্বর কোচবিহারে একটি দলীয় সমাবেশে প্রধান বক্তা হিসেবে হাজির থাকবেন তৃণমূল নেত্রী। ১২ নভেম্বর কলকাতা থেকে রওনা দেবেন তিনি।তৃণমূল নেত্রীর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে কখনও এক পক্ষকালের মধ্যে কলকাতা থেকে দ্বিতীয়বার উত্তরবঙ্গ সফরে যাননি তিনি। নজিরবিহীন হলেও এমন ঘটনা ঘটতে চলেছে।

রাজনৈতিক মহলের মতে, রাস উৎসব দেখতে আসার অছিলায় রাজনৈতিক জমি ফেরত পাওয়ার লক্ষ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর এই সফর। কারণ এবারের লোকসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গ আটটি আসনের একটিতেও জিততে পারেনি তাঁর দল। কোচবিহার লোকসভা আসনে তৃণমূল প্রার্থী পরেশ অধিকারী পরাজিত হয়েছেন বিজেপির নিশীথ প্রামাণিকের কাছে। তাই বিধানসভা নির্বাচনের দেড় বছর বাকি থাকতে কোচবিহারের জমিতে আবার জোড়া ফুল ফোটাতে বদ্ধপরিকর তৃণমূল নেত্রী।

অনেকে আবার মুখ্যমন্ত্রীর এই কৌশলকে ভোটগুরু প্রশান্ত কিশোরের পরামর্শ হিসেবেই দেখছেন। চলতি বছর ২৯ আগস্ট থেকে তৃণমূলের ভোট পরামর্শদাতা প্রশান্ত কিশোরের ঠিক করে দেওয়া 'দিদিকে বলো' কর্মসূচি ঘোষণা করেছে দল। গোটা তৃণমূলকে এই কর্মসূচিতে ময়দানে নামতে হয়েছে। অনেকের অনুমান, প্রশান্ত কিশোর পরামর্শেই সরাসরি এবার জনতার উৎসবে শামিল হয়ে জনসংযোগ করবেন "দিদি"।

বকেয়া দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলন, সারা ভারত বিশ্ববিদ্যালয় কর্মী কনফেডারেশনের প্রতিবাদ দিবস

কলকাতা, ৬ নভেম্বর (হি.স.): বকেয়া বিভিন্ন দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলনে নামবে সারা ভারত বিশ্ববিদ্যালয় কর্মী কনফেডারেশন। বুধবার সংগঠনের তরফে প্রতিবাদ দিবসের ডাক দেওয়া হয়েছে। অল ইন্ডিয়া এমপ্লইজ কনফেডারেশনের সভাপতি তথা প্রাক্তন সাংসদ ভবানীশঙ্কর হোতা বুধবার এ খবর জানিয়ে বলেন, বেসরকারি বানিজ্যিক সংস্থার মত যে কেউ বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করতে পারেন। এটা একটা বিপজ্জনক প্রবণতা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০-৫০ শতাংশ পদ খালি। স্থায়ী কর্মী নিয়োগ না করে আউটসোর্সিং করার জন্য প্রতিষ্ঠানের মান নেমে যাচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী যুক্ত সংগ্রাম পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অঞ্জন ঘোষ বলেন, তাঁদের দাবিগুলোর মধ্যে আছে নয়া খসরা শিক্ষানীতি প্রত্যাহার, অশিক্ষক কর্মীদের জন্য শিক্ষকদের সমান ইউজিসি বেতনহার চালু, আগামী ১ জানুয়ারি থেকে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীদের জন্য পরিমার্জিত বেতনহার চালু, বিভিন্ন শূন্য পদ পূরণ, কর্মরত অবস্থায় মৃত কর্মীর পরিবারের কাউকে অবিলম্বে কাজের ব্যবস্থা প্রভৃতি। কলকাতা প্রেস ক্লাবে সোমবার এ ব্যাপারে সংগঠনের ডাকা এক সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিহার রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী মহাসঙ্ঘের সভাপতি শঙ্কর যাদব এবং সাধারণ সম্পাদক রাঘবেন্দ্র কুমার।

এখনও অসহনীয় দিল্লির বাতাস, দূষিত দিল্লিতেই খুলে দেওয়া হল সমস্ত স্কুল

নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর (হি.স.): রাজধানী দিল্লি এখনও দূষিতই। তবে, গত কয়েকদিনের তুলনায় বুধবার দূষণ কিছুটা হলেও কমেছে। মাত্রাতিরিক্ত বায়ুদূষণের কারণে ৫ নভেম্বর (দীপাবলির ছুটি বর্ধিত করে) পর্যন্ত দিল্লির সমস্ত স্কুল বন্ধ ছিল। ৬ নভেম্বর, বুধবার সকাল থেকে পুনরায় খুলেছে রাজধানীর সমস্ত স্কুল। তবে, দূষিত দিল্লিতে এদিনও মুখে মাস্ক পড়ে স্কুলে যেতে দেখা যায় ছাত্র-ছাত্রীদের। অনেক পড়ুয়ার কাছেই এদিন সকালের আবহাওয়া "অসহনীয়" ছিল।

দূষণ কমাতে দিল্লিতে এই মুহূর্তে জোড়-বিজোড় নীতি মেনে গাড়ি চলাচল করেছে। আগামী ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত জোড়-বিজোড় নীতি মেনেই গাড়ি চলাচল করবে রাজধানীতে। দূষণ কাটিয়ে ধীরে ধীরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন রাজধানীর মানুষজন। বুধবার সকালে লোধী রোড এলাকায় এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স (একিউআই)-এর তথ্য অনুযায়ী পিএম ২.৫ ছিল ২৭৯ এবং পিএম ১০ ছিল ২৫০। যা এখনও "অসহনীয়"। গত কয়েকদিনের মতো এদিন সকালেও ধোঁয়াশায় ঢাকা ছিল দিল্লির আকাশ।

ময়নাগুড়িতে দুঃসাহসিক চুরি খোয়া গিয়েছে ৩ লক্ষ টাকা

ময়নাগুড়ি , ৬ নভেম্বর (হি.স.) : দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটল জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ির একটি বাড়িতে। খোয়া গেয়েছে ৩ লক্ষ টাকা। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার গভীর রাতে। বুধবার ভোরে বিষয়টি নজরে আসে বাড়ির লোকেদের।

জানা গেছে, ময়নাগুড়ির সাহাপাড়ায় স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য বেঙ্গালুরু নিয়ে যাবেন স্বামী। জমি বন্ধক দিয়ে ৩ লক্ষ টাকা রেখেছিলেন ঘরে। তবে মাটির ঘরের দেওয়ালে সিধ কেটে সেই ৩ লক্ষ টাকা নিয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতিরা। পাশাপাশি ৩টি মোবাইল ফোন, এটিএম কার্ড এবং আধার কার্ড চুরি করে নিয়ে গিয়েছে তারা। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটে বুধবার ভোরে বিষয়টি নজরে আসে বাড়ির লোকেদের। বাড়ির মালিক প্রভাত সরকার পেশায় কাঠমিস্ত্রি। তিনি বলেন, 'স্ত্রী ফুলমালা শয্যাসায়ী। চিকিৎসকরা বেঙ্গালুরু নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। এরমধ্যে ঘটে গেল এই ঘটনা।' এদিন ঘটনাস্থলে যায় ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

কাশ্মীরের উরিতে নিয়ন্ত্রণরেখার কাছে মাদকচক্রের হদিশ, মহিলা-সহ গ্রেফতার দু'জন

শ্রীনগর, ৬ নভেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণরেখা সংলগ্ন এলাকায় মাদকের কারবার চলছে জোরকদমে, সম্প্রতি গোয়েন্দা সূত্রে এমনই খবর মিলেছিলউ সেই মতো জম্মু ও কাশ্মীরের উরিতে মাদক পাচারকারী চক্রের হদিশ মিললউ উরিতে নিয়ন্ত্রণরেখার কাছে তল্লাশি চালিয়ে প্রচুর পরিমাণে মাদক-সহ

ছয়ের পাতায়

বুধবার শিক্ষা দপ্তরের সামনে ছাত্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। ছবি- নিজস্ব।

পাশ-ফেল নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতানৈক্য শুরু

কলকাতা, ২ নভেম্বর (হি. স.) : প্রায় এক দশক পর রাজ্যের স্কুলে ফিরছে পাশ-ফেল। অনেক আলোচনা, মতামত বিনিময়ের পর রাজ্য সরকার ঠিক করেছে, এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রের পরামর্শই মেনে নেওয়া হবে। কিন্তু এ নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতানৈক্য শুরু হয়েছে।

এখন নবম শ্রেণি পর্যন্ত বিনা বাধায় ছাত্রছাত্রীরা উঠে যেতে পারে। স্কুলে নবম থেকে দশম শ্রেণিতে ওঠার সময় প্রথম পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়। কিন্তু রাজ্য সরকার চাইছে তার আগে দু'টি স্তরে মূল্যায়ন হোক। আগেই যেহেতু সরকার পঞ্চম শ্রেণিকে প্রাথমিকে অন্তর্ভুক্ত করার কথা ঘোষণা করেছে। সেই ঘোষণা মতো, প্রাথমিক থেকে উচ্চ প্রাথমিকে ওঠার সময় এবং উচ্চ প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তরে ওঠার সময় দু'বার ছাত্রছাত্রীদের পাশ-ফেলের মুখোমুখি হতে হবে। অর্থাত, পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে রাজ্যের সরকারি ও সরকার-পোষিত স্কুলগুলিতে পরীক্ষা নেওয়া হবে।

তবে দু'ক্ষেত্রেই অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রীদের দ্বিতীয়বার সুযোগ দেওয়া হবে বলে বিকাশ ভবন সূত্রের খবর। মূল পরীক্ষার পর অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রীরা যে বিষয়ে ফেল করবে, তাদের আলাদা করে বিশেষ ক্লাস বা রেমেডিয়াল নেওয়া হবে। পড়ুয়াদের প্রস্তুত করে দু'মাস বাদে আবার পরীক্ষা হবে। সেই পরীক্ষার পরও যদি সংশ্লিষ্ট পড়ুয়া ফেল করে তা হলে তার বছর নষ্ট হবে বলেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

শিক্ষাবিদ পবিত্র সরকারের মতে, এই পাশ-ফেলের প্রয়োজন ছিল। পবিত্রর কথায়, 'অনেক কিছু ভেবে পাশ-ফেল তুলে দেওয়া হয়েছিল। চালু করা হয়েছি ধারাবাহিক মূল্যায়ন ব্যবস্থার। কিন্তু পরে আমরা দেখতে পেলাম পাশ-ফেল না থাকার কারণে ছেলেমেয়েরা পড়ায় ঢিলেমি দিচ্ছে। ক্লাস নাইনে উঠে ফাইভের অঙ্ক বা ইংরেজি করতে পারছে না। ফলে কেবল অভিভাবকরাই নন, শিক্ষা গবেষকরা মনে করেছিলেন যথাযথ মূল্যায়নের জন্যই স্কুলে পাশ-ফেল ফিরিয়ে আনা দরকার।'

এই তত্ত্ব খারিজ করে দিয়ে প্রতীচী ট্রাস্টের রিসার্চ ডিরেক্টর কুমার রানা বলেন, 'পাশ-ফেল ছাড়াও পড়াশোনা করানো সম্ভব। আসলে একমাত্র ভারত ছাড়া আর কোনও দেশে আমি পাশ-ফেলের পক্ষে এত জোরালো সমর্থন দেখিনি। বিদেশে মানুষ মনে করেন, ছাত্রছাত্রীরা শিখছে কি না, সেটাই আসল। ধারাবাহিক মূল্যায়ন নিয়ে আমাদের স্কুলগুলিতে কার্যত মজা হয়েছে। কোনও বাচ্চা যদি ফেল করে তার দায় কার? এই প্রশ্নটাই আসল। কারণ কোনও বাচ্চাই ইচ্ছে করে ফেল করতে চায় না।'

রাজ্য এডুকেশন কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান সমীর ব্রহ্মচারী রাজ্যের এই সিদ্ধান্তকে মোটের উপর সমর্থন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'কমিশনের রিপোর্ট দেওয়ার আগে বুঝতে পেরেছিলাম পাশ-ফেল চালু হওয়া নিয়ে মানুষের একটা চাহিদা ছিল। তবে আমরা বলেছিলাম, বাচ্চাকে সব বিষয়েই পাশ করতে হবে এবং সব ক্লাসেই পরীক্ষা দিতে হবে এমন পদক্ষেপ যেন না করা হয়। সব বাচ্চাকে সব বিষয়ে পারদর্শী হতেই হবে এমনটা ভাবা অন্যায়। পাশ ফেল চালু হলে শিক্ষকদেরও দায়-দায়িত্ব বাড়বে।'

যাদবপুর বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক পরিমল ভট্টাচার্য অবশ্য মনে করছেন, এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তই নেওয়া হয়েছে সরকারের তরফে। তিনি বলেন, 'অনেকে মনে করেন পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার ফলেই সরকারি স্কুলগুলির মান পড়ে গিয়েছে। সে জায়গায় বেসরকারি স্কুলগুলির এত রমরমা। তাই পাশ-ফেল ফিরিয়ে এনে ছাত্রছাত্রীদের ন্যূনতম প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হলে ওদেরও আত্মবিশ্বাস তৈরি হবে।' খোদ সরকারি স্কুল শাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা পাপিয়া নাগ পাশ-ফেলের পক্ষেই। তিনি বলেন, 'কোনও রকম চাপ ছাড়াই ছেলেমেয়েরা এতদিন উচু ক্লাসে চলে যেত। ফলে ক্লাস নাইনে গিয়ে দেখা যেত অসংখ্য ছেলেমেয়ে ফেল করছে।

আইএফএস অ্যাসোসিয়েশনের

ছয়ের পাতায়

ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিস (আইএফএস) অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তিস হাজারি আদালতে পুলিশ কর্মীদের বিরুদ্ধে হিংসার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং বিচারের দাবি জানাচ্ছিঊ আইপিএস অ্যাসোসিয়েশনে আমাদের সহকর্মীদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন রয়েছেঊ উল্লেখ্য, গত ২ নভেম্বর দুপুরে দিল্লির তিস হাজারি আদালত চত্বরে গাড়ি পার্ক করা নিয়ে পুলিশের সঙ্গে ঝামেলা বাধে আইনজীবীদেরঊ যা গড়ায় হাতাহাতিতেঊ তারপর থেকেই দিল্লিতে পুলিশ ও আইনজীবীদের মধ্যে সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

'সংবিধান মেনেই পদক্ষেপ" মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে টুইট রাজ্যপালের

কলকাতা, ৬ নভেম্বর (হি.স): যা পদক্ষেপ করেছি তা সংবিধান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি মেনেই। বুধবার সাত সকালে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে ট্যাগ করে টুইট করলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। এদিন সকাল ৬ টা ৫৯ মিনিটে রাজ্যপাল লেখেন, "রাজ্যপাল হিসেবে আমার সব পদক্ষেপই সংবিধান মেনেই।" আর এর জেরেই রাজভবন-নবান্ন সম্পর্ক নিয়ে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে রাজ্য রাজনীতি মহলে।

গতকাল নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ মেনে ইউজিসি নির্ধারিত পে স্কেল চালু করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার শিক্ষক সমিতিগুলোর উদ্দেশে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, যদি কোনও সমস্যা হয় আমাদের কাছে আসুন, অন্য কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন নেই। এই 'অন্য কোথাও' আসলে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরকেই কটাক্ষ করে বলা, এমনটাই মনে করছে শিক্ষা মহল। আজ তারই জবাব টুইটারে দিলেন খোদ রাজ্যপালই।

সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষকদের জন্য ইউজিসি বা বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের নতুন বেতন কাঠামো রাজ্যে চালুর দাবিতে কর্মবিরতির ডাক দিয়েছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি জুটা। ১৯ ও ২০ নভেম্বর এই কর্মবিরতির ডাক দেওয়া হয়েছিল। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে জুটার সম্পাদক পার্থপ্রতিম রায়কে ফোন করেন আচার্য তথা রাজ্যপাল ধনকর। গোটা বিষয়ে জুটা নেতাদের সঙ্গে সামনাসামনি কথা বলতেও আগ্রহ প্রকাশ করেন রাজ্যপাল। রাজ্যের শাসক দলের তরফে বিষয়টি মোটেই ভালোভাবে নেওয়া হয়নি।

গতকাল নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দফতর আয়োজিত এক সভায় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বেতনবৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। জানিয়ে দেন, ইউজিসি সংশোধিত বেতনক্রম অনুযায়ীই ২০২০-র ১ জানুয়ারি থেকে নতুন বেতন কাঠামো গ্রহণ করা হবে। পাশাপাশি অধ্যাপক শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, "কেন্দ্রের মতো রাজ্য সরকারও নির্বাচিত সরকার। সংবিধান নির্বাচিত সরকারের হাতেই ক্ষমতা দিয়েছে। কোনও সমস্যা হলে আপনারা আমাদের কাছে আসুন, অন্য কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন নেই।" এরপরই কর্মবিরতি প্রত্যাহার নিয়ে চিন্তাভাবনা করে জুটা।

একটি সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদন উদ্ধৃত করে জগদীপ ধনকর জানান, রাজ্যপাল এবং চ্যান্সেলর হিসাবে যে পদক্ষেপ করা হয়েছে, তা সংবিধান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম মেনেই। ওনার হয়ত 'বিটুইন দ্য লাইনের' অর্থ বোঝা উচিত। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সংগঠনগুলো যে বেতন বাড়ানোর দাবি তুলেছিল, তাতে সহমত প্রকাশ করেছিলেন রাজ্যপাল। যাদবপুর সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের সঙ্গে ধনকরের বৈঠক, প্রশাসনিক আলোচনায় 'অতি সক্রিয়তার' অভিযোগ তোলা হয়। রাজ্যপালের সাংবিধানিক এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তোলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রীরা।

এরপরই ফের একবার রাজভবন নবান্ন সংঘাতের আশঙ্কা করা শুরু হয়েছে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে। যদিও রাজ্যের শাসকদল বা সরকারের তরফে এর কোনও প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি এখনও।

মহারাষ্ট্রে সরকার গঠনের দায়িত্ব বিজেপি এবং শিবসেনার, বিরোধী আসনেই বসবে এনসিপি : শরদ পওয়ার

মুম্বই, ৬ নভেম্বর (হি.স.): মহারাষ্ট্রে সরকার গঠনের দায়িত্ব বিজেপি ও শিবসেনারইঊ শিবসেনা-এনসিপি সরকারের কোনও প্রশ্নই ওঠে নাঊ মহারাষ্ট্রে বিরোধী আসনেই বসবে এনসিপিঊ বুধবার সাংবাদিক সম্মেলন করে এ কথা জানিয়ে দিলেন এনসিপি সুপ্রিমো শরদ পওয়ারঊ বুধবার সকালেই মুম্বইয়ে এনসিপি সুপ্রিমো শরদ পওয়ারের বাড়িতে যান শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউতঊ পওয়ার ও রাউতের মধ্যে বেশ কিছু সময় ধরে বৈঠক হয়ঊ এই বৈঠকের পরই মারাঠা-ভূমে গুঞ্জন ছড়ায়, তাহলে কী এবার মহারাষ্ট্রে শিবসেনা ও এনসিপি সরকার গড়তে চলেছে? এই গুঞ্জনে জল ঢেলে দিয়েছেন শরদ পওয়ার নিজেইঊ সাংবাদিক বৈঠকে শরদ পওয়ার বলেছেন, 'শিবসেনা-এনসিপি সরকার গড়ার প্রশ্ন কেন? তাঁরা (বিজেপি-শিবসেনা) বিগত ২৫ বছর ধরে এক সঙ্গে রয়েছেন, আজ অথবা আগামীকাল তাঁরা আবারও একত্রিত হবেনঊ' শরদ পওয়ারের কথায়, 'বিজেপি এবং শিবসেনার অবিলম্বে সরকার গঠন করা উচিতঊ রাষ্ট্রপতি শাসন এড়াতে এই মুহুর্তে অন্য কোনও বিকল্প নেই।

মহারাষ্ট্রে বিরোধী আসনেই বসবে এনসিপিঊ শরদ পওয়ার সাংবাদিক বৈঠকে বলেছেন, 'আমার এখন কিছুই বলার নেইঊ বিজেপি এবং শিবসেনার উচিত শীঘ্রই সরকার গঠন করাঊ বিরোধী আসনেই বসবে এনসিপিঊ' বুধবার সকালেই শরদ পওয়ারের বাসভবনে যান শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউতঊ সূত্রের খবর, মহারাষ্ট্রে সরকার গঠন নিয়ে পওয়ার-রাউতের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়েছেঊ শরদ পওয়ারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, 'তিনি (শরদ পওয়ার) দেশ ও রাজ্যের একজন প্রবীণ নেতাঊ মহারাষ্ট্রের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে তিনি যথেষ্ট উদ্বিগ্নঊ এ বিষয়েই মূলত আলোচনা হয়েছেঊ' সঞ্জয় রাউতের সঙ্গে বৈঠক প্রসঙ্গে পওয়ার নিজেই বলেছেন, 'আসন্ন রাজ্যসভা অধিবেশন নিয়েই সঞ্জয় রাউতের সঙ্গে আলোচনা হয়েছেঊ কয়েকটি বিষয়ে আমাদের দু'জনের অবস্থান একই।

কৃষক-স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বিশেষ অনুরোধ করে পওয়ার এদিন বলেছেন, 'বৃষ্টিতে যে সমস্ত কৃষকদের ফসলের ক্ষতি হয়েছে, তাঁদের সহায়তা করা উচিত কেন্দ্রেরঊ ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলগুলিতে আমি গিয়েছিলাম, অনুভব করেছি কৃষকদের অবশ্যই ত্রাণ সরবরাহ করা উচিতঊ অপর একটি বিষয় হল-ফসলের ক্ষতির জন্য কৃষকদের অর্থ প্রদান করে না বীমা সংস্থাগুলিঊ অর্থ মন্ত্রকের উচিত এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা।

গ্রেফতার দু'জন

ছয়ের পাতায়

গ্রেফতার করা হয়েছে দু'জনকেঊ ধৃত দু'জনের মধ্যে একজন আবার মহিলাঊ মিলেছে কার্তুজ ও ম্যাগাজিন।

বুধবার উরি সেক্টরের কামালকোটের দুলাঙ্গা এলাকায় মাদক পাচারকারীদের হদিশ পাওয়া যায়ঊ অভিযুক্তদের কাছ থেকে প্রথমে উদ্ধার করা হয় দু'প্যাকেট ব্রাউন সুগারঊ এরপর তাদের জেরা করে আরও মাদকের হদিশ পাওয়া যায়ঊ পাচারকারীদের গোপন ডেরা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে আরও দু'কেজি ব্রাউন সুগার এবং ম্যাগাজিন ও কার্তুজঊ জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ওই মলির কাছ থেকে নগদ ৩ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছেঊ বিষয়টি নিয়ে নিকটবর্তী থানায় মামলা দায়ের হয়েছে।

প্রসঙ্গত, এই প্রথম নয়, এর আগেও নিয়ন্ত্রণরেখার কাছ থেকে প্রচুর পরিমানে মাদক উদ্ধার করা হয়েছিলঊ নিয়ন্ত্রণরেখার অপর প্রান্তে, অর্থাতপাকিস্তানে মাদক পাচার করেই উপত্যকার জঙ্গিরা টাকার জোগান বাড়াচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে।

মোরশেদ খান

তিনের পাতার পর

মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে ফোন দিলে তার ব্যক্তিগত সহকারী ইউনূস আলী বলেন, মোবাইল আমার কাছে। স্যার মিটিংয়ে আছেন। মোরশেদ খানের পদত্যাগপত্র এখনও মহাসচিব পাননি বলেও জানান ইউনূস আলী।

নাসিম

তিনের পাতার পর

ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সহিদুল আলমসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এরআগে, মোহাম্মদ নাসিম দত্তবাড়ি গ্রামে পারিবারিক কবরস্থানে বকুল মেম্বরের কবর জিয়ারত করেন এবং তার বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সঙ্গে দেখা করে তাদের শান্তনা দেন।

চলচ্চিত্র উৎসবের কারণে নতুন সাজে সেজে উঠেছে নন্দন

কলকাতা, ৬ নভেম্বর (হি. স.) : অপেক্ষার অবসান ঊ হাতে আর মাত্র দু-দিন ঊ কারণ শুক্রবার ৮ নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবকে (কেআইএফএফ)ঊ আর এই বছর ২৫ বছরে পা দেবে কেআইএফএফ ঊ যা ঘিরে উত্তেজনার শেষ নেই দর্শকদের মনেঊ সেই কারনেই নব রূপে সেজে উঠেছে নন্দন চত্বরঊ ২৫ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব চলবে ৮ থেকে ১৫ নভেম্বর ঊ এই বছর কেআইএফএফ-এর ফোকাস কান্টি জার্মানি।আর সেই কারণেই জোএখন সাজো সাজো রব নন্দন চত্বরে ঊ গোটা চত্বরটাই সেজে উঠছে নতুন রূপে ঊ নন্দন প্রেক্ষাগৃহের সামনের প্রাঙ্গণে বসানো হচ্ছে নতুন ভাস্কর্য ঊ এছাড়া নন্দনের দ্বিতীয় তলায় এবছর প্রথমবার সম্মানীয় ব্যক্তিদের জন্য তৈরি করা হয়েছে একটি ভিআইপি লাউঞ্জ ঊ সেখানে বসার সোফা থেকে পেন্টিং, হ্যাঙ্গিং আয়না এমনকি ল্যাম্পশেডও রয়েছে ঊ পুরোনো আসবাব ও হালকা আলো দিয়ে সাজানো হয়েছে জায়গাটি।কনফারেন্স রুমকেও ঝাঁ-চকচকে করে তৈরি করা হয়েছে ঊ পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গায় সত্যজিৎ রায়ের "গুপী গাইন বাঘা বাইন" সিরিজের ছবি লাগানো হয়েছে। র পাশপাশি নন্দন চত্বরে বসানো হচ্ছে বেশ কিছু এলইডি স্ক্রিন ঊ টিকিট কাউন্টারেও বসেছে এই স্ক্রিনঊ যেখানে বিভিন্ন ছবির নাম, সময় ও প্রেক্ষাগৃহের নাম ভেসে উঠবে ঊ কেআইএফএফঊ আর রজতজয়ন্তী বর্ষে সত্যজিৎ রায়ের 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবির মাধ্যমেই উদ্বোধন হবে কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবেরঊ উল্লেখ্য,এই বছর কেআইআইএফ এর অ্যাডভাইজারি কমিটির তালিকা পরিবর্তিত হয়েছে ঊ সেখানেই চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত করা হয়েছে রাজ চক্রবর্তীকে ,মুখ্য উপদেষ্টা পদে নিযুক্ত করা হয়েছে অরূপ বিশ্বাস ও কো-চেয়ারম্যান পদে ইন্দ্রনীল সেনঊতাছাড়াও উপদেষ্টা কমিটি সদস্যপদে রয়েছেন সৃজিত মুখোপাধ্যায়, কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, ,গৌতম ঘোষ, মাধবী মুখোপাধ্যায়,সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়,সন্দীপ রায় ,রঞ্জিত মল্লিক,অরিন্দম শীল

তিস হাজারি আদালতে পুলিশ-আইনজীবীর সংঘর্ষের ঘটনা এবার শীর্ষ আদালতে

নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর (হি.স.) : তিস হাজারি আদালতে পুলিশ-আইনজীবীর সংঘর্ষের ঘটনা এবার শীর্ষ আদালতে উঠল। এই মামলায় দিল্লি হাইকোর্টের বিভিন্ন দাবি সহ সুপ্রিম কোর্টে এই মামলা দায়ের করা হয়েছে। অন্যদিকে এই মামলায় পুলিশের পক্ষে এক কনস্টেবলের পত্নীও আবেদন জানিয়েছেন। সুপ্রিম কোর্টে এই আবেদনের শুনানি হবে আগামী ১৩ নভেম্বর। ওই পুলিশ কনস্টেবলের স্ত্রীর আইনজীবী মনোহর লাল শর্মা এদিন সুপ্রিম কোর্টে এই আবেদন জানিয়েছেন। বুধবার মামলার শুনানির জন্য সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈর এজলাসে আবেদন জানানো হয়। আইনজীবীরা জানিয়েছেন, আগামী ১১ এবং ১২ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের ছুটি থাকবে তাই এই মামলার শুনানি পরবর্তী শুনানি আগামী ১৩ নভেম্বর ধার্য করা হয়েছে।

যানবাহনের

● **প্রথম পাতার পর**

দুর্ঘটনা প্রবণ রাস্তায় বাকি তিনটি যন্ত্র ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে, এ-ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরেই স্থির করা হবে। এদিন তিনি জানিয়েছেন, গতি মাপক যন্ত্রে অতিরিক্ত গতি ধরা পড়লেই যান চালককে জরিমানা করা হবে। এ-ক্ষেত্রে সকলের সতর্কভাবে যানবাহন চালানো উচিত বলে তিনি পরামর্শ দিয়েছেন।

পিনাকী সামন্ত জানিয়েছেন, ইতিপূর্বেও গতি মাপক যন্ত্র আমদানি করেছিল ট্রাফিক দপ্তর। কিন্তু ওই যন্ত্রগুলি অত্যাধুনিক ছিল না এবং এখন সেগুলি অকেজো হয়ে পরে রয়েছে। তাই, নতুন যন্ত্র ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার।

মঞ্জুর

● **প্রথম পাতার পর**

তোলা হবে। তাঁর দাবি, ওই সায়েন্স সিটি গড়ে উঠলে ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি শিক্ষক শিক্ষিকা ও অধ্যাপিক অধ্যাপিকারাও উপকৃত হবেন। কারণ, বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ বাড়াতে সায়েন্স সিটি বিশেষ ভূমিকা নেবে বলে ত্রিপুরার উপমুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেছেন।

তিনি জানান, আগরতলাতে ওই সায়েন্স সিটি গড়ে তোলার রূপরেখা তৈরী হয়েছে। তবে, বরাদ্দ অর্থের অতিরিক্তি টাকা বন্দোবস্ত করারও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে কর্পোরেট সংস্থাগুলির কাছ থেকে সহযোগিতা চাইবে ত্রিপুরা সরকার।

অবরোধ

● **প্রথম পাতার পর**

জলের সুবন্দোবস্ত না হওয়া পর্যন্ত ওই এলাকায় টেঙ্কারের মাধ্যমে জল সরবরাহ করা হবে। তাতে, স্থানীয় উপজাতি অংশের জনগণ আপাতত অবরোধ প্রত্যাহার করছেন বলে প্রশাসনিক আধিকারিকদের জানিয়ে দেন। সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ জাতীয় সড়ক অবরোধমুক্ত হয়। কিন্তু, পরিশ্রুত পানীয় জলের স্থায়ী সমাধান না হলে আবারও জাতীয় সড়ক অবরোধ করার হুমকি দিয়েছেন তারা। এই অবরোধের জেরে প্রচুর যান বাহন নাইলাফা বাড়ি এলাকায় আটকা পড়েছিল। অবরোধ তুলে নেওয়ার পর কিছুক্ষণের জন্য যানজটও দেখা দিয়েছিল। তাতে, যান চালক ও যাত্রীরা চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

সার্ভিস লেন

আটের পাতার পর

পিচের আস্তরন উঠে গেছে। কাঁকসার হাজরাবেড়া মোড়ে বুধবার বিকালে সার্ভিস লেন মেরামতের গতি প্রকৃতি দেখে বাসিন্দারা অবরোধ করে। জাতীয়সড়কের আন্ডারপাশে পানাগড়-মোরগ্রাম রাস্তাও অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। ফলে ব্যাপক যানজট সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। বাসিন্দাদের অভিযোগ। গত দেড় বছর ধরে বেহাল সার্ভিস লেন। ছেলেমেয়েরা বেহাল রাস্তার জন্য স্কুলে যেতে ভয় পাচ্ছে। প্রায়দিনই দুর্ঘটনা ঘটছে।' অবরোধকারীদের পক্ষে জরিনা খাতুন জানান,' মাসখানেক আগে সড়ক কর্তৃপক্ষ স্থায়ী সমাধানের আশ্বাস দিয়েছিল। কিন্তু ছাই দিয়ে যেভাবে মেরামত করছে। পুনরায় বেহাল হয়ে পড়ছে। তাই অবরোধ। অবলম্বে বেহাল সার্ভিস লেনের স্থায়ী সমাধান করতে হবে।' কাঁকসা থানার পুলিশ জানিয়েছে,' জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। রাস্তাগুলি মেরামতের জন্য।' অন্যদিকে ২ নং জাতীয় সড়কের দুর্গাপুর আঞ্চলিক আধিকারিক অরিন্দম হান্ডিক জানান,'সমস্ত সার্ভিস লেন মেরামতের কাজ শুরু হয়েছে।" প্রায় ঘন্টা দেড়েকে অবরোধ থাকার পর পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ তোলে বাসিন্দারা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

রেকর্ড করল সেনসেক্স

মুম্বাই, ৬ নভেম্বর (হি. স.) : বুধবার বাজার খুলতেই চাঙ্গা শেয়ার বাজার। এদিন ফের রেকর্ড করল সেনসেক্স। সেনসেক্স ৫৬৯ পয়েন্ট উঠে ছুঁয়েছে ৪০,৬০৭-এর ঘর। নিফটিও বুধবার ১২ হাজারের ঘরে পৌঁছেছে। গত জুনে নিফটি ১২,১০৩-এর ঘর অবধি পৌঁছে রেকর্ড করেছিল। এদিন তা থেকে ১০৩ পয়েন্ট দূরে আছে।

এদিন ইনফোসিসের শেয়ারের দাম হয়েছে ৭২১ টাকা ৫০ পয়সা। তা ৩.৬৯ শতাংশ বেড়েছে। কিছুদিন আগে ওই সংস্থার অফিসে একটি বেনামি চিঠি আসে। তাতে অভিযোগ করা হয়, ইনফোসিসের এক কর্তা নানা বেআইনি কাজে মদত দেন। বেনামি চিঠির কথা জানাজানি হতে নানা মহলে হইচই শুরু হয়। ইনফোসিসের শেয়ারের দর কমতে থাকে। গত সোমবার ইনফোসিস জানায়, ওই অভিযোগের কোনও ভিত্তি নেই। বুধবার সংস্থার চেয়ারম্যান নন্দন নিলেকানি বিবৃতি দিয়ে বলেন, কয়েকজন সৎ কর্মীর নামে বদনাম রটানোর জন্য ওই চিঠি লেখা হয়েছিল। এদিন সেনসেক্সের অন্তর্গত শেয়ারগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি দাম বেড়েছে ইনফোসিসের। সেনসেক্সে অন্যান্য যে শেয়ারগুলির দাম বেড়েছে তার মধ্যে আছে ইয়েস ব্যাঙ্ক, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক, ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক, টাটা মোটরস, লার্সেন অ্যান্ড টুব্রো, এইচডিএফসি এবং সান ফার্মার। তাদের দাম বেড়েছে ১.৩ থেকে ২.৩ শতাংশ পর্যন্ত। অন্যদিকে ভারতী এয়ারটেল, এইচসিএল টেকনলজিস, স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ এবং মারুতি সুজুকির শেয়ারের দাম কমেছে।

দিল্লিতে তৃতীয় দিনে পড়ল আইনজীবীদের ধর্মঘট, রোহিণী আদালতে আত্মহত্যার চেষ্টা দু'জন আইনজীবীর

নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর (হি.স.): আইনজীবীদের কাছে প্রহৃত হওয়ার প্রতিবাদে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন দিল্লির পুলিশ কর্মীরাঊ 'এবার বিহিত চাই', এই দাবিতে মঙ্গলবার দিনভর পুলিশি বিদ্রোহের সাক্ষী থাকে রাজধানীঊ পিছু হঠছেন না আইনজীবীরাওঊ গত ২ নভেম্বর দুপুরে দিল্লির তিস হাজারি আদালত চত্বরে গাড়ি পার্ক করা নিয়ে পুলিশের সঙ্গে ঝামেলা বাধে আইনজীবীদেরঊ যা গড়ায় হাতাহাতিতেঊ তারপর থেকেই দিল্লিতে ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছেন আইনজীবীরাঊ বুধবার তৃতীয় দিনে পড়ল দিল্লির আইনজীবীদের ধর্মঘট।

দোষীদের বিচারের দাবিতে আইনজীবীরাও বদ্ধপরিকরঊ বুধবার সকালে রোহিণী আদালতে নিজের শরীরে পেট্রোল ঢেলে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন একজন আইনজীবীঊ অন্য আইনজীবীদের ততরতায় প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন ওই আইনজীবীঊ অপর আত্মহত্যার চেষ্টার ঘটনাটি ঘটেছে রোহিণী আদালতেইঊ একজন আইনজীবী ১৫ তলায় ওঠার পর ঝাঁপ দেওয়ার চেষ্টা করেনঊ ওই আইনজীবীকেও প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হয়েছেঊ বিক্ষুব্ধ আইনজীবীদের কথায়, 'এই লড়াই আত্মসম্মানেরঊ আমাদের আত্মসম্মানের সঙ্গে কোনও আপোস নয়ঊ' আইনজীবীরা আরও জানিয়েছেন, 'যে সমস্ত পুলিশ কর্মীরা গুলি চালিয়েছিল এবং লাঠিচার্জ করেছিল, আমাদের লড়াই মূলত তাঁদের বিরুদ্ধেইঊ তাঁরা যতক্ষণ না পর্যন্ত গ্রেফতার হচ্ছে, ততক্ষণ আমাদের আন্দোলন জারি থাকবে।

সাংসদ

● **প্রথম পাতার পর**

মহকুমা প্রশাসন সূত্রে খবর, ১৪৪ ধারা জারি থাকলেও এখনই ব্রু শরণার্থীদের বল প্রয়োগ করে তুলে দেওয়ার জন্য উপরতলা থেকে কোন আদেশ আসেনি।

এদিন সকালে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস প্রাক্তন সভাপতি প্রদ্যুৎ কিশোর কাঞ্চনপুরে ব্রু শরণার্থীদের অবরোধস্থলে গিয়েছেন। তিনি তাঁদের সাথে কথা বলেছেন এবং সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি অবরোধস্থলে অস্থায়ী মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলেছেন, সমস্ত ব্রু শরণার্থী ভারতের নাগরিক। তাঁদেরও এদেশে সম্মানের সাথে বসবাসের অধিকার রয়েছে। তাঁর দাবি, ত্রিপুরা সরকার সম্মত হলে ব্রু শরণার্থীদের জন্য তিনি জমি কিনবেন। সেখানে ব্রু শরণার্থীরা থাকতে পারবেন। অন্তত, বিএসএফের ফায়ারিং রেঞ্জের জন্য ২৭০০ একর জমি বরাদ্দ করার চাইতে শরণার্থীদের বন্দোবস্ত করা অনেক বেশি জরুরি, মনে করেন তিনি। এদিন প্রদ্যুৎ আরো বলেন, ব্রু শরণার্থীদের রেশন বন্ধ করে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে। তাই, এর বিচারের জন্য তিনি ত্রিপুরা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হবেন।

এদিকে, বিভিন্ন রাজনৈতিক এই ইস্যুতে রাজনীতির বাজার গরম করে দিয়েছে। রেশন বন্ধ করে দিয়ে মানবাধিকার লঙ্ঘন করার অভিযোগ তুলেছে বিরোধীরা। ফলে, ব্রু শরণার্থী ইস্যুতে ত্রিপুরা সরকার কিছুটা চাপে রয়েছে। তাই, পরিস্থিতি মোকাবিলায় ছুটে যাচ্ছেন ত্রিপুরার উপমুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার চার সদস্য ও দুই সাংসদ। জানা গিয়েছে, উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা, আইন মন্ত্রী রতন লাল নাথ, রাজস্ব মন্ত্রী এন সি দেববর্মা, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী শান্তনা চাকমা, সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক এবং সাংসদ রেবতি ত্রিপুরা। আগামীকাল দুপুর ১২টা নাগাদ তাঁরা ব্রু শরণার্থীদের সাথে বৈঠক করবেন।

সূচনা

● **প্রথম পাতার পর**

এবং পর্যটকদের জন্য পরিষেবা বাড়ানোর লক্ষ্যে মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দর থেকে আগরতলা শহর এবং শহর সংলগ্ন আসা বিমান যাত্রীদের জন্য ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগমের উদ্যোগে আজ থেকে ট্যাক্সি পরিষেবা শুরু হয়েছে।

পর্যটনকে আরও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্রগুলির উপর ফটো ও ভিডিও প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। এই প্রতিযোগিতা চলবে ১০ নভেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত। এক্ষেত্রে প্রতিটি পর্যটন কেন্দ্রের সর্বোচ্চ ৩টি ফটোগ্রাফ ও ২টি ভিডিওগ্রাফ বিবেচিত হবে। প্রতিযোগীকে অবশ্যই হার্ড এবং সফট কপি (ডিভিডি / সিডি) জমা দিতে হবে। হাই-রেজোলিউশন সম্পন্ন প্রতিটি ফটোর সাইজ নির্দিষ্ট করা হয়েছে ৮ ইঞ্চি বাই ১০ ইঞ্চি এবং ভিডিওগুলির সময়সীমা ২০ সেকেণ্ডের মধ্যে হতে হবে।

এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী প্রতিযোগীদের প্রতিটি ফটোর জন্য ২০০০ টাকা এবং প্রতিটির ভিডিও-র জন্য ৫০০০ টাকা দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে। বিস্তারিত বিবরণ জানতে ইচ্ছুক প্রতিযোগীদের পর্যটন দপ্তরের ওয়েবসাইট দেখতে অনুরোধ করা হয়েছে।

কিষাণ সভা

● **প্রথম পাতার পর**

কৃষকরা দারুণভাবে উপকৃত হয়েছেন। নবেন্দুবাবু আজ বিদ্রুপের সুরে বলেন, সারা ভারত কিষান সাভার সমস্ত বক্তব্য জনমনে বিভ্রান্তি তৈরির চেষ্টা মাত্রা। তবুও, তাদের, শুভ বুদ্ধির উদয় হোক, চাইছে বিজেপি।

জনগণ

আটের পাতার পর

মহেশপুর গ্রামের একমাত্র যাতায়াতের ভরসা এই গ্রামীণ মাটির রাস্তাটি সংস্কার করে পাকা অথবা ইট সলিং করে দেন। পাশাপাশি শৈলেন্দ্র নাথের অত্যাচারের হাত থেকে গ্রামবাসীদেরকে মুক্তি দেন।

অপরদিকে সরলা গ্রামের ৪ নং ওয়ার্ডের মহেশপুর এলাকার স্থানীয় মেম্বার জানান, গ্রামবাসীদের অভিযোগটি পঞ্চায়েত স্তরে আলোচনা করেছেন।শীঘ্রই পঞ্চায়েত বডি এই সমস্যা সমাধান করতে তৎপর হবে বলেও জানান।

তবে এ ব্যাপারে জৈনক ব্যক্তি শৈলেন্দ্র নাথের প্রতিক্রিয়া নিতে গেলে উনাকে বাড়িতে পাওয়া যায়নি।

এখন দেখার বিষয় সরলা গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ এই সমস্যা নিরসনে কতটুকু তৎপর হন।পাশাপাশি গ্রামীণ সড়কটি সংস্কার করে ইট সলিং বা পাকা সড়কে পরিণত করেন কিনা?সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন।

াঙ্গন

রাজকোটে নজিরের সামনে রোহিত, ভাঙতে চলেছেন আফ্রিদির এই রেকর্ড

টি টোয়েন্টি সিরিজের শুরুতেই পিছিয়ে পড়েছে ভারত। নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত প্রথম টি টোয়েন্টি ম্যাচ ৩ বল বাকি থাকতেই জিতে নেয় বাংলাদেশ। বৃহস্পতিবার রাজকোটে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ। এই ম্যাচে সমতা ফেরানোই উদ্দেশ্য ভারতের।সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে ব্যক্তিগত মাইলস্টোনের সামনে ''টিম ইন্ডিয়া''র ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা। প্রথম টি টোয়েন্টি ম্যাচে বায়ু দূষণ বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছিল। রাজকোটের দ্বিতীয় টি টোয়েন্টি ম্যাচে ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কা রয়েছে।সিরিজে পিছিয়ে থাকা ভারত দ্বিতীয় ম্যাচে কয়েকটা পরিবর্তন আনতেই পারে। বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা বলেছেন, ''''আমাদের ব্যাটিং নিয়ে কোনও সমস্যাই নেই। ব্যাটিংয়ে পরিবর্তনের কোনও কারণ রয়েছে বলে মনে করি না। তবে আমরা আগে পিচের চরিত্র বিশ্লেষণ করে দল হিসেবে আমরা কী করতে পারি তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করব।''''পিএল-এ জার্সির রং বদলাচ্ছে অশ্বিনের, পঞ্জাব ছেড়ে নতুন ঠিকানায় তারকা স্পিনারবৃহস্পতিবার ''স্পেশ্যাল শতরান''-এর সামনে ভারত অধিনায়ক। ব্যাট হাতে রোহিতের ব্যাট বহুবার ঝলসে উঠেছে। তিন ফরম্যাটের ক্রিকেটেই সেঞ্চুরি রয়েছে তাঁর। এ বারের শতরান একটু অন্য ধরনের। আগামিকাল পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক শাহিদ আফ্রিদির নজির ভাঙতে চলেছেন ''হিটম্যান''। ইতিমধ্যেই ৯৯টি আন্তর্জাতিক টি টোয়েন্টি ম্যাচ খেলা হয়ে গিয়েছে রোহিতের। নয়াদিল্লিতেই তিনি মহেন্দ্র সিংহ ধোনিকে টপকেছেন। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক ৯৮টি টি টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন। রাজধানীতেই রোহিত ছাপিয়ে গিয়েছেন ধোনিকে। আফ্রিদিরও নামের পাশে লেখা রয়েছে ৯৯টি টি টোয়েন্টি ম্যাচ।আফ্রিদিকে ছাপিয়ে শততম টি টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলতে চলেছেন রোহিত। রাজকোটে নামলে দেশের হয়ে সব চেয়ে বেশি টি টোয়েন্টি ম্যাচ খেলার নজির গড়বেন ''হিটম্যান''। সব চেয়ে বেশি টি টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক শোয়েব মালিক। তাঁর নামের পাশে লেখা রয়েছে ১১১টি টি টোয়েন্টি ম্যাচ। মালিককে ছুঁতে অবশ্য এখনও দেরি রয়েছে রোহিতের। বৃহস্পতিবারের ম্যাচ ভারত অধিনায়কের কাছে একদিকে ব্যক্তিগত মাইলস্টোনের, অন্যদিকে সিরিজে সমতা ফেরানোর চ্যালেঞ্জ। অধিনায়ক রোহিত কি চাপ অনুভব করতে শুরু করেছেন? রোহিত বলছেন, ''''দল হিসেবে আমাদের উপরে চাপ রয়েছে। প্রথম ম্যাচটা আমরা দল হিসেবে হেরে গিয়েছি। নির্দিষ্ট কোনও বিভাগের উপরে আমরা ফোকাস করছি না।''''রাজকোটে দ্বিতীয় টি২০ ম্যাচে ভারত খেলতে নামছে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। সেখানে টিম ইন্ডিয়ার লক্ষ্য একটাই, জয়! রোহিত শর্মার নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দলের দুর্বলতা প্রকট হয়ে গিয়েছে প্রথম ম্যাচেই। তবে সেই দুর্বলতা কাটিয়ে বাংলাদেশের বিপক্ষে দ্বিতীয় ম্যাচেই জয়ের খোঁজে নামছে ভারতের তরুণ ব্রিগেড। অন্যদিকে, বাংলাদেশ বাকি দুই ম্যাচের একটিতে জিতলেই সিরিজ জয় পূর্ণ করে ফেলবে।রাট কোহলির অনুপস্থিতিতে ভারতীয় দল রাজধানীতে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হয়েছে বাংলাদেশের কাছে। শাকিব উল হাসান, তামিম ইকবালের মতো প্রথম সারির ক্রিকেটাররা না থাকলেও বাংলাদেশকে জয় এনে দিয়েছেন অন্য এক সিনিয়র মুশফিকুর রহিম। ব্যাট করতে নেমে কোনও ভারতীয়ই দ্রুত রান তুলতে সক্ষম হননি।ভারতের কাছে হেরে তিন মাস ঘুমোননি মুশফিকুর, দিল্লি দখলের পরে জানালেন বাবাকোনও রকমে স্কোরবোর্ডে ১৪৮ তুলতে সমর্থ হয়েছিল ভারত। সেই রান তাড়া করতে নেমে হাতে ৭ উইকেট নিয়ে রূদ্ধশ্বাস জয় ছিনিয়ে নেন বাংলাদেশ। মুশফিকুর কঠিন সময়ে ব্যাট করতে নেমে দায়িত্ব নিয়ে শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থাকেন। তাঁর ৪৩ বলে ৬০ রানের ইনিংস বাংলাদেশের জয় ত্বরান্বিত করে।ভারত সফরে আসার আগে বাংলাদেশ ক্রিকেটে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। ১৩ দফা দাবিতে বোর্ডের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল বাংলাদেশি ক্রিকেটাররা। সেই বিদ্রোহ মিটতে না মিটতেই বাংলাদেশের ক্রিকেটে আরও বড় ধাক্কা নেমে এসেছিল। গড়াপেটার জন্য ঠিক সময়ে আইসিসিকে অবহিত না করার ফলেই দু-বছরের নির্বাসনে পাঠানো হয় দলের একনম্বর তারকা শাকিব উল হাসানকে। পাশাপাশি আসন্ন প্রসবা স্ত্রীর কাছে থাকার জন্য ভারত সফর থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন তামিম ইকবালও।দুই সিনিয়র ক্রিকেটারকে ছাড়াই বাংলাদেশিদের প্রথম ম্যাচের পারফরম্যান্স চমকে দিয়েছে টিম ইন্ডিয়াকে। যাইহোক, রোহিত শর্মা আগেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন, প্রথম ম্যাচে নিজেদের মেলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন জাতীয় দলের ক্রিকেটাররা। প্রথমত, বাটিং ভরাডুবি। দ্বিতীয়ত, বল করার সময় সঠিক ডিআরএস নিতে পারার অক্ষমতাতেই ভারত হেরে গিয়েছে। রাজকোটে অবশ্য রোহিত-ধাওয়ানের ব্যাটে ভারত দারুণ শুরু করার স্বপ্ন দেখছে।পাশাপাশি, ভারতীয় স্পিনার ও পেসারদেরও নিজেদের মেলে ধরতে হবে। ভারতীয় বোলিং বিভাগের অনভিজ্ঞতা ক্যাপ্টেন রোহিতের মাথা ব্যথার বড় কারণ। পেসার খলিল আহমেদ ৪ ওভারে ৩৭ রান খরচ করেছিলেন। তাছাড়া ১৯তম ওভারে খলিল আহমেদের বলেই চারটে বাউন্ডারি হাকিয়েছিলেন মুশফিকুর। খলিলের পরিবর্তে দ্বিতীয় টি২০তে প্রথম একাদশে দেখা যেতে পারে শার্দুল ঠাকুরকে। ওয়াশিংটন সুন্দর, যুজবেন্দ্র চাহাল এবং ক্রুনাল পাণ্ডিয়াও বিপক্ষ বাটিংয়ের আগ্রাসনকে থামাতে ব্যর্থ হয়েছেন।

পাঞ্জাব ছেড়ে এবার কোন দলে দেখা যাবে অশ্বিনকে?

কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব ছাড়ছেন ভারতীয় অফ স্পিনার রবিচন্দন অশ্বিন। ২০২০ আইপিএল দিল্লি ক্যাপিটালস-এর হয়ে খেলতে দেখা যাবে তাকে। ২০১৮ সালে চেন্নাই সুপার কিংস থেকে ৭ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে কিনে নেয় পাঞ্জাব। যদিও দুই বছরে দলকে সাফল্য দিতে পারেনি অশ্বিন। তাঁর এই দল বদলের ঘটনায় পাঞ্জাবের পক্ষ থেকে কোন মন্তব্য করা হয়নি।

ধারাভাষ্যের বুম হাতে তবে দেখা যাবে না এমএস ধোনিকে!

স্বার্থের সংঘাতে জড়িয়ে পড়তে পারেন। সম্ভবত সেই ভয়েই ইডেনে দিন-রাতের টেস্টে ধারাভাষ্যের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বকালের সেরা অধিনায়ক এ ব্যাপারে নিজে প্রকাশ্যে কিছু না বললেও তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলে এই খবরই রটেছে।নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এমএস ধোনির ঘনিষ্ঠের বক্তব্য, আগামী দিনে ক্রিকেট খেলবেন ধোনি। এই অবস্থায় মাহিকে ধারাভাষ্যের ভূমিকায় দেখা গেলে তাঁর বিরুদ্ধে স্বার্থের সংঘাত সংক্রান্ত অভিযোগ উঠতে পারে বলে ভারতের সর্বকালের সেরা ক্রিকেট অধিনায়ক নাকি নিজেই তাতে অরাজি হয়েছেন বলে দাবি করা হয়েছে।উল্লেখ্য, ২২ নভেম্বর থেকে দেশের প্রথম দিন-রাতের টেস্ট শুরু হতে চলেছে বহু ইতিহাসের সাক্ষী, কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে। বহুল চর্চিত এই টেস্ট ম্যাচে মুখোমুখি হচ্ছে ভারত ও বাংলাদেশ। ঐতিহাসিক এই ম্যাচকে স্মরণীয় করে রাখতে বিবিধ পরিকল্পনা নিচ্ছে বিসিসিআই। তারই অংশ হিসেবে ম্যাচের ব্রডকাস্টার স্টার স্পোর্টসের তরফে ভারতীয় বোর্ডের কাছে আবেদন করা হয়েছে যে কোনও ভাবে যদি মহেন্দ্র সিং ধোনিকে ইডেন টেস্টে ধারাভাষ্যকারের ভূমিকায় নামানো যায়। কিন্তু সেই প্রস্তাবে ধোনি নিজেই রাজি নন বলে শোনা যাচ্ছে।শুধু মহেন্দ্র সিং ধোনি নন, গোলাপী বলের টেস্ট ম্যাচে দেশের সব ক্রিকেট অধিনায়ককেই কমেন্টি বক্সে দেখা যেতে পারে বলে ব্রডকাস্টিং চ্যানেলের তরফে জানানো হয়েছে। টিম ইন্ডিয়ার বর্তমান নেতা বিরাট কোহলি সহ দেশের সব প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক ভারত-বাংলাদেশ দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিন এক সঙ্গে ও এক লাইনে দাঁড়িয়ে জাতীয় সঙ্গীত গাইতে পারেন বলেও খবর।

বিপুল খরচ! আইপিএল ২০২০ থেকে বাদ পড়ল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

আগামী মরশুম থেকে বন্ধ করা হল আইপিএলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।মুম্বই: খরচ বাঁচাতে এবার আইপিএল-এর কর্মসূচি থেকে বাদ পড়ল জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। বোর্ডের অন্দরে শুরু খরচ বাঁচানোর খেলা। আগামী মরশুম থেকে বন্ধ করা হল আইপিএলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। এই সিদ্ধান্তে বোর্ডের খরচ বাঁচল ৩০ কোটি টাকা। ১৯ ডিসেম্বর কলকাতায় হবে আইপিএল নিলাম।কেট পেরি, পিট বুল, অ্যাকোন। গত এক দশকে আরও অনেক তারকাই এসেছিলেন আইপিএলের মঞ্চে। তাঁদের পারফরম্যান্স মুগ্ধ করেছিল ভারতীয় ক্রিকেট ফ্যানদের। গত দশ বছরে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে ক্রিকেটের পাশাপাশি আলোচনার বিষয় ছিল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। বিলিয়ন ডলার বেবির এই গালা উদ্বোধনকে এবার ঠান্ডা ঘরে ঠেলে দিল বিসিসিআই। গত দশ বছরে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে ক্রিকেটের পাশাপাশি আলোচনার বিষয় ছিল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। বিলিয়ন ডলার বেবির এই গালা উদ্বোধনকে এবার ঠান্ডা ঘরে ঠেলে দিল বিসিসিআই। মুম্বইয়ে আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠকে সিদ্ধান্ত, ''উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অহেতুক টাকা খরচ হয়। ক্রিকেট প্রেমীরাও এই অনুষ্ঠান ভালবাসেন না। শুধু শুধু টাকা খরচের কোনও মানে হয় না।''মসনদে বসার দিন থেকেই আইসিসি''র থেকে টাকা ফেরতের দাবি তুলেছে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। ওয়াকিবহাল মহলের দাবি, ৩০ কোটি টাকা বাঁচিয়ে বোর্ডের অন্দরে খরচ বাঁচানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন দুই সচিব জয়েশ শাহ এবং জয়েস জর্জ। উল্লেখ্য, গত মরশুমে প্রতিটি ফ্র্যাঞ্চাইজির বাজেট ছিল ৮২ কোটি টাকা। কিন্তু এবার সেই বাজেট বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৫ কোটি টাকা।

আয়াক্সের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে মহানাটকীয় ড্র চেলসির

লন্ডন: চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ইতিহাসে প্রথমবার ম্যাচের প্রথমার্ধেই তিন গোল হজম করে চেলসি। তার পরেও ঘরের মাঠে আয়াক্সের বিরুদ্ধে ''এইচ'' গ্রুপের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ ৪-৪ গোলে ড্র করে দ্য ব্লুজরা। দ্বিতীয়ার্ধে প্রতিপক্ষ আয়াক্সের দু''জন ফুটবলার লাল কার্ড দেখেন। ৯ জনের প্রতিপক্ষকে সামনে পরপর দু''টি গোল করে চেলসি এবং মান বাঁচায় নিজেদের ডেরায়।শুরু থেকেই আক্রমণ-প্রতিআক্রমণের উত্তেজক ম্যাচ হয় স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে। আগ্রাসী আয়াক্স প্রথমার্ধেই ৩-১ গোলের লিড নিয়ে নেয়। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে আরও একটি গোল করে জয়ের সম্ভাবনা প্রবল করে তোলে তারা। তবে দু''টি লাল কার্ড চেলসিকে হারানো স্বপ্ন শেষ করে দেয় আয়াক্সের। শেষ বেলায় চেলসি জয়ের প্রবল সম্ভাবনা তৈরি করে ফেলেছিল। তবে রেফারি ভিএআরের সাহায্য নিয়ে চেলসির একটি গোল বাতিল করে। তা না-হলে ম্যাচে নাটকীয় জয় তুলে নিতে পারত ল্যাম্পার্ডের দল। এক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো যে, চেলসি ম্যাচে দু''টি গোল উপহার দেয় প্রতিপক্ষকে। কারণ, দু''বার নিজেদের জালেই বল জড়ান চেলসি প্লেয়াররা।ম্যাচের একেবারে শুরুতেই একটি গোল হোম টিমের কাছ থেকে উপহার পায় আয়াক্স। ম্যাচের ২ মিনিটে আব্রাহামের পা ছোঁয়া বল চেলসির জালে জড়িয়ে যায়। তাঁর আত্মঘাতী গোল স্ট্যামফোর্ড ব্রিজকে মুহূর্তে নিস্তব্ধ করে দেয়। যদিও খুব বেশিক্ষণ লিড ধরে রাখা সম্ভব হয়নি আয়াক্সের পক্ষে। ৩ মিনিটের মাথায় পেনাল্টি পেয়ে যায় চেলসি। স্পট কিক থেকে গোল করে দ্য ব্লুজদের সমতায় ফেরান জোরগিনহো।১৩ মিনিটের মাথায় আয়াক্সের জালে বল জড়ান আব্রাহাম। সহকারী রেফারি পতাকা তুলে অফসাইডের সিদ্ধান্ত জানালে বাতিল হয় গোল। ২০ মিনিটে আয়াক্সকে পুনরায় লিড এনে দেন প্রমেস। জিয়েচের পাস থেকে গোল করেন তিনি। ৩৫ মিনিটে কেপার ভুলে আবার নিজেদের জালে বল জড়ায় চেলসি।৫৫ মিনিটে জিয়েচের পাস থেকেই গোল করেন আয়াক্সের ভ্যান ডি বীক। ৬৩ মিনিটে আব্রাহামের পাস থেকে গোল করেন অ্যাপিলিকুয়েতা। চেলসি ব্যবধান কমিয়ে স্কোরলাইন ৪-২ করে। ৬৮ মিনিটে ম্যাচে দ্বিতীয় বার হলুদ কার্ড দেখেন ব্লাইন্ড। রেফারি তাঁকে লাল কার্ড দেখিয়ে মাঠ ছাড়ার নির্দেশ দেন। ৬৯ মিনিটে দ্বিতীয় বার হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন ভেল্টম্যান। এক মিনিটের ব্যবধানে দু''জন ফুটবলার লাল কার্ড দেখায় আয়াক্স ম্যাচের বাকি সময়টা ৯ জনে খেলতে বাধ্য হয়। এই সুযোগটাই যথাযথ কাজে লাগায় চেলসি।৭১ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ম্যাচে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন জোরগিনহো। ৭৪ মিনিটে জেমসের গোলে ম্যাচে ৪-৪ সমতা ফেরায় চেলসি। ৭৮ মিনিটে অ্যাপিলিকুয়েতা গোল করলে উতসবে মাতে স্ট্যামফোর্ড ব্রিজ। যদিও রেফারি ভিএআরের সাহায্যে নিয়ে গোল বাতিল করেন। ম্যাচের চূড়ান্ত ফলাফল দাঁড়ায় ৪-৪।

চায়না ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে কাশ্যপ, ছিটকে গেলেন স্ত্রী সাইনা

চায়না ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠলেন ভারতীয় পুরুষ শাটলার পারুপল্লি কাশ্যপ। স্ট্রেট গেমে থাইল্যান্ডের প্রতিপক্ষকে হারিয়ে দিয়ে চায়না ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠলেন কাশ্যপ। অপরদিকে, বুধবার হারের মুখ দেখলেন তাঁর স্ত্রী ও ছাত্রী সাইনা নেহওয়াল।

প্রথম রাউন্ডে চিনের প্রতিপক্ষর কাছে হারতে হল সাইনাকে। মঙ্গলবার ভারতের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন শাটলার পিভি সিন্ধু ছিটকে যান এই প্রতিযোগিতা থেকে। এবার সিন্ধুর পর চায়না ওপেনে এবছরের মতন লড়াইয়ে ইতি হল ভারতীয় মহিলা শাটলার সাইনারও।বুধবার থাইল্যান্ডের প্রতিপক্ষ সিথিকম থামাসিনকে মাত্র ৪৩ মিনিটের লড়াইয়ে হারিয়ে দেন কাশ্যপ। সিথিকমের বিরুদ্ধে ২১-১৪, ২১-৩ ফলে ম্যাচ জিতে চায়না ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন কাশ্যপ। প্রথম রাউন্ডে সিথিকম কিছুটা লড়াই করার চেষ্টা করলেও, দ্বিতীয় রাউন্ডে দুরন্ত খেলেন কাশ্যপ। আর সেই সঙ্গে প্রথম রাউন্ডে জয় নিশ্চিত করে কোর্ট ছাড়েন কাশ্যপ। অপরদিক, তাঁর স্ত্রী ও ছাত্রী সাইনা নেহওয়ালকে হারিয়ে দেন চায়নার কাই ইয়ান। চিনের মহিলা শাটলারের কাছে মাত্র ২৪ মিনিটে ৯-২১, ১২-২১ ফলে হারেন সাইনা। বিশ্ব ব্যাডমিন্টন ব্যাঙ্কিংয়ের ৯ নম্বরে থাকলেও শেষ এক বছরে সাইনার পারফরম্যান্স নিয়ে এবার উঠতে শুরু করে দিয়েছে নানা প্রশ্ন।সাইনা, কাশ্যপের পাশাপাশি এদিন চায়না ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন বি সাই প্রণিথ। ইন্দোনেশিয়ার টমি সুগিয়ার্তোকে হারিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে ওঠেন তিনি।

ভারতের কাছে হেরে তিন মাস ঘুমোননি মুশফিকুর, দিল্লি দখলের পরে জানালেন বাবা

রবার্ট ব্রুসকে সাফল্যের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল সাতবার। আর মুশফিকুর রহিমকে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য দিন গুনতে হয়েছে প্রায় চার বছর। ২০১৬-র ২৩ মার্চের কথা স্মরণ করলে এখনও আঁতকে ওঠেন বাংলাদেশের উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান। ৩ বলে ২ রান! টি২০ বিশ্বকাপে ভারত-জয়ের আগাম সেলিব্রেশনে মেতেছিলেন। তবে অভিশপ্ত ম্যাচে মুশফিকুরের ব্যাটে ভর করে বাংলাদেশ জয়ের সীমান্ত পেরোতে পারেনি। রাতারাতি ট্র্যাজিক হিরোর তকমা সেঁটে গিয়েছিল জার্সিতে। আলোর গোলার্ধ থেকে অতলান্ত আঁধার নেমে এসেছিল মুশফিকুরের ক্রিকেট সংসারে।ক্রিকেট ঈশ্বর অবশ্য মুশফিকুরকে ফের একবার পুরনো ভুল সুদে আসলে মিটিয়ে ফেলার সুযোগ এনে দিয়েছিলেন রবিবার। খোদ রাজধানী শহরে। এবারে অবশ্য বাংলার কোটি কোটি ক্রিকেট বুভুক্ষু সমর্থকদের হতাশ করেননি। দায়িত্ব নিয়ে ক্রিজে টিকে ম্যাচ ফিনিশ করে এসেছেন। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ব্যাটিং করতে নেমে ৪৩ বলে ৬০ রান! পাশাপাশি ভারতের তরুণ বোলারদের শাসন। অধিনায়ক মাহমুদুল্লা ছক্কা হাকিয়ে ফিনিশিং টাচ দিলেও নায়ক একজনই- মুশফিকুর। বেঙ্গালুরুতে যে কলঙ্কের সূচনা, তারই যেন সমাপ্তি দিল্লিতে এসে! ম্যাচের সেরাও তিনি। রূপকথা নয়তো কী!দাদি-ই করে দেখাল, বলছেন মোহনবাগানে খেলা দেশের প্রথম ''গোলাপি'' ক্রিকেটারকেমন ছিল দুঃস্বপ্নের সেই দিনগুলো? বগুড়া থেকে মুশফিকুরের বাবা মাহবুব হামিদ ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস বাংলার প্রতিনিধিকে বললেন, ''আমার ছেলের মাথা থেকে একটা ''বোঝা'' নেমে গেল। বেঙ্গালুরুতে সেই ম্যাচ আমাদেরই জেতার কথা। ৩ বলে ২ রান, এমন পরিস্থিতিতে ম্যাচ কেউ হারে? কিন্তু মুশফিক সেদিন পারেনি। এই ওর ব্যক্তিগত জীবনে মারাত্মকভাবে প্রভাব ফেলেছিল। টানা তিন মাস ঘুমোতে পারেনি। চেনাশোনা সাংবাদিকদের সঙ্গেও বহুদিন কথা বলাও বন্ধ রেখেছিল। দিল্লির ইনিংসটা আসলে মুশফিকের মাথা থেকে বড় একটা ''বোঝা'' নামিয়ে দিল।'' বাবা মাহবুব হামিদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী হাসিনার সঙ্গে মুশফিকুর (রবিউল ইসলাম বিদ্যুত)ভারত সফরের আগে বাংলাদেশের ক্রিকেটে সাইক্লোন বয়ে গিয়েছে। সেই ঝড়ে ক্রিকেটারদের সঙ্গে বিসিবির আস্থার ভিতই টলে গিয়েছে। দেশের ক্রিকেট সংস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। তারপরেই আইসিসির তরফে শাকিবের নির্বাসন। আসন্ন প্রসবা স্ত্রীর সঙ্গে থাকার জন্য তামিমও ভারত সফর থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। কার্যত তরুণ ব্রিগেড নিয়েই ভারত-জয়ের স্বপ্ন দেখছে বাংলাদেশ।সিনাকে জানানো উচিত ছিল শাকিবের, সাফ জানাচ্ছেন বাংলাদেশের মন্ত্রীআর প্রথম ম্যাচেই মুশফিকুর প্রমাণ করে দিয়েছেন। হেভিওয়েট দলের বিরুদ্ধে তিনি মহীরূহ হয়ে দলের যুব ক্রিকেটারদের আশ্রয় দিয়েছেন, ছায়া জুগিয়েছেন। দলের সিনিয়র-মোস্ট ক্রিকেটারের প্রশ্রয় পেয়ে মাঠে মেলে ধরেছেন আফিফ হোসেন, শফিউল ইসলামের মতো তরুণ তুর্কিরাও। সরকারিভাবে বাংলাদেশ দলের নেতা নির্বাচিত হয়েছেন মাহমুদুল্লা। তবে ফিরোজ শাহ কোটলার বাইশ গজে নেতৃত্বের অলিখিত শাসনভার তুলে নিয়েছিলেন মুশফিকুর।যেভাবে দিল্লি দখল করেছেন মুশফিকুর তাতে চমকে গিয়েছে রোহিত বাহিনীও। ব্যাট হাতে নেমে একসময় আস্কিং রেট আকাশছোঁয়া হয়ে যাওয়ার পরেও কঠিন পিচে কোনও তাড়াহুড়ো করেননি। অপেক্ষা করে গিয়েছেন সুযোগের। শেষ দুই ওভারে দরকার ছিল ২২ রান। ১৯ তম ওভারে মাথা ঠান্ডা রেখে খলিল আহমেদকে শবক শিখিয়েছেন মুশফিকুর। পরিণতি আর অভিজ্ঞতা- দুয়ের মিশ্রণে জয় ছিনিয়ে নিয়েছেন তিনি।য়ের পরে পিতার সঙ্গে সেলিব্রেশনে মত্ত মুশফিকুর (রবিউল ইসলাম বিদ্যুত)ভারত সফরের জন্য স্পেশ্যাল প্রস্তুতি কী নিয়েছিলেন? বাবা মাহবুব হামিদ বলছেন,''মুশফিক ক্রিকেট সংক্রান্ত বিষয়ে কখনই আমাদের সঙ্গে কোনও কথা বলে না। সংকল্প আর জেদ নিজের মধ্যে পুষে রাখে। ছোটবেলা থেকেই ও একেবারে অন্যরকম। আমার বাকি ছেলেদের মতো নয়। বরাবরই ও স্পেশ্যাল।'' সঙ্গে প্রিয় পুত্রকে নিয়ে তাঁর আরও সংযোজন, ''ও যদি এ রকম কিছু চিন্তাভাবনা করে থাকে তাহলে সেটা কাউকে জানাবে না। জানতাম ওর ভেতরে ভেতরে জেদ ছিল। বিশেষ করে বেঙ্গালুরুর ওই ম্যাচটা হার ওকে ভিতরে ভিতরে পোড়াত।''সাকিব-তামিমকে ছাড়াই ভারত-বধ। মুশফিকের বাবা বলছিলেন, ''বেশ কিছুদিন বাংলাদেশের ক্রিকেট টালমাটাল অবস্থায় রয়েছে। এই হতাশা থেকে বেরোনোর জন্য ভারতের বিপক্ষে জয়ের বিকল্প আর কী হতে পারে! যখন বিমানবন্দরে মুশফিককে বিদায় জানাতে গিয়েছিলাম, তখন সৌম্য-মোসাদ্দেকরা বলাবলি করছিল, ওঁরা এবার শাকিবের জন্য খেলবে। চোখে মুখে জেদ-প্রত্যয় ঠিকরে বেরোচ্ছিল।''ভারতের কাছে হারের পরে সাড়ে তিন বছর আগে মুশফিকুরের সেই ফেসবুক পোস্টদিল্লির ঐতিহাসিক জয়ের পর মুশফিকের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছিলেন মাহবুব হামিদ। কিন্তু পারেননি। মেসেজে বার্তা পেয়েছেন। মুশফিকের বাবা জানালেন, ''ম্যাচ শেষ হওয়ার পর কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম। তবে এখনও পারিনি। পরে ও আমাকে মেসেজ করেছে। সবাইকে দোয়া করতে বলেছেন যেন পরের ম্যাচগুলোতেও ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারে।''মুশফিকুরের জন্য আপাতত প্রার্থনা করছেন পদ্মাপাড়ের যোলো কোটি বাঙালি! বেঙ্গালুরুর ট্র্যাজিক নায়ক থেকে দিল্লি জয়ের মেসিহাই যে পারেন বাংলাদেশ ক্রিকেটকে দুঃসময়ের অন্ধকার থেকে উদ্ধার করতে। বাংলাদেশের রবার্ট ব্রুস যে এখন মুশফিকুরই!

MEMORANDUM

WHEREAS Shri Joy Sadhan Jamatia, Chowkider Olo the Executive Engineer, Water Resource Division No-III, Udaipur, Gomati Tripura remained absent from the Government duty un authorizedly since 20-08-2018 without giving any intimation or prior permission or sanction of leave whatsoever from the competent authority as required.

AND

WHEREAS the concerned Executive Engineer vide his letter No.F. EST(P-IV)/226/EE/WR III/UDP/4370-71 dated 06-08-2018, No. 5031-33 dated 08-11-2018 and No. 9652-53 dated 02-05-2019 had directed to Shri Jamatia, Chowkider to resume his duty immediately and to explain the reason of his unauthorized absence from Government duty.

AND

WHEREAS Shri Das,LDC has neither resumed his duty till date nor furnished any explanation regarding his unauthorized absence from the Governinient duty.

NOW, THEREFORE, Shri Joy Sadhan Jamatia, Chowkider is hereby directed to resume his duty immediately and to explain the reason of his unauthorized absence from Government duty w.e.f 20-08-2018 to till date within 10(ten) days of the receipt of this Memo or publication in news paper whichever is earlier.

TO
Sri Joy Sadhan Jamatia, Chowkider,
O/o the Executive Engineer, the concerned
WR Division No-III, Udaipur, Gomati Tripra.

(Dipak Ch. Das)
Chief Engineer PWD(R&B)
Tripura, Agartala

ICA/D-1206/2019-20

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT- 05/EE/ RD-TLM/19-20 Dt: 04/11/2019

The Executive Engineer, RD Teliamura Division, Khowai Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 3.00 P.M on 15/11/2019 for Supplying & fitting fixing of various Multi seated sofa type Chair with foam based seat and back cover with arm, fixed on beam of any colour. For details visit website - https://tripuratenders.gov.in and contact 03825-26209 / 8731074766 / 9862139398. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Sd/illegible
Executive Engineer
RD Teliamura Division
Teliamura, Khowai Tripura

ICA/C-1548/2019

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अगरतला

NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY AGARTALA

An Institute of National Importance
(An Institution set up by NIT Act under MHRD, Govt. of India)
Barjala, Jirania, Tripura (West) -799046

12TH CONVOCATION

The 12th Convocation of NIT Agartala will be held on **Saturday, 9th November, 2019** at **3.00 p.m.** in the Rabindra Satabarshiki Bhawan (Hall No.1), Agartala.

Shri Ramesh Bais
Hon'ble Governor of Tripura
has kindly consented to be the **Chief Guest** of the convocation.

Chairman, Board of Governors, NIT Agartala
will preside over the function
&
Director, NIT Agartala
will award the degrees to the students.

Dr. Govind Bhargava
Registrar

N.B.:All the registered Degree Recipients are hereby informed that the robes should be collected from NIT Agartala on 8th Novemebr, 2019 between 10:00 a.m.-7:00 p.m. positively.

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

৯৬১টি স্কুল বন্ধের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ নভেম্বর ।। সম্প্রতি রাজ্যের বিজেপি সরকার ৯৬১টি সরকারি বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা কম থাতকার অজুহাত দেখিয়ে স্কুল বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অল ইন্ডিয়া ডিএসও ত্রিপুরা রাজ্য সাংগঠনিক কমিটি এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আজ শিক্ষা দপ্তরের সামনে বেলা ১২টায় একটি বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বিক্ষোভ চলাকালীন তিন সদস্যের এক প্রতিনিধি দল মাননীয় যুগ্ম শিক্ষা অধিকর্তার নিকট এক স্মারক লিপি প্রদান করে। স্মারক লিপিতে উল্লেখ করা হয় সরকারি শিক্ষার মান উন্নয়ন করার পরিবর্তে ৯৬১টি স্কুল বন্ধ করার সরকারি সিদ্ধান্ত ছাত্র স্বার্থ বিরোধী। পাশাপাশি ১কিমি মধ্যে স্কুল থাকায় গরীব মেহনতি ঘরের সন্তানদের শিক্ষা গ্রহণের যে সুযোগ ছিল তা ব্যাহত হবে এবং ভবিষ্যতে শিক্ষা সংকটে পড়বে।

বাঙালি মহিলা সমাজের উঃজেলা কমিটি গঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ নভেম্বর ।। গত ২রা অক্টোবর পানিসাগর বাঙালি মহিলা সমাজের জেলা ভিত্তিক কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিথ ছিলেন আমরা বাঙালি রাজ্য সচিব হরিগোপাল দেবনাথ মহোদয় ও প্রধান বক্তা হিসেবে ছিলেন বাঙালি মহিলা সচিবের রাজ্য সচিব শ্রীমতি রানু দেব মহোদয়া। সম্মেলন শেষে শ্রীমতি রুবি ঘোষের নেতৃত্বে ১৭ জনের বাঙালি মহিলা সমাজের উত্তর ত্রিপুরা জেলা কমিটি গঠন করা হয়। সম্মেলনে ৭৭ জন মহিলা প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। পৌরহিত্য করেন শ্রীমতি কাকলি দাস। উক্ত সম্মেলনে পণপ্রথাসহ নারী নির্যাতন, নারী ধর্ষণ রোধে ও মহিলাদের স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে আন্দোলনসূচি গৃহীত হয়। বাঙালি মহিলা সমাজের এক বিবৃতিতে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

শ্যাম সুন্দর জুয়েলার্সের হীরক জয়ন্তী বর্ষের শুভারম্ভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ নভেম্বর ।। শ্যাম সুন্দর জুয়েলার্সের হীরক জয়ন্তী বর্ষের শুভারম্ভের উদ্‌যাপন শুরু হল। উদ্‌যাপনে হীরা শীর্ষকে আগামী এক বছর নানা আয়োজন অনুষ্ঠিত হবে। উদ্‌যাপনের মূল উদ্দেশ্য জীবনে চতুর্পার্শের আন্দকে খুঁজে বেড়ানো। এই উদ্যোগ শুরু হল বাংলার দ্যুতিময় হীরাদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

অনুষ্ঠানে সেরা কয়েকজন বাঙালিদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। শিল্প থেকে সাহিত্য, চিত্রকলা থেকে নৃত্য, বিভিন্নভাবে যারা বাংলার গৌরব পৌছে দিয়েছে দেশ দেশান্তরে, তাদেরকে গত ৫ই অক্টোবর জি ডি বিড়লা সভাগৃহে সংবর্ধিত করেছে শ্যাম সুন্দর পরিবার। আয়োজনের দিনটি প্রতিষ্ঠানের স্থপতি প্রয়াত গৌরচন্দ্র সাহার জন্মদিবস ছিল। অনুষ্ঠানে সিনেমা বিভাগে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, নাটকে রুদ্রপ্রদাশ সেনগুপ্ত, সাহিত্যে বুদ্ধদেব গুহ, শিক্ষায় পবিত্র সরকার, সংগিতে আরতি মুখোপাধ্যায়, চিত্রকলায় যোগেন চৌধুরি, নাচে থাঙ্কুমনি কুট্টি, ক্রীড়ায় জয়দীপ মুখার্জি, সাংবাদিকতায় কিশোর ভিমানী, চিত্র নির্দেশনায় গৌতম ঘোষ এবং কাব্যে জয় গোস্বামীকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

প্রত্যেকের হাতে এদিন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি তথা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী সুবিরানন্দজী মহারাজ স্মারক, মানপত্র, বস্ত্র এবং একটি হীরার আংটি তুলে দিয়েছেন। অনুষ্ঠানটি শুরু হয় নৃত্যশিল্পী শুক্লা কোলের দলের সমবেত নাচের মাধ্যমে এবং প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের সময় শিল্পী গার্গি ঘোষ মন্ত্রোচ্চারণ পাঠ করে। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে বাংলার বেগম আখতার বলে খ্যাত বিখ্যাত শিল্পী প্রভাতী মুখোপাধ্যায়কে সম্বর্ধিত করা হয় এবং সংগীত পরিবেশন করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধান অতিথির ভাষণে মহারাজ বলেন- এই অনুষ্ঠান আমাকে দারুণ একটি মুহূর্ত দিল জীবনে। যাঁরা তাদের শ্রম ও মেধায় জগৎ জয় করেছেন তাদেরকে শ্রদ্ধা জানাতে পেরে আমি কৃতজ্ঞ। তারা আরও অনেককে প্রাণিত করুক।

রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ নেই চরম দুর্ভোগে আছেন জনগণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৬ নভেম্বর।। বিগত বাম আমলে বাহু বল দেখিয়ে সরকারি ভূমি সরকারি রাস্তা ও গ্রাম পঞ্চায়েতের রাস্তা দখল করার প্রথা রাম আমলে অব্যাহত।এমনই এক চিত্র দেখা গেল উত্তরের কদমতলা থানাধীন সরলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ নং ওয়ার্ডের মহেশপুর এলাকায়।জৈনক এক ব্যক্তি দ্বারা গ্রামীণ রাস্তায় বাঁশের খুঁটি দিয়ে গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দেওয়াতে গ্রামের সাধারণ জনগণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ বিরাজ করছে।ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উত্তরের কদমতলা ব্লকাধীন সরলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ নং ওয়ার্ডের মহেশপুর গ্রামে প্রায় ২৭ টি পরিবারের বসবাস।দীর্ঘ শতক ধরে গ্রামের মাটির একটি রাস্তাই গ্রামবাসীদের একমাত্র সম্বল।

কিন্তু গ্রামের জৈনক শৈলেন্দ্রনাথ নামের এক ব্যক্তি বাহুবল দেখি গ্রামের একমাত্র রাস্তার উপর তিনটি খুঁটি গেড়ে গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দেয়।তারপর এলাকাবাসী জড়ো হয়ে শৈলেন্দ্র নাথকে জিজ্ঞেস করলে তিনি জানান, উনার বাড়ির সামনে রাস্তাটি জায়গা উনার সুতরাং উনি সেই রাস্তায় উপর খুঁটির মেরেছেন।পরবর্তী সময়ে স্থানীয় গ্রামবাসীরা সরলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং ৪ নং ওয়ার্ডের মেম্বারকে ঘটনাটি অবগত করেন। পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ ঘটনাটি দেখছে বলেও গ্রামবাসীদের আশ্বস্ত করলেও আজ প্রায় তিন দিন অতিক্রান্ত,এখন পর্যন্ত রাস্তাটি বন্ধ অবস্থায় রয়েছে।এদিকে গ্রামবাসীদের বক্তব্য,জৈনক শৈলেন্দ্রনাথ নামের ব্যক্তি দীর্ঘদিন থেকে গ্রামের একমাত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের আওতাধীন রাস্তাটির উপর খুঁটি গেড়ে আসছেন যাতে কোন গাড়ি চলাচল করতে না পারে।

বিভিন্ন বার তা নিয়ে পঞ্চায়েত স্তরে সালিশি সভার মাধ্যমে শেষও হয়েছিল।কিন্তু তিন দিন পূর্বে পুনরায় শৈলেন্দ্র নাথের বাড়ির সামনে মাটির রাস্তার উপর পরপর তিনটি বাঁশের খুঁটি গেড়ে গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দেয় শৈলেন্দ্রনাথ নামের ওই ব্যক্তি।এলাকার স্থানীয় জনগণ অভিযোগ করে বলেন,ওই ব্যক্তি দ্বারা গোটা গ্রামের একমাত্র যাতায়াতের ভরসা রাস্তাটি দীর্ঘদিন থেকে সংস্কার করা যায় না।তাছাড়া গোটা গ্রামের মানুষ ভয়ে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো কথা না বলাতে আজ গ্রামের জনগণের এই পরিণতি।গ্রামের কোন লোকজন অসুস্থ হলে কাঁধে করে নেওয়া ছাড়া আর কোন বিকল্প ব্যবস্থা নেই গ্রামবাসীদের।এমনকি মহেশপুর গ্রামের স্থানীয়দের গাড়ি গুলি ও অন্যত্র রাখতে হয় এই রাস্তার কারণে।গ্রামবাসীরা আরো জানান মহেশপুর গ্রামের রাস্তাটি কদমতলা মহেশপুর দ্বা.দ্র.ত্ব. সড়ক থেকে কদমতলী শীতলীবাড়ি ইট সলিং সড়কে গিয়ে মিশেছে।

প্রায় ১৩ শ মিটার লম্বা এই মাটির সড়কটি সংস্কারের অভাবে ও জনৈক শৈলেন্দ্র নাথের বাহুবলের কারণে আজ চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে।গ্রামবাসীরা এই ব্যস্ততম সড়কটি পাকা অথবা ইট সলিং করার জন্য সরলা গ্রাম পঞ্চায়েতের দরজায় বহুবার কড়া নেড়েছেন কিন্তু পূর্বতন সিপিআইএম শাসিত গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা এই রাস্তাটি সংস্কার, পাকা ও ইট সলিং করার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেননি।তাই গ্রামবাসীদের জোরালো দাবি,গ্রাম পঞ্চায়েত ও প্রশাসন যেন

ছয়ের পাতায় দেখুন

ভোটের আগেই মুখ্যমন্ত্রিত্ব নিয়ে আলোচনা হয়েছিল নতুন কোনও প্রস্তাব আর নয় : সঞ্জয় রাউত

মুম্বই, ৬ নভেম্বর (হি.স.): মহারাষ্ট্রে সরকার গঠন নিয়ে এখনও জট কাটেনিউ বরং দিন দিন জটিলতা আরও বেড়েই চলেছেউ জট কাটাতে ততর ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)উ কিন্তু, শিবসেনা মুখ্যমন্ত্রিত্ব পদ নিয়েই অনড়উ এমতাবস্থায় শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউত জানালেন, নির্বাচনের প্রাক্কালে মুখ্যমন্ত্রিত্ব নিয়ে বিজেপি ও শিবসেনার মধ্যে সমঝোতা হয়েছিল, কিন্তু এখন নতুন কোনও প্রস্তাবের আর অবকাশ নেই।

বুধবার সকালেই এনসিপি সুপ্রিমো শরদ পওয়ারের বাসভবনে যান শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউতউ সূত্রের খবর, মহারাষ্ট্রে সরকার গঠন নিয়ে পওয়ার-রাউতের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়েছেউ শরদ পওয়ারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, 'তিনি দেশ ও রাজ্যের (শরদ পওয়ার) একজন প্রবীণ নেতাউ মহারাষ্ট্রের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে তিনি যথেষ্ট উদ্বিগ্নউ এ বিষয়েই মূলত আলোচনা হয়েছে।

এনসিপি সুপ্রিমো শরদ পওয়ারের সঙ্গে দেখা করার প্রাক্কালে সঞ্জয় রাউত এদিন বলেছেন, 'নির্বাচনের আগে যে প্রস্তাবে আমরা (বিজেপি ও শিবসেনা) একমত হয়েছিলাম, তা নিয়েই মূলত আলোচনাউ নতুন কোনও প্রস্তাব আর নয়উ নির্বাচনের প্রাক্কালে মুখ্যমন্ত্রী পদ নিয়ে বিজেপি ও শিবসেনার মধ্যে সমঝোতা হয়েছিলউ শুধুমাত্র সেই কারণেই আমরা নির্বাচনে জোটের পক্ষে গিয়েছিউ' প্রসঙ্গত, ভোটের ফলাফল ঘোষণার পর দু'সপ্তাহ হতে চললউ কিন্তু, বিজেপি ও শিবসেনার দ্বৈরথে, তা এখনও চূড়ান্ত হল নাউ শিবসেনা শুরু থেকেই চাইছে, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী হবে শিবসেনারই কোনও নেত।

রোটারি আন্তর্জাতিক কনক্লেভ সেতুবন্ধন কক্সবাজারে হতে চলেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ নভেম্বর ।। রোটারি আন্তর্জাতিক জেলা ৩২৪০ (ভারত) ও আন্তর্জাতিক জেলা ৩২৮২ (বাংলাদেশ)এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে মৈত্রী বন্ধুতা সৌহার্দ্যতার ও আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার মঞ্চ সেতুবন্ধন-৪। আগামী ৮-৯ নভেম্বর ২০১৯ ইং বাংলাদেশের সমুদ্র পর্যটন কেন্দ্রিক শহর কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সেতুবন্ধন -৪। দুই দিনের এই কনক্লেভে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দুইটি প্রতিবেশি দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রতিবেশী দেশ দুটির আরও নিবিড় সম্পর্কের হদিশ পেতে অনেক বিশিষ্ট বক্তা তাদের মত ব্যক্ত করবেন। এছাড়াও দুটি দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক কর্মসূচির আদান প্রদানও সেতুবন্ধন-৪ এর একটি অপরিহার্য অঙ্গ। ভারত - বাংলাদেশ মিলে এই আন্তর্জাতিক কনক্লেভে প্রায় ৪০০ জন রোটারিয়ান প্রতিনিধি যোগদান করবেন। ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বের ৮টি রাজ্য এবং পশ্চিমবঙ্গের রোটারিয়ান বন্ধুরা ব্যাপক অংশে দুই দিনের এই আন্তর্জাতিক কনক্লেভে উপস্থিত থাকার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। রোটারি ক্লাব অব আগরতলা সিটির এক বিবৃতিতে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

শরণার্থীদের ফেরত পাঠাতেই হবে ঃ আমরা বাঙালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ নভেম্বর ।। রিয়াং শরণার্থী প্রসঙ্গে আমরা বাঙালি ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি নিম্নোক্ত বিবৃতি দিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে ত্রিপুরাতে অবস্থানরত মিজোরামের রিয়াং শরণার্থীদের ফ্রি রেশন চালু রাখা ও নগদ অর্থের দাবি নিয়ে গত চারদিন ধরেই কাঞ্চনপুর মহকুমার আনন্দবাজার দশকা প্রধান সড়কে যে রাস্তা অবরোধা আন্দোলন চলছে তাতে গোটা উত্তর ত্রিপুরা জেলাতেই এক অজানা ভীতির পরিবেশ ও অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। এই সমস্যা সমাধানে মূল দায়িত্ব অবশ্যই কেন্দ্রের। কিন্তু রিয়াংরা যেহেতু জাতিগত সংঘর্ষে মিজোর থেকে উৎখাত হয়েছে তাই এই সমস্যার দায় মিজোরামেরও। সেই সঙ্গে ত্রিপুরায় দীর্ঘদিন ধরে অবস্থান করার কারণে রিয়াং শরণার্থীরা এ রাজ্যেরও নানা সমস্যার কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। যার প্রমাণ রয়েছে ২০১৬ সালের ঘটনায়। তখন এক তুচ্ছ কারণকে কেন্দ্র করে জাতিবিদ্বেষ ছড়িয়ে কাঞ্চনপুর এলাকার বহু বাঙালির বাড়িঘর রিয়াং শরণার্থীরা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিল। স্থানীয় বাঙালিদের জায়গাজমি জোর করে দখল করেছিল যা আজও তাদের কব্জায় রেখে দিয়েছে। এমতাবস্থায় শরণার্থীদের স্বভূমে অর্থাৎ মিজোরামে ফিরে যাবহর যখন প্রস্তুতি চলছিল তখন আবার কাদের অদৃশ্য অঙ্গুলি হেলনে এই উদ্যোগ ভেস্তে যেতে চলেছে তাই ভাবনার। আমরা বাঙালি ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি রিয়াং শরণার্থী সমস্যা সমাধানের জন্যে কেন্দ্র, রাজ্য সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্যোগ নিয়ে আহ্বান রাখছে। নতুবা আগামী দিনে এই সমস্যা আরও বহু সমসস্যার জন্ম দিতে পারে।

আগরতলা পাবলিক স্কুলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ১০ই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ নভেম্বর ।। আগরতলা পাবলিক স্কুল ইংলিশ মিয়িাম অষ্টম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন করবে আগামী ১০ই নভেম্বর ২০১৯ রবিবার সন্ধ্যা পাঁচটায় চন্দ্রপুরস্থিত তুষার সংঘ প্রাঙ্গণে।

উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন রাজ্য বিধানসভার সদস্য রতন চক্রবর্তী। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য্য অরুনোদয় সাহা এবং স্যন্দন পত্রিকার সম্পাদক তথা রাজ্যের প্রবীন সাংবাদিক সুবল কুমার দে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন।

সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন তুষার সংঘের রতন দেবনাথ মহোদয়। আগরতলা পাবলিক স্কুলের ৮ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন রাজ্যের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং ম্যানেজিং কমিটির সহ সভাপতি মাননীয় অগ্নি কুমার আচার্য্য। স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা সংগিত, নৃত্য এবং নাটক মঞ্চস্থ করবে।

বাইদ্যাদীঘি বাজারে গেলেন প্রতীমা শান্তি-সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বর।। বাইদ্যাদীঘি সংঘর্ষের ঘটনায় এলাকা পরিদর্শন করলেন সাংসদ প্রতীমা ভৌমিক। আজ তিনি জানিয়েছেন, দুইজনের ব্যক্তিগত রেষারেষির কারণেই সেইদিন সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছিল। তাতে নয়টি দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারমধ্যে তিনটি দোকান মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তিনি বলেন, ক্ষতিগ্রস্তদের পাঁচ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দিয়েছি।

এদিন প্রতীমা ভৌমিক এলাকা পরিদর্শনের পাশাপাশি স্থানীয়দের সাথে পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। বাইদ্যাদীঘি বাজারে স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং জনগণের সাথে শান্তি-সম্প্রীতি বজায় রাখার বিষয়ে বিস্তারিত কথাবার্তা হয়েছে। তিনি বলেন, প্রত্যেকেই এলাকায় শান্তির পরিবেশ বজায় রাখার আশ্বাস দিয়েছেন। এক্ষেত্রে প্রশাসনিক ভাবে সব রকম সহায়তার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, আগামীদিনে এই ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানোর জন্য শান্তি কমিটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।

পরিবেশ বান্ধব কাজে পুরস্কৃত রাজ্যের সাংবাদিক

আগরতলা, ৬ নভেম্বর।। পরিবেশ বান্ধব সভ্যতার বিকাশ ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অবদানের জন্য বালিপাড়া ফাউন্ডেশন বিশেষ স্বীকৃতি পুরষ্কারে পুরস্কৃত হয়েছেন রাজ্যের বরিষ্ঠ সাংবাদিক ও পরিবেশ কর্মী বিশ্বেন্দু ভট্টাচার্য। শীর্ষস্থানীয় ওয়্যার নিউজ এজেন্সি ইউএনআইয়ের প্রধান এবং টাইমস অফ ইন্ডিয়ার সংবাদদাতা হিসাবে কাজ করার পাশাপাশি তিনি দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে পরিবেশগত বান্ধব জীবনযাত্রা ও গণমাধ্যমে কৌশল রচনায় কাজ করছেন। তিনি বিদ্যালয়ের পাঠ্য সহ ত্রিপুরা ও উত্তর-পূর্বের পরিবেশ, জৈব-বৈচিত্র্য এবং জলবায়ু সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বই এবং প্রচুর নিবন্ধ রচনা করেছেন।

তিনি তার কার্বন নিরপেক্ষ জীবন-শৈলীর জন্য এবং প্রাকৃতিক সংস্থান ভিত্তিক জীবিকা নির্বাহের প্রযোজক হিসেবে এরাজ্যে পরিচিত। শ্রী ভট্টাচার্য পরিবেশগত সক্রিয়তার জন্য ইতিপূর্বে বেশ কয়েকটি স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। পরিবেশ সুরক্ষা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব কর্মসূচির আওতায় তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের প্রতিনিধিত্বও করেছিলেন।

বালিপাড়া ফাউন্ডেশন উত্তর-পূর্ব ভারতের আন্তর্জাতিকস্তরে প্রশংসিত প্ল্যাটফর্মগুলির মধ্যে একটি। প্রকৃতি নিরভর অর্থনীতি ও জীবনযাত্রা প্রনয়নে ফাউন্ডেশনের অধীনে পূর্ব হিমালয়ান নেচারনমিক্স ফোরাম ২০১৩ সাল থেকে কাজ করছে। প্রকৃতিক মূলধনের সংরক্ষণ, শিক্ষা, সঞ্চয়, স্বাস্থ্যসেবা, জীবিকা ও জলের মতো সম্পদের সদ্ব্যাবহার, প্রকৃতিক মূলধন সংরক্ষণ করে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির

একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হচ্ছে বালিপাড়া ফাউন্ডেশন।

২ নভেম্বর গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত দুই দিনের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বিশ্বেন্দু ভট্টাচার্যিকে এই পুরষ্কারে সম্মানিত করা হয়। তিনি মৌলিক সম্পদ সরবরাহের জন্য প্রকৃতি মূলধনের সার্বিক ব্যবহার, আর্থ-সামাজিক বৈষম্য হ্রাস করার জন্য প্রকৃতিক মূলধনের মূল্যায়ন, পূর্ব হিমালয় সমূহের জন্য নতুন অর্থনীতি এবং জৈব বৈচিত্র্য সুরক্ষার সমাধানসহ আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনায় অংশ নেন যেখানে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রধানমন্ত্রীর কাউন্সিলের রাষ্ট্রদূত চন্দ্রশেখর দাশগুপ্তও উপস্থিত ছিলেন।

বেহাল জাতীয় সড়কের সার্ভিস লেন

দুর্গাপুর, ৬ নভেম্বর (হি. স.) : বেহাল জাতীয় সড়কের সার্ভিস লেন। মেরামতের গতি প্রকৃতিতে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। আর তার প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ করল ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা। বুধবার বিকালে ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়াল পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসার হাজরাবেড়া এলাকায়। উল্লেখ্য, বছরখানেক যাবৎ ২ নং জাতীয় সড়কের ছয় লেন সম্প্রসারন কাজ বন্ধ। যেটুকু সড়কের কাজ হয়েছে, তাতেই বিস্তর গাফিলাতির অভিযোগ। কোথাও অসম্পুর্ন সড়কে দিশাহীন যান চলকরা। আবার কোথাও বেহাল সার্ভিস লেনে ওষ্ঠাগত প্রান বাসিন্দাদের।

কয়েকদিন আগে নিম্নচাপের দরুন বেহাল হয়ে পড়েছে পানাগড় বাইপাস সহ জাতীয় সড়কের বিভিন্ন সার্ভিস লেন। খানাখন্দে ভর্তি। কোথায় একহাঁটু, গর্ত হয়ে পড়েছে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।